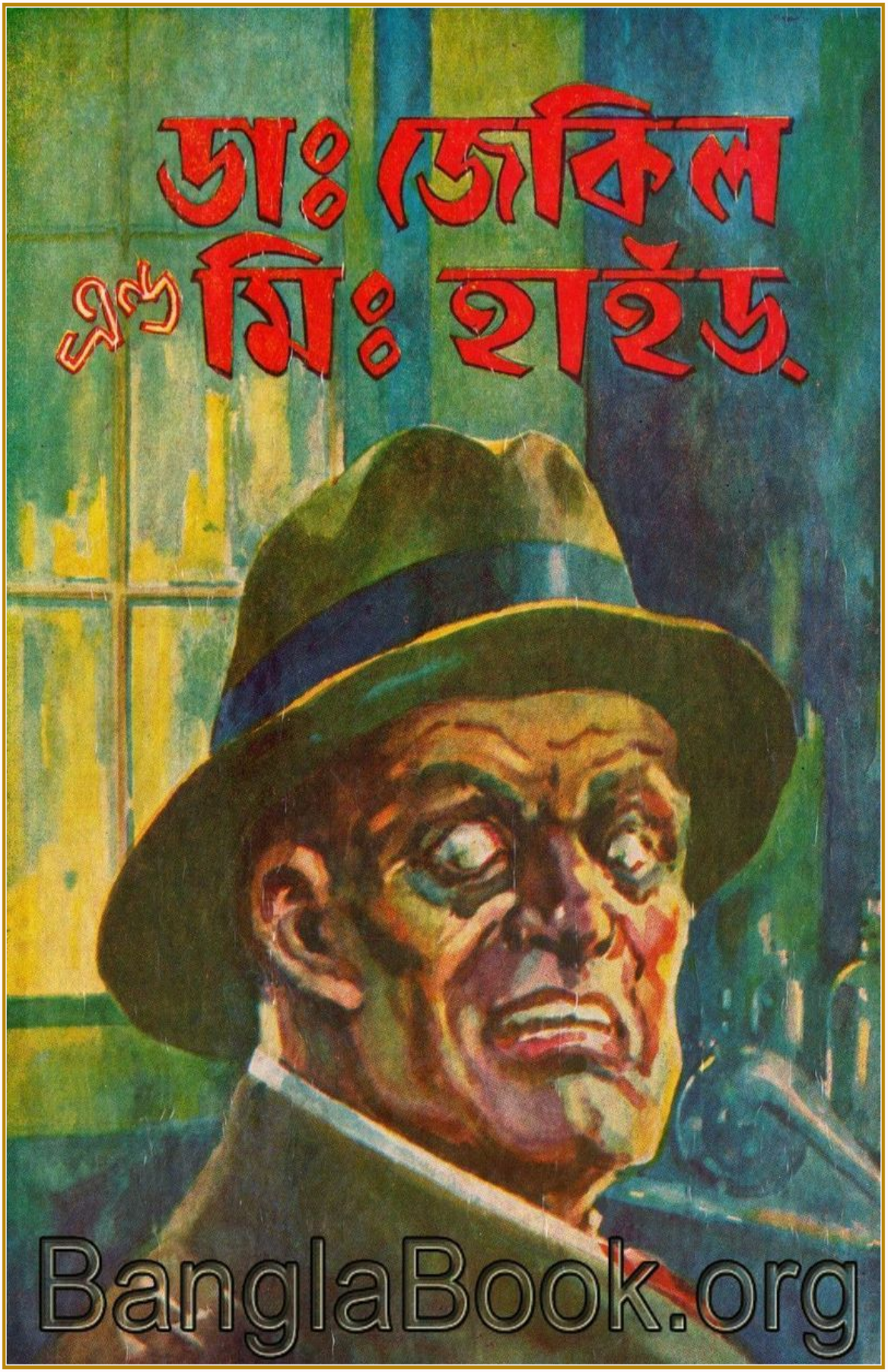
ডাঃ জেকিল
এণ্ড মিঃ হাইড
BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডাঃ জেকিল এণ্ড মিঃ হাইড্

● রবার্ট লুই স্টিভেনসন ●

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

অনূদিত

www.BanglaBook.org

DR. JEKIL AND MR. HIDE
CODE NO. 44 ID 20

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

জুন
১৯৯৫
১৬

ছেপেছেন—
বি· সি· মজুমদার
বি· পি· এম্‌স্‌ প্রিন্টিং প্রেস
২৪ পরগনা (উত্তর)

দাম—
টা. ২০·০০

www.BanglaBook.org

ডাঃ জেকিল
এণ্ড
মিঃ হাইড্

এক

সূচনা

হাইড পার্ক।

কর্মব্যস্ত লণ্ডন শহরের বুকের উপরে অবস্থিত এই মস্ত পার্কটির শান্ত পরিবেশে সারাদিনের কর্মক্লান্ত নরনারী এসে ভিড় জমায়।

এখানে যারা আসে তাদের মধ্যে অবশ্য তরুণ-তরুণীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। নিরিবিলিতে বসে কথা বলবার সুযোগ তারা এখানে পায়।

আমরা যে-দিনের কথা বলছি সে-দিনও দুটি তরুণ-তরুণী পার্কের একখানা বেঞ্চে বসে আলাপ-আলোচনা করছিল।

তরুণটির নাম ডাঃ জেকিল আর তরুণীটির নাম ফ্লোরিনা। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন নেমে এসেছিল পার্কের বুকে। ডাঃ জেকিলের মুখের দিকে তাকিয়ে অভিমানভরা কণ্ঠে ফ্লোরিনা বললে—'তোমার কী হয়েছে বলো তো?'

অন্যমনস্কভাবে ডাঃ জেকিল বললেন—'কই, হয়নি তো কিছু!'

—'কিছু হয়নি তো আমাকে দেখে পালিয়ে যাচ্ছিলে কেন?'

—'পালিয়ে যাচ্ছিলাম! কে বললে?'

—'কে আবার বলবে? আমি কি বুঝি না নাকি? তুমি দেখছি আজকাল সব সময়েই আমাকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করছো।'

—'না-না, এ তোমার ভুল সন্দেহ ফ্লোরিনা!'

—'না, ভুল সন্দেহ নয়, আমি তোমার বাড়িতে গিয়ে শুনেছি, তুমি নাকি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও না।'

—'কে বললে এ-কথা?'

—'যাকে তুমি নির্দেশ দিয়ে রেখেছো সেই পলই বলেছে, আবার কে বলবে?'

—'হ্যাঁ, একটা বিশেষ কারণে পলকে এই রকম নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—'কী সেই বিশেষ কারণটা জানতে পারি কি?'

—'অবুঝ হয়ো না ফ্লোরিন, আমি একটা বিশেষ ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করছি, আর সেই জন্যই দরকার হয়ে পড়েছে ও রকম নির্দেশ দেবার।'

—'কী এমন বিষয় নিয়ে গবেষণা করছো তুমি, যে-কথা আমার কাছেও গোপন করতে হয়?'

ফ্লোরিনার কথায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে অভিমানের সুর।

ডাঃ জেকিল বললেন—'সে-কথা এখনই বলতে পারছি না ফ্লোরিন। তবে একটা কথা জেনে রাখো যে আমার গবেষণা যদি সফল হয় তাহলে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও আবিষ্কারক বলে আমার নাম চিরদিন অমর হয়ে থাকবে। তাছাড়া…'

—'তাছাড়া বলে থামলে যে?'

—'না থামিনি, মানে আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে, গবেষণার যে-পর্যায়ে আমি এসেছি তাতে মনে হচ্ছে যে শীগগিরই আমি নতুন-কিছু আবিষ্কার করতে পারবো।'

এই কথা বলবার সময় ডাঃ জেকিলের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি বলে চললেন—'তুমি যদি জানতে ফ্লোরিন যে কী দুরূহ সাধনায় আমি ব্রতী হয়েছি, তাহলে তুমি আমার সঙ্গে ওভাবে কথা বলতে না। আমি যদি এই গবেষণায় সাফল্য লাভ করতে পারি, তাহলে হয়তো অতি কুৎসিত মানুষকেও আমি কন্দর্পের মতো রূপবান ক'রে তুলতে পারবো।'

ফ্লোরিনা তাঁর উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে বললে—'তা তোমার এই সুন্দরের সাধনায় কতটা এগিয়েছো বলবে কী? আমার তো মনে হচ্ছে যে, তোমার এই রূপ-সাধনার প্রেরণা দেবার জন্য এমন-কেউ তোমার বাড়িতে আছে, যার জন্য আমার সাহচর্য আর তোমার ভালো লাগে না, আমার সঙ্গ তোমার কাছে কাঁটার মতো মনে হয়।'

—'ভুল বুঝলে ফ্লোরিন, অত্যন্ত ভুল বুঝলে আমাকে। যাই হোক, তোমার এ-ভুল ধারণা এখন আমি ভাঙতে পারবো না, কারণ এখনও সব কথা খুলে বলবার সময় আসেনি। তবে আশা করছি, খুব শীগগিরই আমি তোমার কাছে আমার সব কথা খুলে বলতে পারবো। আর কয়েকটা মাস তুমি অপেক্ষা ক'রে থাকো ফ্লোরিন; আমি কথা দিচ্ছি যে আমার এই গবেষণা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমাদের মিলন হবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—'কেন, আগে বিয়ে হলে কি আমি তোমার গবেষণায় বাধা হয়ে দাঁড়াবো নাকি ?'

—'না, ঠিক তা নয়, তবে বর্তমানে গবেষণার যে-পর্যায়ে আমি এসে গেছি, তাতে হয়তো মারাত্মক কিছুও ঘটতে পারে। হয়তো আমার জীবনও শেষ হয়ে যেতে পারে এই ব্যাপারে।'

—'জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে! কী সর্বনাশ! তাহলে ও-গবেষণা তুমি বন্ধ করো।···আমার অনুরোধ, জীবন নিয়ে খেলা তুমি করো না।'

—'সে হয় না ফ্লোরিন, এখন আর আমার পিছিয়ে পড়বার উপায় নেই।'

– 'কেন, উপায় নেই কেন ?'

—'সে তুমি বুঝবে না, ফ্লোরিন। বৈজ্ঞানিকের কাছে আবিষ্কারের নেশা যে কী জিনিস, তা, যারা বৈজ্ঞানিক নয়, তারা ঠিক বুঝতে পারবে না। তুমিও তাই বুঝতে পারবে না আমার মনের কথা।'

—'কিন্তু যে-কাজে প্রাণের ভয় আছে, সে কাজ কি না করলেই নয়, জেকিল ?'

—'না ফ্লোরিন, না করলেই নয়। সফলতার দোরগোড়ায় এসে আমি পিছিয়ে পড়তে পারি না। আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি, রাত হয়ে এলো, তুমিও এবারে বাড়ি যাও।'

এই কথা বলেই ডাঃ জেকিল বেঞ্চ থেকে উঠে বেজওয়াটার রোডের দিকে চলতে আরম্ভ করলেন। ফ্লোরিনা তাকিয়ে রইল তাঁর চলার পথের দিকে। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস তার বুক থেকে বেরিয়ে এলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

দুই

অদ্ভুত জানোয়ারের সন্ধানে

ডাঃ জেকিলের সঙ্গে ফ্লোরিনার হাইড পার্কে দেখা হবার কয়েকদিন পরে লণ্ডনের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ ব্রাউনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল সরকারী প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টরের। ডাঃ ব্রাউনকে দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি খুবই উত্তেজিত। ডিরেক্টরের টেবিলের উপরে একটা ঘুষি মেরে তিনি বললেন—'আপনি বিশ্বাস করতে না পারেন, কিন্তু আমি আমার নিজের চোখকে তো আর অবিশ্বাস করতে পারি না!'

মৃদু হেসে ডিরেক্টর বললেন—'আপনি তো ভুলও দেখতে পারেন ডাঃ ব্রাউন!'

—'ভুল দেখতে পারি! অসম্ভব! আমি স্পষ্ট দেখেছি জানোয়ারটাকে। বার্ক থেকে কাজ শেষ ক'রে সেদিন আমি ফিরছিলাম। হোয়াইট হর্স পাহাড়ের গা দিয়ে যে-রাস্তাটা জঙ্গল ভেদ ক'রে লণ্ডনের দিকে এসেছে, সেই রাস্তা দিয়ে মোটরে ক'রে আসছিলাম আমি। রাত তখন প্রায় ন'টা। এই সময় মোটরের হেড্-লাইটের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম যে, সেই বাঘের মতো মস্ত জানোয়ারটা জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে।'

—'কিন্তু সেটা যে বাঘ এ কথা আপনার মনে হচ্ছে কেন?'

—'মনে হচ্ছে তার মুখের দু-দিকের দাঁতের গড়ন দেখে। বাচ্চা হাতির দাঁতের মতো প্রায় এক ফুট লম্বা দুটো দাঁত তার মুখের দু-দিক থেকে বেরিয়ে এসেছে।'

—'আপনার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারলে খুশী হতাম ডক্টর, কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রাণিজগতে ও-রকম কোনো জন্তুর সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।'

ডিরেক্টরের এই কথার রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে ডাঃ ব্রাউন বললেন—'আমাকে তাহলে আপনি মিথ্যাবাদী বলছেন? বেশ! এই দুর্নাম নিয়েই আমি বিদায় নিচ্ছি।'

এই বলে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি আবার বললেন—'কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই আমি প্রমাণ ক'রে দেবো যে, আমার কথা সত্যি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সরকারী চেয়ারে বসে আপনারা মনে করেন যে জগতের সবকিছুই আপনারা জেনে বসে আছেন। আচ্ছা, গুড বাই!'

ডাঃ ব্রাউন চলে গেলে ডিরেক্টর নিজের মনেই বলে উঠলেন—'ভদ্রলোকের বোধহয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে!'

*

ডিরেক্টরের অফিস থেকে বাড়িতে ফিরে এসেই ডাঃ ব্রাউন দেখলেন যে তাঁর বহুদিনের বন্ধু মিঃ এনফিল্ড তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন।

ডাঃ ব্রাউনকে উত্তেজিত অবস্থায় বাড়ি ফিরতে দেখে মিঃ এনফিল্ড বললেন—'কী ব্যাপার ডক্টর! আপনাকে খুবই উত্তেজিত মনে হচ্ছে যেন!'

—'হ্যাঁ, উত্তেজনার কারণ ঘটেছে একটা!'

—'কী ব্যাপার?'

মিঃ এনফিল্ডের এই প্রশ্নে ডাঃ ব্রাউন বললেন—'ব্যাপারটা ঘটেছে একটা অদ্ভুত জানোয়ারকে নিয়ে। যাই হোক, তুমি একটু বোসো, আমি বাড়ির ভেতর থেকে পোশাক পালটে এসে সব তোমাকে খুলে বলছি। তাছাড়া দু'জনের মতো চা আর খাবারও পাঠিয়ে দিতে বলে আসি।'

এই কথা বলেই ডাঃ ব্রাউন বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন।

*

চা খেতে-খেতে কথা হচ্ছিল দুই বন্ধুর মধ্যে।

ডাঃ ব্রাউনের কাছ থেকে সব কথা শোনবার পর মিঃ এনফিল্ড বললেন—'কী আশ্চর্য! আমিও যে ঐ কথাই বলতে এসেছিলাম আপনার কাছে। বার্ক জেলায় আমার এক আত্মীয় থাকেন। কাল সেই আত্মীয়ের কাছ থেকে আমি একখানা চিঠি পেয়েছি। চিঠিতে তিনি লিখেছেন যে তাঁর একটা চাকর নাকি একটা অদ্ভুত জানোয়ারের আক্রমণে নিহত হয়েছে। মারা যাবার আগে চাকরটা নাকি বলে গেছে যে, সে যখন একটা পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় বাঘের মতো একটা জানোয়ার তার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে। জানোয়ারটাকে সে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল। সেটাকে নাকি অনেকটা বেড়ালের মতো দেখতে। সে আরও বলেছিল যে জানোয়ারটা তার ঘাড়ে কামড় বসাবার আগে নাকি বিকট ম্যাও-ম্যাও শব্দে বার কয়েক ডেকেছিল।'

মিঃ এনফিল্ডের মুখ থেকে জানোয়ারের এই বর্ণনা শুনে ডাঃ ব্রাউন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বললেন—'ঠিকই বলেছে লোকটা। সত্যিই জানোয়ারটাকে দেখতে অনেকটা বেড়ালের মতো; অর্থাৎ কোনো বেড়াল যদি হঠাৎ একশ' গুণ বেড়ে যায় সেইরকম।'

—'আপনার কি মনে হয় ডক্টর?'

—'কিছুই বুঝতে পারছি না, এনফিল্ড। সত্যি কথা বলতে কি, পৃথিবীতে যে এ-রকম কোনো জানোয়ার আছে, এ-কথা হয়তো আমি বিশ্বাসই করতাম না, যদি না নিজের চোখে সেটাকে আমি দেখতে পেতাম। আমার মনে হয় কী জানো?'

—'কী?'

—'মনে হয় যে ওটা সম্ভবতঃ বর্তমান বেড়াল-জাতির প্রাগৈতিহাসিক সংস্করণ।'

—'কিন্তু এতদিন পরে ইংলণ্ডের মতো জনবহুল দেশে বেড়ালের পূর্বপুরুষের আবির্ভাব! ব্যাপারটা কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে না! বড্ড বেশী অদ্ভুত ঠেকছে আমার!'

—'ঠিকই বলেছ এনফিল্ড! তবে আমি এ রহস্যের সমাধান করতে চাই। ঐ জানোয়ারটাকে আমি ধরবো বলে ঠিক করেছি।'

ডাঃ ব্রাউনের এই কথায় মিঃ এনফিল্ডের শিকারী মন নেচে উঠলো। তিনি বললেন—'আমাকেও তাহলে সঙ্গে নিয়ে চলুন।'

ডাঃ ব্রাউন খুশী হলেন মিঃ এনফিল্ডের কথা শুনে। তিনি বললেন—'বেশ, তাহলে আর দেরি ক'রে দরকার নেই, কাল সকালেই আমরা রওনা হবো। তুমি তৈরী হয়ে এখানে চলে এসো। আমার মোটরে ক'রেই যাওয়া যাবে।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

তিন

হোয়াইট হর্স পাহাড়ে

পরদিন সকালে মিঃ এনফিল্ড ডাঃ ব্রাউনের বাড়িতে এসে হাজির হতেই দেখলেন যে ডাঃ ব্রাউন তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছেন। তিনি তাঁর মোটরে শিকারের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম এবং দু'-তিন দিনের মতো খাবার বোঝাই ক'রে অপেক্ষা করছেন। জানোয়ারটাকে জ্যান্ত ধরবার উদ্দেশ্যে দুটো টেনিস খেলবার জালও (নেট) তিনি যোগাড় ক'রে রেখেছেন।

জাল দুটো দেখে মিঃ এনফিল্ড হেসে বললেন—'ওখানে কি টেনিস-প্রতিযোগিতা হবে নাকি, ডক্টর ?'

ডাঃ ব্রাউন বললেন—'তা হবে বইকি! তবে এই প্রতিযোগিতার বল হবে সেই অদ্ভুত জানোয়ারটা।'

এই কথা বলবার পর তিনি বুঝিয়ে বললেন যে, একদিনের মধ্যে এর চাইতে মজবুত জাল যোগাড় করা সম্ভব হয়নি বলেই বাধ্য হয়ে টেনিস খেলবার জাল সঙ্গে নিতে হয়েছে।

মিঃ এনফিল্ড বললেন—'তাহলে আর দেরি ক'রে দরকার কী ? মোটর স্টার্ট দেওয়া যাক, কী বলেন ?'

—'না, আরও একটু অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। আমি আমার চাকরকে একখানা ভ্যানগাড়ি ভাড়া ক'রে আনতে পাঠিয়েছি। ভ্যানখানা এসে পড়লেই আমরা রওনা হয়ে পড়বো।'

—'ভ্যানগাড়ি। তা দিয়ে কী হবে ?'

—'কী হবে মানে। তোমার ঐ বেড়ালের পূর্বপুরুষকে ধরতে পারলে ভ্যানগাড়ি ছাড়া তাকে আনবো কী ক'রে ?'

মিঃ এনফিল্ড তখন বুঝতে পারলেন যে ডাঃ ব্রাউন ভ্যানগাড়ির ব্যবস্থা ক'রে ঠিকই করেছেন। তিনি তখন হাসতে-হাসতে বললেন—'আমার ধারণা ছিল বৈজ্ঞানিকদের বিষয়বুদ্ধি একটু কম হয়। কিন্তু আপনি দেখছি তার ব্যতিক্রম।'

মিঃ এনফিল্ডের মুখের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দরজার সামনে মোটরের আওয়াজ শোনা গেল। শব্দ লক্ষ্য ক'রে তাঁরা দেখতে পেলেন যে একখানা ছোট ভ্যানগাড়ি দরজার সামনে এসে থেমেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডাঃ ব্রাউন তখন গাড়িখানার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার ড্রাইভারের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেন। তারপর ফিরে এসে মিঃ এনফিল্ডকে বললেন—'এসো এনফিল্ড, আর দেরি ক'রে লাভ নেই।'

মিঃ এনফিল্ড গাড়িতে উঠে বসলে ডাঃ ব্রাউন নিজে চালকের আসনে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ওঁদের গাড়িখানাকে লণ্ডনের শহর এলাকা ছেড়ে জনবিরল পল্লীপথ দিয়ে পশ্চিম দিকে চলতে দেখা গেল।

* * *

বেলা প্রায় একটার সময় গাড়ি দু'খানা হোয়াইট হর্স পাহাড়ের সানুদেশে যে-জায়গাটায় গিয়ে থামলো, তার দু'দিকেই পাহাড় আর জঙ্গল। রাস্তাটা সেই পাহাড়ী জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে গেছে বার্ক শহরের দিকে। ডাঃ ব্রাউন নেমে গিয়ে জায়গাটার কিছুদূর পর্যন্ত ঘুরে দেখে এসে মিঃ এনফিল্ডকে বললেন—'আমরা ঠিক জায়গাতেই এসে গেছি।'

এই বলে কাছের একটা পাহাড়ের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তিনি আবার বললেন—'ঐ পাহাড়টার উপরেই আমি সেদিন জানোয়ারটাকে দেখেছিলাম।'

মিঃ এনফিল্ড বললেন—'এখন তাহলে কী করতে চাইছেন?'

—'এখন আমাদের প্রথমে ঠিক করতে হবে জাল পাতবার জায়গাটা কোথায় হবে। এমন জায়গায় জাল পাততে হবে যে, তাড়া খেলে জানোয়ারটা ঠিক জালে গিয়ে আটকে পড়ে।'

এই বলে তিনি ভ্যানগাড়িতে বসে থাকা তাঁর চাকর জর্জকে ডেকে বললেন—'জর্জ, নেমে এসো, এখনই জাল পাততে হবে।'

জর্জের সঙ্গে ভ্যানগাড়ির ড্রাইভারকেও নেমে আসতে দেখে ডাঃ ব্রাউন আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি বললেন—'কী হে ভায়া! তুমিও যে নেমে এলে।'

ড্রাইভার বললে—'আমিও আপনাদের সঙ্গে কাজ করতে চাই।'

ডাঃ ব্রাউন খুশী হলেন তার কথায়। তারপর সবাই মিলে ধরাধরি ক'রে সেই জাল দু'গাছা বের করে নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলতে আরম্ভ করলেন।

কিছুদূর যাওয়ার পরেই জাল পাতবার উপযুক্ত একটা চমৎকার জায়গা দেখতে পেলেন ডাঃ ব্রাউন। জায়গাটা ছিল দুটো খাড়া পাহাড়ের মাঝখানে

www.BanglaBook.org

একটা সংকীর্ণ গলিপথের মতো। ডাঃ ব্রাউনের নির্দেশে সেই গলিপথটা জুড়ে একটা জাল পাতা হল, আর একটা পাতা হল একটু দূরে পাহাড়ের গা ঘেঁষে।

জাল পাতা শেষ হতেই বেলা প্রায় তিনটে বেজে গেল। ওঁরা তখন গাড়িতে ফিরে গিয়ে খাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

*

সন্ধ্যার আগেই খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে প্রত্যেকে যে যার রাইফেল হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সেই অদ্ভুত জানোয়ারের সন্ধানে।

ডাঃ ব্রাউন আর মিঃ এনফিল্ড দু'জনে বসলেন জাল দুটোর কাছাকাছি। জর্জ আর ড্রাইভার গিয়ে বসলো একটা ছোটো পাহাড়ের উপরে। ক্রমে অন্ধকার ঘন হয়ে এলো। রাত বাড়তে লাগলো। রাত প্রায় দশটার সময় দূরে কিসের যেন আওয়াজ শুনতে পেলেন ওঁরা। মনে হল যেন কোনো বেড়ালের ডাক। ওঁরা তখন রাইফেল বাগিয়ে ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কয়েক মিনিট কেটে গেল। হঠাৎ ডাঃ দেখতে পেলেন যে একটা বাঘের মতো জানোয়ার বাঁ দিকের পাহাড়ের উপর দিয়ে ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে। ওদিকে জর্জ আর ড্রাইভারও দেখতে পেয়েছিল জানোয়ারটাকে। তারা তখন রাইফেল বাগিয়ে ধরে ডাঃ ব্রাউনের সংকেতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো, কারণ কথা হয়েছিল যে, জানোয়ারটাকে দেখতে পেলেই ডাঃ ব্রাউন আলোক সংকেত করবেন, এবং সংকেত পেলেই জর্জ আর ড্রাইভার রাইফেলের আওয়াজ ক'রে সেটাকে তাড়া করবে জালের দিকে।

এদিকে জানোয়ারটা যখন গলিমুখের সেই জালের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে, এই সময় হঠাৎ ডাঃ ব্রাউন তাঁর হাতের টর্চ লাইটটা জ্বেলে জানোয়ারটার মুখের উপর ফোকাস করলেন।

আলো জ্বলবার সঙ্গে-সঙ্গেই জর্জ আর ড্রাইভার এক সঙ্গে রাইফেলের আওয়াজ করলো। হঠাৎ তীব্র আলোক দেখে আর রাইফেলের আওয়াজ শুনে জানোয়ারটা ভয় পেয়ে সামনের দিকে ছুটতে গিয়েই জালে জড়িয়ে পড়লো।

জালে আটকে পড়ে জানোয়ারটা বিকট ম্যাও-ম্যাও আওয়াজে বনভূমি কাঁপিয়ে তুললো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এদিকে জালে আটকে পড়ে জানোয়ারটা যখন ভয়ানক লম্ফঝম্প শুরু ক'রে দিয়েছে, ডাঃ ব্রাউন তখন মিঃ এনফিল্ডের সাহায্যে দ্বিতীয় জালটা খুলে এনে তার গায়ের উপর চাপিয়ে দিলেন। এইভাবে দুটো জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে জানোয়ারটার আর নড়াচড়া করবার কোনো উপায় থাকলো না। সে তখন নিষ্ফল আক্রোশে বিকট ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ শব্দে শুধু পা ছুড়তে লাগলো।

ডাঃ ব্রাউন তখন তাঁর সঙ্গের লোকজনের সাহায্যে জানোয়ারটাকে জালে আবদ্ধ অবস্থাতেই টানতে টানতে এনে ভ্যানগাড়ির মধ্যে তুলে দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন।

জানোয়ারটাকে জ্যান্ত অবস্থায় ধরতে পেরে ডাঃ ব্রাউনের আর খুশির সীমা রইল না। তিনি তখন আর কালবিলম্ব না ক'রে সদলবলে লণ্ডনের দিকে রওনা হলেন।

*

পরদিন লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোকের সামনে জানোয়ারটাকে গাড়ি থেকে নামানো হল। বলা বাহুল্য প্রাণিতত্ত্ববিভাগের ডিরেক্টরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ ব্রাউন খবর-কাগজের রিপোর্টারদের কাছে সেই জানোয়ারটার বিষয়ে বলবার সময় যখন ডিরেক্টর সাহেবের কথা বলছিলেন, ডিরেক্টর ভদ্রলোক তখন লজ্জায় আর অপমানে মাথা নীচু ক'রে ছিলেন। রিপোর্টাররা প্রত্যেকেই সেই অদ্ভুত আকৃতির জানোয়ারটার ফটো তুলে নিলেন।

পরদিন লণ্ডনের সব ক'খানা দৈনিক পত্রিকাতেই সেই অদ্ভুত জানোয়ারটার সচিত্র বিবরণ ছাপা হল। পত্রিকার খবরটা ছাপা হবার ফলে প্রত্যহ হাজার হাজার লোক ছুটতে লাগলো চিড়িয়াখানার দিকে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

চার

অদ্ভুত জানোয়ারের বিড়ালত্ব প্রাপ্তি

ওই ঘটনা ঘটে যাবার কয়েকদিন পরের কথা। সেদিন ডাঃ ব্রাউন তাঁর ল্যাবরেটরিতে বসে কতকগুলো নতুন কেনা যন্ত্রপাতি সাপ্লায়ারের চালানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছিলেন। এই সময় টেবিলের উপরের টেলিফোনটা ঝনঝন ক'রে বেজে উঠলো।

ডাঃ ব্রাউন বিরক্তভাবে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে কানে লাগিয়ে বললেন—'হ্যালো! কে কথা কইছেন!—কী বললেন! চিড়িয়াখানা থেকে! ···হ্যাঁ, কী হয়েছে? সেই জানোয়ারটার সম্বন্ধে? হ্যাঁ, বলুন—জানোয়ারটা মারা গেছে···? কবে? আজই সকালে, অ্যাঁ···মারা যাবার পর ওটা ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে, দাঁতগুলো ছোটো হয়ে যাচ্ছে!···শরীরটাও ছোটো হয়ে যাচ্ছে! বলেন কী! তাজ্জব ব্যাপার তো! আচ্ছা আমি এখুনি আসছি।—'

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে ডাঃ ব্রাউন তাড়াতাড়ি বাইরে যাবার পোশাক পরে নিয়ে মোটরে ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

*

আধঘণ্টা পরে। চিড়িয়াখানার আপিসে বসে আছেন ডাঃ ব্রাউন। চিড়িয়াখানার অন্যান্য অফিসাররাও এসে ভিড় করেছেন সেখানে। আপিস ঘরের মেঝের উপরে পড়ে আছে একটি বিড়ালের মৃতদেহ।

ডাঃ ব্রাউনের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। চিড়িয়াখানার অফিসার-ইনচার্জকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—'জানোয়ারটার দৈহিক পরিবর্তন কখন লক্ষ্য করলেন মিঃ সাইমন?'

চিড়িয়াখানার অধ্যক্ষের নাম মিঃ সাইমন।

তিনি বললেন—'আজ সকালে চাকররা যখন জানোয়ারটাকে খাবার দিতে যায় সেই সময়ই তারা লক্ষ্য করে যে ওটা খাঁচার মধ্যে শুয়ে ধুঁকছে।'

—'তারপর?'

—'তারপর খাবার দিতে গিয়ে ওরা দেখতে পায়, আগের দিন যে মাংস দেওয়া হয়েছিল, জানোয়ারটা তা স্পর্শও করেনি।'

—'গতকালের খাবার খায়নি বললেন, কিন্তু তার আগে কি ও খেয়েছে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—'না। সত্যি কথা বলতে কি, জানোয়ারটা চিড়িয়াখানায় আসবার পরদিন থেকেই অনশন ধর্মঘট ক'রে ছিল। কোনোদিনই ও ঠিকমতো খায়নি।'

—'অন্য কোনো খাবার দেননি কেন?'

—'সে-চেষ্টা কি আর করিনি! চতুষ্পদ জন্তুর সবরকম খাদ্যই ওকে দিয়ে দেখা গেছে, কিন্তু কোনো জিনিসই ও মুখে দিত না।'

—'মাছ দিয়ে দেখেছেন কি?'

—'না। আমাদের এখানে কোনো স্থলচর জন্তুকে মাছ দেওয়ার নিয়ম নেই। তাছাড়া ঐ রকম বাঘের মতো জানোয়ার যে মাছ খাবে, এ-কথা আমার মনেই হয়নি। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে ওটা একটা বেড়াল, তাছাড়া বেড়াল যে অত বড়ো হয় এ-কথা প্রাণিতত্ত্বের কোথাও লেখা নেই।'

ডাঃ ব্রাউন এই সময় হঠাৎ উঠে গিয়ে সেই মরা বেড়ালটার কাছে গিয়ে বসলেন। তিনি হাত দিয়ে সেটাকে উলটেপালটে নানাভাবে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

প্রায় বিশ মিনিট যাবৎ পরীক্ষা করবার পর তিনি গম্ভীরভাবে উঠে গিয়ে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলে আবার এসে চেয়ারে বসলেন।

মিঃ সাইমন জিজ্ঞেস করলেন—'কিছু বুঝতে পারলেন কি?'

—'না। তবে আমার মনে হচ্ছে যে এটা কোনো প্রাগৈতিহাসিক জীব নয়—এটাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ও-রকম অদ্ভুত জানোয়ারে পরিণত করা হয়েছিল।'

ডাঃ ব্রাউনের এই অদ্ভুত কথা শুনে চিড়িয়াখানার অফিসাররা সবাই অবাক্ হয়ে তাকালেন তাঁর মুখের দিকে।

মিঃ সাইমন আর চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না। তিনি বলেই ফেললেন —'বলেন কী ডক্টর! এও আবার সম্ভব নাকি!'

—'আধঘণ্টা আগে পর্যন্ত এটা আমি অসম্ভব মনে করতাম। কিন্তু এখন এই বেড়ালটাকে পরীক্ষা করবার পর আমার মনে হচ্ছে যে সত্যিই এটা সম্ভব। যাই হোক, আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমি এই মরা বেড়ালটাকে আমার ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যেতে চাই। আমি ওর দেহে অস্ত্রোপচার ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখতে চাই।'

ডাঃ ব্রাউনের কথায় মিঃ সাইমন কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে বললেন—'বেশ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনি নিয়ে যান এটাকে। তবে একটা অনুরোধ রইল যে, জানোয়ারটার এই অদ্ভুত দৈহিক পরিবর্তনের কোনো কারণ যদি জানতে পারেন সে-কথাটা দয়া করে আমাকে জানাতে ভুলবেন না।'

মিঃ সাইমনের এই প্রস্তাবে খুশী মনেই রাজী হয়ে ডাঃ ব্রাউন সেই মরা বেড়ালটাকে নিয়ে তাঁর বাড়িতে চলে এলেন।

*

ডাঃ ব্রাউন চলে যাবার কয়েক মিনিট পরেই লণ্ডনের কয়েকখানা দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টাররা দল বেঁধে চিড়িয়াখানায় এসে হাজির হলেন। রিপোর্টাররা এসেই মিঃ সাইমনকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে অস্থির ক'রে তুললেন।

সাংবাদিকদের যুগপৎ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত ও বিরক্ত হয়ে মিঃ সাইমন বললেন—'এ-খবর আপনারা কোথায় পেলেন বলুন তো?'

মিঃ সাইমনের প্রশ্নে 'ডেলি মেল' পত্রিকার রিপোর্টার এগিয়ে এসে বললেন—'সে কি মিঃ সাইমন! খবরটা তো চিড়িয়াখানা থেকেই দেওয়া হয়েছে।'

মিঃ সাইমনের বুঝতে দেরি হল না যে তাঁর অনুমতি না নিয়েই কোনো কর্মচারী খবরটা ফাঁস ক'রে দিয়েছে। তিনি তখন বাধ্য হয়ে জানোয়ারটা সম্বন্ধে সব কথা সাংবাদিকদের কাছে খুলে বললেন। তিনি এ-কথাও বললেন যে ডাঃ ব্রাউনের ল্যাবরেটরিতে গেলে মৃত বেড়ালটাকে তাঁরা দেখতে পাবেন।

এই খবর শুনেই সাংবাদিকের দল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন ডাঃ ব্রাউনের বাড়িতে।

তারপর ডাঃ ব্রাউনের কাছ থেকে তাঁর বক্তব্য শুনে নিয়ে এবং মরা বেড়ালটার ফটো নিয়ে সাংবাদিকরা যে যার অফিসে চলে গেলেন।

পরদিন সকালে লণ্ডনের প্রত্যেকটি দৈনিক পত্রিকায় সেই জানোয়ারটার বেড়ালত্ব প্রাপ্তির বিচিত্র বিবরণ সচিত্র হয়ে প্রকাশিত হল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

পাঁচ

ডাঃ জেকিলের উইল

সারা লণ্ডন শহর যখন সেই অদ্ভুত জানোয়ারের আলোচনায় মুখর সেই সময় একদিন ডাঃ জেকিলকে দেখা গেল লণ্ডনের সুবিখ্যাত আইনজীবী মিঃ আটার্সনের বাড়িতে ঢুকতে। মিস্টার আটার্সনের চেহারা কেমন যেন রুক্ষ আর কঠোর, কেউ তাঁর মুখে কোনো দিন হাসি দেখেনি; কথা বলার ধরন ঠাণ্ডা, কাটাকাটা, অস্বস্তিকর; মানুষ হিসেবেও কেমন প্রাচীনপন্থী; রোগা, ঢ্যাঙা, মলিন ও অলবড্যে—অথচ সব সত্ত্বেও মানুষটাকে ভালো লেগে যায়। বিশেষ ক'রে বন্ধুদের সঙ্গে আদানপ্রদানে একালে তাঁর মতো মানুষ দেখা যায় না। ডাঃ জেকিলের সঙ্গে মিঃ আটার্সনের বন্ধুত্ব অনেক দিনের, তাই তাঁকে দেখে মিঃ আটার্সন কিছুটা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'কী খবর বন্ধু! হঠাৎ আমার বাড়িতে? পথ ভুলে?'

—'না, পথ ভুলে ঠিক নয়। বরং একটা বিশেষ দরকারেই আসতে হয়েছে।'

—'ও-সব দরকারের কথা পরে হবে, আগে বলো দেখি তোমার কী হয়েছে?'

—'কই, কিছু হয়নি তো!'

—'কিছু হয়নি যদি, তাহলে ঘর থেকে বেরোনো বন্ধ করেছো কেন? তুমি তো শুনি খেলার মাঠে যাওয়াও ছেড়ে দিয়েছো।'

—'তা দিয়েছি বটে।'

—'কেন বলো তো?'

—'একটা গবেষণার ব্যাপার নিয়ে আজকাল আমাকে দিনরাত ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে।'

—'কী এমন গবেষণা যার জন্য বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা পর্যন্ত বন্ধ করতে হয়? শুনলাম, টেলিফোনেও নাকি তোমাকে পাওয়া যায় না আজকাল!'

—'ঠিকই শুনেছো। বললাম তো, একটা খুব জরুরি গবেষণা নিয়ে আমাকে কিছুদিন একলা থাকতে হচ্ছে। যাই হোক, আমি যে জন্য তোমার কাছে এসেছি, শোনো—'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—'কী!'

ডাঃ জেকিল তখন তাঁর হাতের পোর্টফোলিও ব্যাগটি খুলে একখানা ভাঁজ-করা কাগজ মিঃ আটার্সনের সামনে রাখতে-রাখতে বললেন—'আমার এই উইলখানায় তোমাকে সাক্ষী হতে হবে।'

মিঃ আটার্সন কাগজখানা হাতে ক'রে তুলে ভাঁজ খুলতে-খুলতে বললেন—'উইল! এখনও বিয়েই করলে না, এরই মধ্যে উইল! বিষয়-সম্পত্তি কি বিয়ের আগেই ফ্লোরিনাকে লিখে দিচ্ছো নাকি?'

এই কথা বলে উইলখানা খুলে প্রথম কয়েকটা লাইন পড়েই বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে গেলেন মিঃ আটার্সন। তিনি তখন এক নিশ্বাসে পুরো উইলখানা পড়ে ফেললেন।

উইলে লেখা ছিল—

'আমি ডাঃ হেনরি জেকিল, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমার মৃত্যুর পর আমার সমস্ত সম্পত্তি, টাকাকড়ি, ব্যাঙ্কের টাকা, বাড়িঘর ইত্যাদি যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হইবেন আমার বিশেষ বন্ধু মিঃ এডওয়ার্ড হাইড্।

'আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে, যদি আমি কোনো কারণে নিরুদ্দিষ্ট হই এবং নিরুদ্দেশ হইবার এক মাসের মধ্যে আমার সংবাদ না পাওয়া যায়, সে-অবস্থাতেও উক্ত মিঃ হাইড আমার যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তির মালিক ও উত্তরাধিকারী হইবেন।

'এতদর্থে অদ্য তারিখে আমি স্বজ্ঞানে ও সুস্থ শরীরে নিজ হস্তে এই উইলপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম।

স্বাঃ—হেনরী জেকিল'

উইলখানা পড়ে মিঃ আটার্সন অবাক্ হয়ে বললেন—'এ-রকম উইল আবার কেউ করে নাকি?'

—'অন্যে না করলেও আমি করছি।'

—'তা তো বুঝলাম, কিন্তু মিঃ হাইড্ নামে তোমার যে কোনো বন্ধু আছে তা তো জানতাম না।'

—'না জানবারই কথা, কারণ মিঃ হাইডের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব বেশী দিনের নয়।'

—'বলো কী! তুমি যে আমাকে ভাবিয়ে তুললে দেখছি। অল্পদিনের পরিচিত বন্ধুর হাতে নিজের মৃত্যুবাণ তুলে দিচ্ছো তুমি কোন্ সাহসে?'

—'মৃত্যুবাণ!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—'তা নয়তো কী? তোমার উইলের ঐ দ্বিতীয় প্যারাটাই তোমার মৃত্যুবাণ।'

—'তার মানে?'

—'মানে, তোমাকে চিরদিনের মতো নিরুদ্দিষ্ট করতে পারলেই তোমার বন্ধু মনের আনন্দে তোমার যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি ভোগ দখল করতে পারবে।'

এই বলে একটু চুপ ক'রে থেকে মিঃ আটার্সন বললেন—'তোমাকে এ-রকম উইল করতে আমি দেব না।'

মিঃ আটার্সনের কথায় বেশ একটু বিরক্ত হয়েই ডাঃ জেকিল বললেন—'তাহলে আমাকে অন্য কোনো অ্যাটর্নির কাছে যেতে হবে।'

ডাঃ জেকিলের এই কথায় রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে মিঃ আটার্সন বললেন—'তুমি তাহলে এ-উইল করবেই!'

—'নিশ্চয়ই!'

—'বেশ, তাহলে তাই হোক। এক্ষেত্রে আমাকে আইনব্যবসায়ী হিসেবেই কাজ করতে হবে। কিন্তু আমি এখনও বলছি, এ-উইলে আমি নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই সাক্ষী হচ্ছি।'

এই কথা বলেই মিঃ আটার্সন সেই উইলখানার উপর সাক্ষী হিসেবে নিজের নাম সই ক'রে দিলেন।

সই হয়ে গেলে ডাঃ জেকিল বললেন—'উইলখানা তাহলে তোমার কাছেই থাক। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রেজিস্ট্রি ক'রে দিও।'

এই কথা বলেই ডাঃ জেকিল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

তাঁকে উঠে দাঁড়াতে দেখে মিঃ আটার্সন বললেন—'সে কী! এর মধ্যেই চলে যাচ্ছো যে বড়ো! একটু বসবে না?'

—'না ভাই, আমার অনেক কাজ আছে। আচ্ছা, গুড্ বাই।'

ডাঃ জেকিল চলে গেলে মিঃ আটার্সন আর-একবার সেই অদ্ভুত উইলখানা পড়ে দেখলেন। তারপর সেখানাকে ভাঁজ ক'রে ঘরের কোণে রক্ষিত একটা লোহার স্যালমারির ভিতরে বন্ধ ক'রে রাখলেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ছয়

মিঃ হাইডের আবির্ভাব

মিঃ আটার্সনের সঙ্গে ডাঃ জেকিলের যেদিন ও-রকম কথাবার্তা হয় তার পরের দিন, রাত্রি প্রায় তিনটের সময় মিঃ এনফিল্ড কী একটা কাজে লণ্ডনের সোহো পল্লীর একটি গলিপথ দিয়ে হেঁটে চলেছিলেন। সারা পল্লী তখন সুষুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টগুলির মাথায় বিজলি বাতিগুলোকে দেখলে মনে হয় যেন একটি আলোর শোভাযাত্রা চলতে-চলতে হঠাৎ থেমে গেছে। কুয়াশার ছেঁড়াছেঁড়া আবরণে দূরের কোনো জিনিস ভালো ক'রে দেখা যায় না। রাস্তায় জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। এই সময় হঠাৎ তাঁর মনে হল যেন অদূরে একটি ছায়ামূর্তি লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে। আর একটু পরে একটি ছোটো মেয়েকে দেখা গেল ছুটে আসতে।

মেয়েটি সেই মূর্তিটার সামনে এসে পড়তেই সেই ছায়ামূর্তিটা তাকে খপ্ ক'রে ধরে ফেললো। তারপর মিঃ এনফিল্ড যে-দৃশ্য দেখলেন, সেটা যেমন অভূতপূর্ব তেমনই ভয়াবহ।

তিনি দেখতে পেলেন যে, মূর্তিটা মেয়েটিকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর চেপে বসলো। মেয়েটি এই আকস্মিক বিপদে কী করবে বুঝে উঠতে না পেরে ভয়ে আর্তনাদ ক'রে উঠলো। মূর্তিটা তখন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে নির্দয়ভাবে মেয়েটিকে দু'পা দিয়ে মাড়াতে আরম্ভ করলো।

মেয়েটি এই সময় বার কয়েক চীৎকার ক'রেই স্তব্ধ হয়ে গেল। মিঃ এনফিল্ডের মনে হল যে মেয়েটি বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে। এই অমানুষিক দৃশ্য দেখে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। মেয়েটিকে সেই দানবের হাত থেকে উদ্ধার করতে তিনি ছুটে গেলেন।

তিনি গিয়ে সেই মূর্তিটার জামার কলার ধরে টেনে দু'হাত সামনে নিয়ে এলেন। এই সময় সেই মূর্তিটার মুখের দিকে তাকাবার সুযোগ হল তাঁর। লোকটার মুখের দিকে তাকিয়েই কিন্তু ভয়ে আঁতকে উঠলেন তিনি। তাঁর মনে হল যে, ও মুখ মানুষের নয়! অনেকটা গরিলার মতো, বীভৎস। সেই মুখ থেকে দাঁতগুলো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, সারা মুখে কালো-কালো লোম, চোখ দুটি গরিলার চোখের মতো কুতকুতে ও গোল; সারা মুখে ফুটে উঠেছে একটা হিংস্রতার ছবি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেই ভয়ংকর হিংস্র মুখ দেখে মিঃ এনফিল্ড ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু ভয় পেলেও তাকে ছেড়ে দিলেন না। তাঁর দেহে তখন যেন অসুরের শক্তি এসে গেছে। প্রাণপণ শক্তিতে তিনি সেই দানবাকৃতি লোকটার চোয়ালে এক ঘুষি লাগালেন।

এদিকে সেই মেয়েটার চিৎকার শুনে আশপাশের বাড়িগুলো থেকেও কয়েকজন লোক তখন বেরিয়ে এসেছিল। তারা মিঃ এনফিল্ডের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো—'কী হয়েছে মশাই?'

মিঃ এনফিল্ড তখন অল্প কথায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন—'দেখুন তো মেয়েটিকে চিনতে পারেন কিনা? আমার মনে হয়, ও এই পাড়াতেই থাকে।'

মিঃ এনফিল্ডের অনুরোধে দু-তিনজন লোক সেই মেয়েটির কাছে ছুটে গেল। তারপর মেয়েটিকে দেখে ওদের মধ্যে একজন বলে উঠলো—'কী আশ্চর্য! এ যে আমাদের পাশের বাড়ির লুসি! আমি এখুনি ওর বাড়িতে খবর দিচ্ছি।'

এই বলেই লোকটা চলে গেল মেয়েটির বাড়িতে খবর দিতে।

*

এদিকে লোকজন এসে পড়ায় মিঃ এনফিল্ডের সাহস তখন আরও বেড়ে গেছে। তিনি তখন সেই দানবাকৃতি লোকটাকে ধরে ঘুষির উপর ঘুষি চালাতে লাগলেন।

দানবটা তখন বিপদ দেখে এক ঝটকায় মিঃ এনফিল্ডকে ঠেলে ফেলে দিয়ে প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ করলো। তাকে পালাতে দেখে মিঃ এনফিল্ড ধর্ ধর্ রবে চিৎকার ক'রে উঠলেন।

এই সময় উপস্থিত লোকদের ভিতর থেকে একটা ষণ্ডামতো যুবক ছুটে গিয়ে সেই দানবাকৃতি লোকটিকে জাপটে ধরে ফেললো। যুবকটির দেহে ছিল অসাধারণ শক্তি। জুজুৎসুর প্যাঁচ মেরে সে সহজেই সেই লোকটাকে কাবু ক'রে ফেললো।

তারপর তাকে টানতে-টানতে নিয়ে এলো ঘুষি মারতে-মারতে।

ঘুষি খেয়ে লোকটা কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেল। সে তখন ফ্যালফ্যাল ক'রে আশপাশের লোকদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো—'কী হয়েছে! আপনারা আমাকে অমনভাবে মারছেন কেন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লোকটির কথা শুনে সেই ঘুষিমারা যুবকটি খেঁকিয়ে উঠে বললো—'ব্যাটা যেন ন্যাকা, কিছুই জানে না। মার গুণ্ডাকে—মেরে হালুয়া নিক্‌লে না দিলে দেখছি এর আক্কেল হবে না।'

এই কথা বলেই সে আর একবার ঘুষি মারলো লোকটির নাকের উপরে।

যুবকটির বীরত্ব দেখে আরও তিন চার জন লোক এগিয়ে এসে তার সঙ্গে যোগ দিল। এর পরই আরম্ভ হয়ে গেল বেধড়ক মার। পাইকিরি হারে কিল চড় আর লাথি পড়তে লাগলো লোকটির দেহে।

এদিকে মেয়েটির বাড়ির লোকজনও এসে পড়েছে তখন। তারা মেয়েটিকে রাস্তা থেকে তোলবার চেষ্টা করতেই জনতার ভিতর থেকে একজন ডাক্তার এগিয়ে এসে বললেন—'দাঁড়ান। মেয়েটিকে আগে পরীক্ষা ক'রে দেখি!'

এই বলে মেয়েটির কাছে এগিয়ে তাকে ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন—'এ কী! এই মেয়েটিই তো আমাকে এইমাত্র 'কল' দিতে গিয়েছিল!'

মেয়েটির বাড়ির লোকদের মধ্যে একজন বললো—'হ্যাঁ, ওর বাবার খুব অসুখ কিনা!'

—'তা আপনারা না গিয়ে অতটুকু মেয়েকে পাঠিয়েছেন কেন?'

—'ওদের ঘরে ও আর ওর মা ছাড়া আর কেউ নেই যে!'

ডাক্তার তখন গম্ভীর স্বরে 'ও' কথাটা উচ্চারণ ক'রে মেয়েটিকে পরীক্ষা করবার জন্য তার পাশেই হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পরীক্ষা ক'রে দেখে তিনি বললেন—না, চিন্তার কোনো কারণ নেই, আঘাত খুব গুরুতর হয়নি। মনে হয় হঠাৎ ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

এই বলে মেয়েটিকে দু-হাত দিয়ে ধরে কাঁধে তুলে নিয়ে তিনি আবার বললেন—'ওর বাড়ির নম্বর আমি জানি। আমি ওকে ওর বাড়িতেই নিয়ে যাচ্ছি।'

ডাক্তার মেয়েটিকে নিয়ে চলে যাবার পর মিঃ এনফিল্ড সেই দানবাকৃতি লোকটার কাছে এলেন। লোকটার উপর তখনও অজস্র কিল চড় বর্ষণ হচ্ছিল।

মিঃ এনফিল্ড বললেন—'খুব হয়েছে, আর মেরে দরকার নেই।'

মিঃ এনফিল্ডের এই কথায় সেই মারমুখো জনতার ভিতর থেকে কে

www.BanglaBook.org

একজন বলে উঠলো—'দরকার নেই মানে ? মেরে হাড্ডি চুর করে না দিলে ওর শিক্ষা হবে না।'

মিঃ এনফিল্ড বললেন—'কিন্তু তাই বলে আইনকে নিজেদের হাতে নেওয়া ঠিক নয়। ইচ্ছা করলে একে আপনারা পুলিসে দিতে পারেন।'

মিঃ এনফিল্ডের কথায় আর একজন যুবক সমর্থন জানালো। সে বললো —'ঠিকই বলেছেন আপনি। চলুন, সবাই মিলে একে থানায় নিয়ে যাওয়া যাক।'

এতক্ষণে লোকটির মুখ থেকে আবার কথা শোনা গেল। সে বললো— 'একটা আকস্মিক দুর্ঘটনাকে আপনারা যে অত বড়ো করে দেখবেন তা আমি ভাবতে পারছি না। যাই হোক, আমি টাকা দিয়ে মিটিয়ে ফেলতে চাই ব্যাপারটা!'

মিঃ এনফিল্ড বললেন—'টাকা! কত টাকা দিতে পারবে হে তুমি ? মেয়েটাকে যেভাবে জখম করেছো তাতে হাজার পাউণ্ডের কম দিলে চলবে না। দিতে পারবে হাজার পাউণ্ড ?'

কদাকার লোকটি বললো—'বেশ, তাই দেব আমি। আপনারা কেউ আমার সঙ্গে আসুন, টাকাটা আমি এখনই দিয়ে দিচ্ছি।'

লোকটার কথা শুনে মিঃ এনফিল্ড যুবকদের দিকে তাকিয়ে বললেন— 'আপনারা কী বলেন ? ও যদি টাকা দিয়ে মিটিয়ে ফেলতে চায়, মন্দ কি ? আমার তো মনে হয়, পুলিস হাঙ্গামা করবার চাইতে ওর কাছে টাকা আদায় ক'রে মেয়েটির বাপ-মার হাতে দিলেই ভালো হবে।'

মিঃ এনফিল্ডের প্রস্তাবটা সকলেই সমর্থন করলো। ওরা তখন সেই লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে তার নির্দেশিত পথে চলতে লাগল।

*

কয়েকটা গলি পার হয়ে একখানা ছোটো দোতলা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো লোকটা। বাড়ির সদর দরজায় তালা লাগানো ছিল। লোকটা পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুলে বললো—'আপনারা একটু দাঁড়ান। আমি এখুনি আসছি।'

যুবকদের মধ্যে একজন বললো—'হুঁ, তোমাকে ছেড়ে দিই, আর তুমি বাড়িতে ঢুকে দোর বন্ধ করে দাও! ও-সব চালাকি চলবে না। ভিতরে যেতে হলে আমরাও সঙ্গে যাবো।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যুবকটির এই কথায় সকলেই একবাক্যে সায় দিল। লোকটি তখন বাধ্য হয়ে ওদের নিয়েই বাড়ির ভিতরে ঢুকলো।

ভিতরে ঢুকে ইলেকট্রিক আলো জ্বালাতেই যুবকেরা বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে গেল। তারা বিস্মিত হয়েছিল লোকটার কদাকার চেহারা দেখে। ও-রকম বীভৎস চেহারার মানুষ তারা এর আগে আর কখনও দেখেনি।

লোকটা কিন্তু কোনো কথা না বলে সোজা চলে গেল ঘরের পাশের লোহার সিন্দুকটার দিকে। তারপর সিন্দুক খুলে একতাড়া ব্যাঙ্ক-নোট বের ক'রে তা থেকে হাজার পাউণ্ড গুনে আলাদা ক'রে মিঃ এনফিল্ডের হাতে দিয়ে বললো: 'এই নিন। আশা করি এরপর আমাকে আর আপনারা বিরক্ত করবেন না।'

নোটগুলো হাতে নিয়ে মিঃ এনফিল্ড বললেন—'না, আমরা এখুনি যাচ্ছি, কিন্তু যাবার আগে আপনার নামটা জানতে চাই যে!'

লোকটা বললো—'আমার নাম এডওয়ার্ড হাইড্।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

সাত

ডাঃ ব্রাউন নিহত

পূর্বোক্ত ঘটনার কয়েকদিন পরের কথা। প্রতিদিনের মতো সেদিনও ডাঃ ব্রাউন তাঁর ল্যাবরেটরিতে বসে কাজ করছিলেন, এইসময় তাঁর চাকর একখানা কার্ড এনে তাঁর হাতে দিল।

কার্ডখানার উপর চোখ বুলিয়েই ডাঃ ব্রাউন বলে উঠলেন—'ওঁকে এখানেই পাঠিয়ে দাও।'

একটু পরেই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের একটি সুন্দর যুবক এসে ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ ক'রে বললো—'সুপ্রভাত ডাঃ ব্রাউন! ভালো আছেন তো?'

ডাঃ ব্রাউন আগন্তুককে সুপ্রভাত জানিয়ে বললেন—'এই চলছে এক রকম, তারপর তোমার খবর কী বলো? এখানে কী মনে ক'রে?'

যুবকটি হেসে বললো—'আমার আর এমন কী খবর থাকতে পারে! অনেকদিন দেখা হয়নি আপনার সঙ্গে, তাই ভাবলাম যে, যাই একবার দেখা ক'রে আসি।'

—'বেশ বেশ! তুমি যে বুড়ো প্রফেসরকে মনে রেখেছো এতেই আমি খুশী হয়েছি। আজকালকার ছেলেরা তো কলেজ ছাড়বার পর প্রফেসরদের তোয়াক্কাই রাখে না। যাই হোক, তুমি বোসো, আমি কাজ করতে-করতে কথা বলছি তোমার সঙ্গে।'

—'কী কাজ করছেন স্যার?'

—'আর বোলো না। এক উড়ো ঝামেলা এসে জুটে গেছে আমার ঘাড়ে। আমি এক বিড়াল নিয়ে পড়েছি।'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেদিন খবরের কাগজে পড়েছিলাম বটে। দেখলাম আপনি নাকি সন্দেহ করেন যে বেড়ালটাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ও রকম অদ্ভুত জানোয়ারে পরিণত করা হয়েছিল।'

—'ঠিকই পড়েছো, কিন্তু এখন আর শুধু সন্দেহ নয়। এখন আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছি যে, কোনো রাসায়নিক জিনিস বেড়ালের দেহে ইন্‌জেকসন ক'রে তার দৈহিক পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল।'

—'এ কি সম্ভব স্যার?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—'অসম্ভব বলে পৃথিবীতে কোনো কথা আছে কি ?'

—'হ্যাঁ, বৈজ্ঞানিকরা ঐ রকম একটা মতবাদ পোষণ ক'রে থাকেন বটে, কিন্তু বাস্তব জগতে এ-রকম ঘটনা আজ পর্যন্ত ঘটেছে বলে তো কখনও শুনিনি।'

—'কী আশ্চর্য ! বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও তোমার মুখে এই কথা !'

—'এ-কথা না-বলে যে পারছি না স্যার। কারণ সত্যিই যদি ও-রকম কোনো অদ্ভুত ওষুধ বেরুতো, তাহলে আবিষ্কারক সে-কথা কিছুতেই গোপন করতেন না।'

—'হয়তো এমন কোনো কারণ ঘটেছে যার জন্য আবিষ্কারক কথাটা গোপন রাখতে চান। তবে ব্যাপারটা যে সত্যি এ প্রমাণ আমি পেয়েছি। সেই মরা বেড়ালটার দেহে অস্ত্রোপচার ক'রে আমি তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, গ্ল্যাণ্ড প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা ক'রে জানতে পেরেছি যে রাসায়নিক উপায়েই ওটার দৈহিক পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল। তাছাড়া···'

এই পর্যন্ত বলেই হঠাৎ চুপ ক'রে গেলেন ডাঃ ব্রাউন।

ডাঃ ব্রাউনকে হঠাৎ ও-ভাবে চুপ ক'রে যেতে দেখে যুবকটি বললো—'তাছাড়া কী বলছিলেন স্যার ?'

—'জানতে চাও সে কথা ?'

—'নিশ্চয়ই জানতে চাই স্যার। অবশ্য আপনার যদি জানাতে আপত্তি না থাকে।'

—'না, আপত্তি আর কি ? শোনো তাহলে আমার গবেষণার কথা। আমি ঐ ওষুধটার সন্ধান পেয়েছি।'

—'ওষুধটার সন্ধান পেয়েছেন। বলেন কী ?'

যুবকটির চোখে মুখে উৎকণ্ঠার ছবি ফুটে উঠলো।

ডাঃ ব্রাউন সেদিকে লক্ষ্য না ক'রেই বলে যেতে লাগলেন—'হ্যাঁ, আমি সন্ধান পেয়েছি, তাছাড়া, সত্যি কথা বলতে কি, আমি এখন ও-বিষয়টা নিয়েই গবেষণা করছি। আমার বিশ্বাস যে আর এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি ওষুধটার ফরমূলা বের ক'রে ফেলতে পারবো।'

—'বলেন কী !'

—'ঠিকই বলছি, দেখতে চাও আমার গবেষণার ফলাফল ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—'চাই বইকি স্যার।'

—'বেশ, তাহলে এসো আমার সঙ্গে।'

এই বলেই উঠে পড়লেন ডাঃ ব্রাউন। দাঁড়িয়ে উঠে তিনি বললেন—'তুমি আমার সঙ্গে ঐ পাশের ঘরে চলো। ওখানে গেলেই দেখতে পাবে সব।'

এই বলেই তিনি ল্যাবরেটরির পাশের ঘরের দিকে চলতে আরম্ভ করলেন।

যুবকটিও বিনাবাক্যব্যয়ে তাঁর অনুগমন করলো।

*

পাশের ঘরে ঢুকে যুবকটি দেখতে পেল যে সেখানে অনেকগুলো খাঁচায় অনেকরকম জীবজন্তু রাখা হয়েছে। ডাঃ ব্রাউন কোনো কথা না বলে সেই ঘরের কোণে রাখা একটা ক্যামেরার কাছে এগিয়ে গেলেন। যুবকটি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলে যে সেখানে ফোটো তোলবার এবং ফিল্ম ডেভেলপ ও প্রিণ্ট করবার যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম রাখা আছে।

যুবকটি জিজ্ঞেস করলো—'ক্যামেরা দিয়ে কী করেন স্যার?'

ডাঃ ব্রাউন বললেন—'ক্যামেরার সাহায্যে আমি জীবদেহের প্রত্যেকটি পরিবর্তনের ছবি তুলে রাখি।' এই কথা বলেই ডাঃ ব্রাউন একটা টেবিলের ড্রয়ার খুলে ফেললেন। তারপর সেই ড্রয়ারের ভিতর থেকে একখানা বড়ো রকমের খাম বের ক'রে এনে টেবিলের উপরে রাখলেন।

যুবকটি জিজ্ঞেস করলো—'ওতে কী আছে স্যার?'

'দাঁড়াও দেখাচ্ছি'—বলে ডাঃ ব্রাউন সেই খামের ভিতর থেকে কতগুলি ফোটো বের করে ফেললেন। ফোটোগুলো বের ক'রে তিনি সেগুলোকে টেবিলের উপরে পর পর সাজিয়ে রাখতে রাখতে বললেন—'এইবার দেখো!'

যুবকটি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলে যে, ফোটোগুলোতে বহুরকম অদ্ভুত জন্তুজানোয়ারের ছবি তোলা হয়েছে।

সে বললো—'এগুলো কী স্যার?'

ডাঃ ব্রাউন আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললেন—'এইগুলোই হচ্ছে আমার গবেষণা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই বলে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তিনি আবার বললেন—'এখনও আমি পুরোপুরি সফল হতে পারিনি, তবে আমি যে ঠিক পথেই এগোচ্ছি তাতে কোনোই ভুল নেই। ফোটোগুলোকে ভালো ক'রে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে যে, এর মধ্যে তিনটি বিভিন্ন সিরিজ আছে। প্রথম সিরিজটা হচ্ছে গিনিপিগের, দ্বিতীয়টা বেড়ালের আর তৃতীয়টা হচ্ছে কুকুরের। এই তিন রকম জন্তুর দেহেই আমি পরীক্ষা করছি আমার ওষুধের প্রতিক্রিয়া।'

যুবকটি তখন ফোটোগুলো ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখতে আরম্ভ করলে। সে দেখতে পেল যে প্রত্যেক সিরিজের প্রত্যেকখানা ফোটোই সেই সিরিজের অন্যান্য ফোটোগুলো থেকে ভিন্ন ধরনের। প্রত্যেক সিরিজের শেষ ছবি দেখে বোঝা যায় যে প্রথম ছবির সঙ্গে তার আকৃতিগত সাদৃশ্য খুবই কম।

ডাঃ ব্রাউন বললেন—'দেখলে তো?'

যুবকটি সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল এই ব্যাপার দেখে। সে বলল—'সত্যিই স্যার! আপনি দেখছি অসাধ্যসাধন করেছেন।'

এই বলে একটু চুপ ক'রে থেকে যুবকটি আবার বললে—'এই এক্সপেরিমেণ্ট সাকসেস্‌ফুল হলে আপনি কী করবেন স্যার?'

যুবকের এই প্রশ্নে আশ্চর্য হয়ে ডাঃ ব্রাউন বললেন—'কেন! অন্যান্য সবাই যা করে, আমিও তাই করবো। রয়্যাল সোসাইটির সভ্যদের সামনে আমি আমার আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করবো।'

ডাঃ ব্রাউনের এই কথা শুনে যুবকটির মুখখানা হঠাৎ যেন কি রকম ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

ডাঃ ব্রাউন কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করলেন না। তিনি বলে চললেন—'আমি যদি সত্যিই এ-ব্যাপারে সাকসেস্‌ফুল হতে পারি, তাহলে বিজ্ঞান-জগতে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হবে।'

যুবকটি এই সময় হঠাৎ বলে উঠলো—'আচ্ছা স্যার, আমি তাহলে এখন আসি; আর একদিন এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবো।'

এই কথা বলেই সে তাড়তাড়ি সেখান থেকে চলে গেল। যুবকটিকে হঠাৎ ওভাবে চলে যেতে দেখে ডাঃ ব্রাউন রীতিমতো অবাক্ হয়ে গেলেন।

BanglaBook.org

*

www.BanglaBook.org

পরদিন সকালে খবরের কাগজে একটা দারুণ চাঞ্চল্যকর খবর পড়ে লণ্ডনের নরনারী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। খবরে জানা গেল যে, কোনো অজ্ঞাত আততায়ীর আক্রমণে প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ডাঃ ব্রাউন নিহত হয়েছেন। খবরে আরও জানা গেল যে, আততায়ী ডাঃ ব্রাউনের ক্যামেরাটা ভেঙে দিয়ে গেছে এবং ফোটো ডেভেলপ করবার সাজ-সরঞ্জামগুলোও নষ্ট ক'রে গেছে। এ-ছাড়া টেবিলের টানা ঘেঁটে সব কাগজপত্রও নাকি তছনছ করা হয়েছে! আততায়ী হয়তো কোনো দামী জিনিসের সন্ধানেই এসেছিল ; হয়তো চাচ্ছিল কোনো মূল্যবান রত্নসম্ভার, কিন্তু দেরাজের টানা খুলে শুধু কাগজপত্র দেখেই বোধ হয় সব তছনছ ক'রে ফেলে রেখে গেছে। পুলিস এ সম্বন্ধে জোর তদন্ত করছে বলেও লেখা হয়েছিল কাগজে!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

আট

দরজার কাহিনী

মিস্টার আটার্সনের সঙ্গে আমাদের আগেই দেখা হয়েছে—কিন্তু মানুষটি সম্বন্ধে এখানে কতগুলো কথা বলে নেওয়া বোধহয় দরকার। আটার্সন একদিক থেকে ভারী অদ্ভুত লোক। ভারী কাঠখোট্টা; কী যে তাঁর শখ আর কী যে তাঁর ভালো লাগে, তা বাইরে থেকে দেখে কারো আন্দাজ করার জো নেই। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ছাড়া এ তথ্য কেউ জানে না যে তিনি থিয়েটারে যেতে ভালবাসলেও গত কুড়ি বছরে কোনো থিয়েটারের দরজা মাড়িয়েছেন কি না সন্দেহ। নিজে খুব সাবধানে থাকেন, আইনের ব্যবসা ছাড়া কিছুই করেন না, অথচ বন্ধুদের সম্বন্ধে তাঁর এক ছেলেমানুষি বিস্ময়বোধ আছে। তাদের কাজকর্ম দেখে প্রায়ই তাঁর তাক লেগে যায়; অনেক সময় তাদের উড়োনচণ্ডী বাউণ্ডুলেপনাকে তিনি ঈর্ষার সঙ্গে মনে মনে তারিফ করেন; অথচ যদি সেজন্য কেউ ভীষণ ঝামেলা বাঁধিয়ে বসে বা গণ্ডগোলে পড়ে যায়, তাহলে কিন্তু তিরস্কার না করে তাদের তিনি সাহায্যই করেন। অর্থাৎ এক কথায় বন্ধুদের জন্য তাঁর ভিতরে এমন এক ধরনের গোপন ও চাপা স্নেহ আছে, তা বন্ধুরা কেউ বিপদে-আপদে না পড়লে বাইরে থেকে মোটেই টের পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে সেজন্যই তিনি বলেন, 'আমি বাপু কেইনকে তিরস্কার করার কিছু দেখি না। সে যদি স্বেচ্ছায় শয়তানের কাছে যেতে চায়, তো যাক না!' কাজেই তাঁর জীবনে এটা বারে বারে ঘটেছে যে কোনো লোক উচ্ছৃঙ্খলতায় ডুবে যাবার পর তিনিই তার শেষ ভরসা ও আশ্রয় হয়েছেন। আর সেই ছন্নছাড়া, বখে যাওয়া লোকেরা যদি হঠাৎ তাঁর চেম্বারে গিয়ে হাজির হয়, তবু কিছুতেই তাঁর মনোভাব বা চেহারার পরিবর্তন হয় না।

ডক্টর জেকিলের উইলের বয়ান শুনে মিস্টার আটার্সন কিন্তু সত্যি ভারী অবাক্ হয়েছিলেন। নিজের হাতে কেউ কাউকে নিজের মৃত্যুবাণ তুলে দিচ্ছে—এ-রকমই তাঁর মনে হয়েছিল। শেষটায় জেকিলের জেদে আর একরোখা ভঙ্গী দেখে উইলটা মেনে নিলেও তাঁর মনের মধ্যে কেমন যেন খচখচ করতে শুরু করেছিল।

অথচ সব সময়েই ঝামেলা-পাকানো বন্ধুদের সঙ্গে তিনি বেশ সহজ ব্যবহারই করেন। আসলে লোক হিসেবে তিনি কোনো রকম দেখানেপনায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিশ্বাস করেন না। মাঝে মাঝে বরং বন্ধুদের মনে এ-রকম সন্দেহও উঁকি দিয়ে যায়, সত্যি তিনি বন্ধুমানুষ তো! আসলে এটা তাঁর বিনীত স্বভাবেরই পরিচয়—দৈব তাঁকে যাদের সঙ্গে বন্ধুতা পাতাতে বাধ্য করেছে, তাদের তিনি সহজ ভাবেই গ্রহণ করে নেন।

তাঁর বন্ধুরা কেউ তাঁর অনেকদিনের চেনা, কারু সঙ্গে বা রক্তের সম্বন্ধ রয়েছে। আসলে তাঁর স্নেহ, প্রীতি ইত্যাদি যেন আইভিলতার মতো—সময় ক্রমশঃ সেই লতাকে গজিয়ে তুলেছে—তার জন্য চেষ্টার তেমন দরকার হয়নি। সেজন্যই দূরসম্পর্কের আত্মীয় রিচার্ড এনফিল্ডের সঙ্গে তাঁর অনেকদিন থেকে ঘনিষ্ঠতা। এনফিল্ড যাকে বলে নামজাদা শহুরে মানুষ। প্রচুর লোকের সঙ্গে তাঁর ভাব, প্রচুর লোককে তিনি চেনেন—কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে, সব তাঁর নখদর্পণে।

এনফিল্ডের সঙ্গে আটার্সনের এত ভাব কেন, সেটা অনেকের কাছেই ভারী দুর্বোধ্য ঠেকে। দু'জনে এত আলাদা ধরনের লোক যে পরস্পরের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে তাঁরা যে কী আনন্দ পান, সেটা লোকের কৌতূহলের কারণ। খোলা ভেঙে ভিতরে কি-রকম বাদাম দেখা যায়, এ-বিষয়ে যেমন লোকের কৌতূহল থাকে, তেমনি এঁদের দু'জনের সম্পর্কের ভেতরটার কথাটা কী, সে-বিষয়ে লোকের জল্পনার শেষ ছিল না।

বিশেষ ক'রে রবিবারে-রবিবারে এই দু'জনকে যারা বেড়াতে দেখেছে তারাই সবচেয়ে বেশী অবাক্ হত। কেউ নাকি কোনো কথা বলেন না, চুপচাপ দু'জনে হেঁটে চলেন, এবং রাস্তায় কোনো তৃতীয় চেনা ব্যক্তিকে দেখলে দু'জনের মধ্যেই যেন খুব নিষ্কৃতির ভঙ্গী দেখা যায়। দু'জনেই চেঁচিয়ে-মেচিয়ে সেই তৃতীয় ব্যক্তিটিকে আঁকড়ে ধরতে চান।

অথচ সত্যি বলতে, আটার্সন আর এনফিল্ড কিন্তু সারা সপ্তাহ ধরে ঐ রবিবারেরই প্রতীক্ষা ক'রে বসে থাকেন। সেদিন হাতে কোনো কাজই নেন না তাঁরা—এমনকি ঐ ছুটির দিনটার জন্য নানা লোকশান সহ্য করতেও দু'জনে রাজী থাকেন।

ও-রকমই একটা রবিবারে দু'জনে লণ্ডনের সবচেয়ে শশব্যস্ত পাড়ার একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন। গলিটা সরু ও ছোটো, বেশ চুপচাপও—সারা সপ্তাহ অবশ্য ব্যবসাপত্তর চেঁচামেচি শোরগোলের জন্য সে গলিতে তিষ্ঠুনো যায় না। গলির লোকেরা দিব্যি আছে বলেই মনে হয়। দোকান-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাটগুলোও ঝকঝকে তকতকে ভাবে সাজানো—যেন খদ্দের ডেকে বেড়াচ্ছে। এমনকি রবিবারেও যখন সব বন্ধ, ছুয়ার-আঁটা, তখনও আশপাশের গলির তুলনায় এ গলিটাকে বেশ ঝকঝকে দেখায়—বনের মধ্যে দাবানলের মতো উজ্জ্বল ও আলো ভরা যেন। দরজা-জানলার খড়খড়িগুলো সদ্য রং করা, পেতলের নামের ফলকগুলো ঝকঝকে মাজা, আর রাস্তাঘাটও বেশ সাফ-সুফ। কাজেই ঐ নোংরা ও ব্যস্ত পাড়ার মধ্যে হঠাৎ এ-গলিতে ঢুকে পড়লেই মনটা বেশ খুশী হ'য়ে ওঠে।

মোড়ের মাথাতেই পুবদিকে ছুটো দরজা, তারপর একটা উঠোন। তার পাশেই একটা ভীষণ বাড়ির সামনের দিকটা হঠাৎ সব ছন্দ ভেঙে বিশ্রীভাবে যেন গলিটার উপর গুঁড়ি মেরে বসে আছে। বাড়িটা দোতলা। রাস্তা থেকে বাড়ির জানলাগুলো দেখা যায় না। নীচের তলায় একটা দরজা, তার ঝিল্লি আঁটা। আস্ত গলিটায় এই বাড়িটাকে দেখলেই মনে হয় কেমন যেন তাচ্ছিল্য ও হেলাফেলার সঙ্গে এটা পড়ে আছে—অনেকদিন ধরে কেউ বুঝি এ-বাড়ির কোনো যত্ন নেয়নি। দরজার গায়ে না আছে কোনো কড়া, বা না কোনো ঘণ্টা, পাল্লাগুলো রং-চটা ও বিবর্ণ। দেয়ালের পলেস্তারা খসে পড়েছে, কি-রকম বিশ্রী এক দাঁত-বার-করা পৈশাচিক হাসির মতো দেখাচ্ছে ইতস্ততঃ চুনকাম-করা অংশগুলো। সিঁড়িতে পাড়ার ছেলেরা তাদের খেলার জিনিস জড়ো ক'রে রেখেছে। দরজার পাল্লায় কে একজন ছুরি দিয়ে কেটে কেটে নিজের নাম খোদাই করার চেষ্টা করেছিল কবে—তাই বিশ্রী দাগের মতো সেটা এখনও রয়ে গেছে। মনে হয় না যে অনেক দিনের মধ্যে কেউ পাড়ার ছেলেদের অত্যাচার বন্ধ করার কোনো চেষ্টা করেছে।

এনফিল্ড আর আটার্সন ছিলেন রাস্তার ও-পাশে। বাড়িটার কাছে এসেই এনফিল্ড তাঁর ছড়ি তুলে বাড়িটা দেখালেন। 'ওই দরজাটা লক্ষ্য করেছো, আটার্সন?'

আটার্সন ঘাড় নেড়ে জানালেন দরজাটার হতশ্রী দশা তাঁরও চোখে পড়েছে।

'ভারী একটা বিচ্ছিরি ব্যাপারের সঙ্গে ওই দরজাটার স্মৃতি আমার মনে জড়িয়ে গেছে,' বললেন এনফিল্ড।

'তাই নাকি!' আটার্সন জিজ্ঞেস করলেন, 'শুনি কী হয়েছিল।'

এনফিল্ড তখন বিশদভাবে এডওয়ার্ড হাইডের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথটা খুলে বললেন। কেমনভাবে রাত্তির বেলায় হাইড্ বাচ্চা মেয়েটার উপর চড়াও হয়েছিল, কি-রকম নৃশংসভাবে সে তাকে মারছিল, তারপর পাড়ার লোক চড়াও হয়ে কীভাবে তাকে কাবু করে ফেলে আর পরে এক কথাতেই লোকটা তার বাড়ি থেকে তাড়া তাড়া ব্যাঙ্কনোট গুঁজে দেয়—কোনো-কিছুই এনফিল্ড বাদ দিলেন না।

গল্প শেষ ক'রে এনফিল্ড বললেন,—'তোমাকে বলবো কী আটার্সন, গোড়ায় ভেবেছিলুম নোটগুলিই বুঝি জাল। কিন্তু তা নয়। মোটেই জাল নোট নয়—সব কড়কড়ে নতুন ছাপা নোট!'

'হুঁ', বললেন আটার্সন।

'বুঝেছি, তুমি কী ভাবছো', বললেন এনফিল্ড, 'সত্যিই ভারী নৃশংস কাহিনী। কারণ লোকটাকে বদমাশ বললেও কম বলা হয়, এতই সে খারাপ। এত টাকা বাড়িতে সে রাখেই বা কেন? কী তার জীবিকা? নিশ্চয়ই এগুলো কালো টাকা—আয়কর ফাঁকি দেওয়া, তাই ব্যাঙ্কে রাখতে সাহস পায় না। নিশ্চয়ই লোকটা ব্ল্যাকমেল ক'রে লোকেদের রক্ত শুষে টাকা বানায়। ঐ দরজাওলা বাড়িটার নাম দিয়েছি আমি 'ব্ল্যাকমেল হাউস'। অথচ, বুঝলে আটার্সন, শুধু ব্ল্যাকমেল ক'রে অত টাকা কামিয়েছে লোকটা, এটা ভাবতেও মন সায় দেয় না।'

আটার্সন জিজ্ঞেস করলেন—'লোকটা কি এই বাড়িতেই থাকে?'

'তা-ই তো মনে হল। অন্য কোনো আস্তানা তার আছে কিনা, জানি না। তুমি তো জানো আটার্সন, লোকের স্বাধীনতায় আমি হস্তক্ষেপ করা পছন্দ করি না। তাকে অনর্থক জেরা করাটা আমার মনঃপূত হয়নি—তাতে নিজেকে বড্ড ফাঁপিয়ে তোলা হয়—মনে হয় যেন আমি বিচার করতে বসে গিয়েছি। একটা কথা জিজ্ঞেস করার মানেই হল পাথর নাড়ানো। ধরো, তুমি বসে আছ একটা টিলার উপর—একটা পাথর হঠাৎ গড়িয়ে পড়তে লাগলো—আর তার ধাক্কা লেগে আরো সব পাথর নানা জায়গা থেকে গড়াতে শুরু করে দিলো। না, আটার্সন, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কখন কী সাপ বেরিয়ে পড়ে, ঠিক কী। তাই আমি নিজেই একটা আইন বানিয়ে নিয়েছি—যেই দেখবে ঝক্কি-ঝামেলার সম্ভাবনা, বিশেষ ক'রে তখন তো যত কম কথা বলা যায়, ততই ভালো।'

'খুব ভালো আইন, সন্দেহ নেই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তবে তোমাকে গোপনে বলি, আটার্সন', এনফিল্ড বলে চললেন, 'আমি ভেতরে ভেতরে কতগুলো সুলুকসন্ধান নিয়েছি। এটাকে বাড়ি বলাই ঠিক নয়। যার কোনো দরজাই নেই—কেউ এখানে আসেও না, বা যায়ও না। কেবল মাঝে মাঝে ঐ ভীষণ লোকটাকে এখানে দেখা যায়। দোতলায় তিনটে জানলা আছে—পিছন দিকে। নীচে একটাও নেই। জানলাগুলো সব সময়েই বন্ধ থাকে। তবে সেগুলো তুলনায় পরিষ্কার—ও-রকম ধুলোবালি ভরা নয়। আর একটা চিমনি আছে—সেটা থেকে প্রায়ই কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া ওঠে। তার মানে, কেউ একজন নিশ্চয়ই এ-বাড়িতে থাকে। অথচ সেটাও ঠিক ক'রে জানার উপায় নেই। কারণ বাড়িগুলো কেমন ঘিঞ্জি, দেখেছো তো? কোথায় যে কোন্ বাড়ির চৌহদ্দি শেষ হয়েছে, আর কোথায় যে কোন্ বাড়ি শুরু হয়েছে, তা বাইরে থেকে স্পষ্ট ক'রে বোঝবার জো নেই।'

দু'জনেই তারপর চুপচাপ এগিয়ে চললেন। তারপর হঠাৎ আটার্সন জিজ্ঞেস করলেন—'এনফিল্ড, তোমার ঐ কেঁচো না খোঁড়া আইনটা খুবই ভালো।'

'আমার তো তাই মনে হয়,' হেসে বললেন এনফিল্ড।

'কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। ঐ বাচ্চা মেয়েটাকে যে অমন নৃশংসভাবে মারপিট করলো, তুমি তার নাম জানো?'

'তা জানি। অবশ্য সে-নাম জেনেই বা কী আসবে যাবে। লোকটার নাম হাইড্।'

'হাইড্।' আটার্সন যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন। 'কী নাম বললে? হাইড্? পুরো নাম? তার পুরো নাম জানো?'

এনফিল্ড হঠাৎ বন্ধুর এই চমকে যাওয়া দেখে নিজেই একটু চমকে গেলেন। আটার্সন তো এভাবে কক্ষনো বিস্ময় প্রকাশ করেন না! তাঁর ভাব দেখে মনে হচ্ছে এই নামটার সঙ্গে যেন কোনো গভীর ও দুর্বোধ্য রহস্য জড়ানো রয়েছে। কি-রকম হেঁয়ালির মতো ঠেকলো তাঁর। কিন্তু নিজের বিস্ময় চেপে গিয়ে তিনি বললেন—'পুরো নাম হচ্ছে এডওয়ার্ড হাইড্।'

'হুম!' আটার্সন হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'লোকটা কেমন দেখতে বলো তো?'

'কেমন দেখতে, তা গুছিয়ে বলা ভারী মুশকিল!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কি রকম ?'

'আর কিছুই না—দেখেই মনে হয় লোকটার চেহারার মধ্যে কোথায় যেন কী একটা গণ্ডগোল আছে ! কেমন একটা বিশ্রী, তেতো স্বাদ জেগে ওঠে তাকে দেখলেই—কেমন যেন দেখলেই মনে হয় জঘন্য মানুষ। কিছু মানুষ আছে না, যাদের দেখলেই মনপ্রাণ কেমন বিষিয়ে যায়। এই হাইড্ লোকটাও তেমনি !'

'অর্থাৎ ?' আটার্সন বিশদ করে জানতে চাইলেন।

'একবার দেখেই কোনো লোক সম্বন্ধে অমন অপছন্দ করিনি আমি। কি-রকম যেন সর্বাঙ্গ রি-রি করে উঠলো। অথচ তোমাকে স্পষ্ট ক'রে বলতে পারবো না, তাকে দেখে কেন আমার অমন খারাপ লাগলো। কোথাও যেন লোকটার চেহারায় কোনো শারীরিক বিকৃতি রয়েছে—অথচ সেই বিকৃতিটা যে ঠিক কোথায়, তা স্পষ্ট ক'রে নির্দেশ করা যায় না। এক কথায় লোকটা অদ্ভুত দেখতে, ভারী অসাধারণ। অথচ কোন্ জায়গায় যে তার অসাধারণত্ব তা তোমাকে কিছুতেই বলে বোঝাতে পারবো না। না হে, আটার্সন, অসম্ভব—লোকটার কোনো বর্ণনাই তোমাকে দিতে পারবো না। তার কারণ এটা নয় যে তাকে আমি ভুলে গিয়েছি—বরং তাকে আমার অত্যন্ত স্পষ্ট মনে আছে। এখনও সে আমার চোখে ভাসছে। ভিড়ের মধ্যেও এক পলক দেখেই তাকে আমি চিনতে পারবো, সনাক্ত করতে পারবো।'

আটার্সন কোনো কথা না বলে চুপচাপ হাঁটতে লাগলেন। কী যেন ভাবছেন তিনি গভীরভাবে। তারপর হঠাৎ তিনি জিজ্ঞেস করলেন,—'তোমার ঠিক মনে আছে রিচার্ড যে লোকটা পকেট থেকে চাবি বার করে দরজা খুলেছিল ?'

এনফিল্ড ভারী আশ্চর্য হয়ে গেলেন। 'বলি, আটার্সন—'

'জানি', আটার্সন বললেন, 'জানি এটা তোমার ভারী আশ্চর্য ঠেকবে। কিন্তু এই হাইডের কথা আমি এক সূত্রে অবশ্য শুনেছি। কাজেই আমি সমস্ত ব্যাপারটা নির্ভুলভাবে যদি জানতে চাই, কোনো খুঁটিনাটি যদি তুমি বাদ দিয়ে থাকো বা তাতে যদি কোনো ভুল থেকে থাকে, তাহলে সেটা শোধরাতে চাই।'

'হাইড্কে তুমি চেনো ?' এনফিল্ড আরো অবাক্ হলেন এবার।

'না চিনি, এ-কথা ঠিক বলা যায় না। চাক্ষুষ দেখিনি। তবে একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেবল দুর্বল হাতখানা বাড়িয়ে.....অভিবাদন করলেন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ভারী অদ্ভুত সূত্রে তার কথা আমি শুনেছি। সেজন্যেই তার সম্বন্ধে আমার এমন কৌতূহল।'

'আগে জানলে তোমাকে এ-কথা বলতুমই না। তোমরা উকিল মানুষ, কী থেকে কী হয়ে যাবে, ঠিক কী। তবে আমি তোমাকে সব খুঁটিনাটিই অত্যন্ত নির্ভুলভাবে বলেছি। লোকটা নিজের পকেট থেকে চাবি বার করে ব্যবহার করেছিল। শুধু তাই নয়, চাবিটা নিশ্চয়ই এখনও তার কাছে আছে। কারণ কয়েক দিন আগেই তাকে আবার আমি এই দরজাটা খুলতে দেখেছি।'

আটার্সন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কী একটা কথা বলতে গিয়েও বললেন না। 'এই আমার আরেকটা শিক্ষা হল।'

এনফিল্ড আবারও বললেন—'অহেতুক বকরবকর করতে নেই। আমার এই লম্বা জিভটার জন্য ভারী লজ্জা হচ্ছে এখন। থাক গে, ঐ হাইড্ সম্বন্ধে আর আমাদের কথাবার্তা না বলাই ভালো।'

'আমারও তাই মনে হয়, রিচার্ড'—গম্ভীরভাবে বললেন আটার্সন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ডাঃ ব্রাউন আততায়ীর আক্রমণে নিহত হয়েছেন এই খবর পেয়েই একজন পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টর কয়েকজন কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাড়িতে এসে হাজির হলেন।

তিনি এসেই প্রথমে ঘটনাস্থল পরীক্ষা করলেন; তারপর ডাঃ ব্রাউনের মৃতদেহটা ময়না-তদন্তের জন্য পুলিস-মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করে ডাঃ ব্রাউনের চাকর জর্জকে জেরা করতে শুরু করে দিলেন।

ইন্‌স্‌পেক্টরের প্রশ্নের উত্তরে জর্জ বললে যে, প্রতিদিনের মতো গত রাত্রেও সে ডাঃ ব্রাউনের রাত্রের খাবার দোতলায় দিয়ে আসে। খাওয়া শেষ হলে সে গিয়ে বাসনপত্রগুলো নিয়ে আসে। সেই সময় ডাঃ ব্রাউন তাকে বলেছিলেন যে তিনি রাত্রে কাজ করবেন। রোজ রাত্রেই ডাঃ ব্রাউন কাজ করতেন, সুতরাং রাত্রে কাজ করবেন শুনে তার মনে কোনো সন্দেহই হয়নি। সে যথারীতি নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ে।

এই সময় ইন্‌স্‌পেক্টর জিজ্ঞেস করেন—'তুমি কি দোতলায় শোও?'

—'না, আমি থাকি নীচের ঘরে।'

—'রাত্রে যদি কোনো দরকার হতো তাহলে কি ডাঃ ব্রাউন নীচে এসে তোমাকে ডাকতেন?'

—'না। আমার শোবার ঘরে একটি কলিং বেল লাগানো আছে। কোনো দরকার হলে ঐ কলিং বেলের সাহায্যেই তিনি আমাকে ডাকতেন।'

—'কাল রাত্রে তিনি তোমাকে কখনও ডেকেছিলেন?'

—'হ্যাঁ, ডেকেছিলেন। একবার মাত্র অল্প সময়ের জন্য কলিং বেলটা বেজে ওঠে।'

—'তারপর?'

—'তারপর আমি উঠে দোতলায় যাই। কিন্তু দোতলায় ঢোকবার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকায় আমি ভিতরে ঢুকতে পারিনি।'

—'তুমি দরজায় ধাক্কা দিয়ে তাঁকে ডেকেছিলে কি?'

—'না। কারণ, দরজায় ধাক্কা দিলে ডাঃ ব্রাউন অত্যন্ত বিরক্ত হতেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিনি অনেক রাত অবধি জেগে গবেষণা করতেন—কাজে ব্যাঘাত হলে বড্ড চটে যেতেন।'

—'তারপর ?'

—'তারপর আমি আবার নিজের ঘরে চলে আসি। আমার মনে হয় যে ডাঃ ব্রাউন হয়তো প্রথমে আমাকে ডাকতে চেয়েছিলেন কিন্তু পরে কী ভেবে আর দরকার মনে করেননি।'

—'তারপর ?'

—'তারপর হঠাৎ আমি একটা আর্তনাদ শুনতে পাই। আর্তনাদটা শুনে আমার মনে হয় যে ওটা ডাঃ ব্রাউনের আর্তনাদ। আমি তখন আবার ছুটে যাই উপরে ; কিন্তু সেবারে গিয়েও দেখি দরজাটা আগের মতোই ভিতর থেকে বন্ধ।'

—'তারপর ?'

—'তারপর আমি দরজায় ধাক্কা মারতে থাকি, কিন্তু কিছুতেই খুলতে পারি না। দরজাটা খুলতে না পেরে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসে একখানা ক্রোবার (লোহার শাবল) নিয়ে উপরে উঠে যাই। তারপর সেই ক্রোবারের ঘায়ে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ি।'

—'ভিতরে ঢুকে কী দেখলে ?'

—'ভিতরে ঢুকতেই দেখতে পাই যে জানোয়ারের মতো চেহারার একটা লোক দোতলার বারান্দা দিয়ে সামনের জানলার দিকে ছুটে যাচ্ছে। আমি তখন সেই ক্রোবারটা হাতে নিয়ে তার পিছনে তাড়া করি।'

—'তারপর ?'

—'সেই জানোয়ারের মতো চেহারার লোকটা তখন জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি তার দিকে ছুটে যেতেই সে তাড়াতাড়ি জানলার উপর উঠে বসে। তারপরই সে নীচের দিকে নেমে পড়ে। এরপর আমি যখন জানলার কাছে যাই তখন দেখি যে সেই লোকটা একগাছা দড়ি ধরে নেমে যাচ্ছে। এই অবস্থায় কী করবো বুঝতে না পেরে আমি আমার হাতের ক্রোবারটা তার মাথা লক্ষ্য করে ছুড়ে মারি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ওটা তার গায়ে লাগে না। এদিকে সেই লোকটা তখন নীচে নেমে পড়েছে। মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু ক'রে দেয়।'

—'তারপর ?'

www.BanglaBook.org

—'তারপর আমিও নেমে পড়ি সেই দড়ি ধরে, কিন্তু আমি যখন নীচে নামলাম, সেই লোকটা ততক্ষণে পালিয়ে গেছে। অনেক খোঁজ ক'রেও তার আর কোনো সন্ধান আমি পাই না।'

—'তারপর তুমি কী করলে?'

—'তারপর আমি আবার দোতলায় যাই। ল্যাবরেটরি ঘরে ঢুকে দেখতে পেলাম যে ডাঃ ব্রাউন মেঝের উপর পড়ে আছেন। আমি তখন তাঁর কাছে ছুটে যাই। কাছে গিয়েই বুঝতে পারি যে তিনি আর বেঁচে নেই। আমি তখন টেলিফোনে থানায় খবর দিই।'

জর্জের কাছ থেকে এই পর্যন্ত খবর শুনে ইন্‌স্‌পেক্টর গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করেন। তারপর আবার জিজ্ঞেস করেন—'কাল কোনো লোক ডাঃ ব্রাউনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল কি?'

—'হ্যাঁ, এসেছিলেন।'

—'কে, বলতে পারো?'

—'পারি। কাল ডাঃ জেকিল নামে এক ভদ্রলোক ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। উনি তাঁর পুরোনো ছাত্র।'

—'ডাঃ জেকিল! রসায়নশাস্ত্রে গবেষণা করে যিনি ডক্টরেট পেয়েছেন তিনি কি?'

—'হ্যাঁ স্যার, তিনিই।'

—'কখন এসেছিলেন তিনি?'

—'দুপুরের একটু পরেই।'

—'কতক্ষণ ছিলেন?'

—'প্রায় ঘণ্টাখানেক।'

—'তিনি চলে যাওয়ার পর আর কেউ এসেছিল কি?'

—'না।'

—'আচ্ছা তুমি এখন যেতে পারো।'

জর্জ চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই ইন্‌স্‌পেক্টর হঠাৎ কী ভেবে তাকে ডাক দিলেন।

জর্জ ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—'কী বলছেন স্যার?'

—'সেই লোকটার চেহারা জানোয়ারের মতো বললে না?'

—'হ্যাঁ স্যার! সে এক ভয়ানক মূর্তি। মানুষের চেহারা যে অত বিশ্রী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হতে পারে তা আমি ভাবতেও পারিনি। লোকটার মুখখানা যেন গরিলার মতো দেখতে।'

ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন—'আচ্ছা তুমি যাও।'

জর্জ চলে গেলে তিনি তাঁর সঙ্গের কনস্টেবলদের ডেকে মৃতদেহটা মর্গে পাঠাবার হুকুম দিয়ে ওখান থেকে চলে গেলেন।

*

ঐ দিনই বেতারে পুলিস বিভাগের একটা ঘোষণা সবখানে প্রচারিত হল ঘোষণাটিতে বলা হল—

"গতকাল রাত্রি দুটোর পরে একটি জানোয়ারের মতো আকৃতির লোক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ ব্রাউনকে হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছে। লোকটির মুখের আদল অনেকটা গরিলার মতো। যদি কেহ উক্ত জানোয়ারাকৃতি লোকের কোনো সন্ধান জানেন তাহা হইলে তিনি যেন অবিলম্বে নিকটস্থ পুলিস-আপিসে সংবাদ জানান।"

বেতারে প্রচারিত ঘোষণাটি পরদিন কয়েকখানা বহুল প্রচারিত পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়।

বেতারে ও দৈনিক পত্রিকায় ঘোষণাটি প্রচারিত হওয়ার পরে সাত-আট জন লোক পুলিসের কাছে এসে জানায় যে তারা সেই গরিলামুখো লোকটিকে দেখেছে। তাদের মধ্যে একজন আবার বলে যে সে তাকে ডাঃ জেকিলের বাড়ির পিছনের বাগানের মধ্যে ঢুকতে দেখেছে।

যে-লোকটা পুলিস-আপিসে এই খবর দিয়েছিল, ডাঃ ব্রাউনের হত্যা মামলার ভারপ্রাপ্ত ইন্‌স্‌পেক্টর নিজে তার সঙ্গে দেখা করেন। ইন্‌স্‌পেক্টরের প্রশ্নের উত্তরে লোকটি বলে যে, সে গত কাল রাত্রি প্রায় আড়াইটের সময় কানো বিশেষ কাজে ডাঃ জেকিলের বাড়ির পিছনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় সে হঠাৎ দেখতে পায় যে একটা লোক ছুটতে ছুটতে ডাঃ জেকিলের বাড়ির পিছনের বাগানের মধ্যে প্রবেশ করছে। অত রাত্রে কে বাগানে ঢুকছে দেখতে তার খুব কৌতুহল হয়। সে তখন লোকটা কী করে লক্ষ্য করতে থাকে।

সেই সময় লোকটা একবার পিছনের দিকে তাকায়। লোকটি ফিরে তাকাতেই রাস্তার আলোতে সে তার মুখ দেখতে পায়। মুখ দেখে সে রীতিমতো ভয় পেয়ে যায়। মুখটি দেখতে অনেকটা গরিলার মতো। ঐ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রকম সাংঘাতিক চেহারার একটা মূর্তিকে দেখে সে ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে পড়ে।

লোকটার কাছ থেকে ইন্‌স্‌পেক্টর ঐ সব খবর জেনে নিয়ে থানায় ফিরে আসতেই দেখেন যে মিঃ এনফিল্ড তাঁর অপেক্ষায় বসে আছেন। মিঃ এনফিল্ডকে তিনি আগে থেকেই চিনতেন। তাই তাঁকে থানায় বসে থাকতে দেখে তিনি বললেন—'কী ব্যাপার মিঃ এনফিল্ড! আপনি এখানে?'

—'হ্যাঁ ইন্‌স্‌পেক্টর। ডাঃ ব্রাউনের হত্যাকাণ্ডের খবর শুনে আমি এসেছি। আমার মনে হয় হত্যাকারীকে আমি চিনি।'

সেদিন আটার্সনের কাছে প্রায় প্রতিজ্ঞাই করেছিলেন এনফিল্ড, যে আর কক্ষনো ঐ হাইডের কথা তুলবেন না। কিন্তু ঐ বেতার ঘোষণা শুনেই ঐ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হলো তাঁকে। সোজা আসতে হলো থানায়।

—'হত্যাকারীকে চেনেন! বলছেন কী মিঃ এনফিল্ড!'

—'ঠিকই বলছি। বেতারে আর দৈনিক পত্রিকায় যে-গরিলামুখো লোকটার কথা আপনারা জানতে চেয়েছেন, আমি তাকে চিনি। তার নাম মিঃ হাইড্। লোকটির বাড়িও আমি চিনি!'

মিঃ এনফিল্ডের কথায় আশ্চর্য হয়ে ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন—'আপনি যে আমাকে অবাক্ করলেন মিঃ এনফিল্ড!'

—'কেন বলুন তো?'

—'তা নয়তো কী! লণ্ডনের মতো শহরে একজন গরিলামুখো লোক নিশ্চিন্ত আরামে ঘরবাড়ি ক'রে বসবাস করছে এ-কথা কী করে বিশ্বাস করি বলুন তো?'

—'সত্যিই বিশ্বাসের অযোগ্য এ-কথা। আমিও হয়তো বিশ্বাস করতাম না যদি না নিজের চোখে দেখবার সৌভাগ্য হত আমার।'

—'কোথায় তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আপনার, বলবেন কি?'

ইন্‌স্‌পেক্টরের প্রশ্নে মিঃ এনফিল্ড সেদিনের সেই ঘটনাটির কথা আবার তৃতীয় ব্যক্তির কাছে খুলে বললেন।

সব কথা শুনে ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন—'তাহলে চলুন, আর দেরি না করে এখুনি সেই বাড়িতে যাওয়া যাক।'

মিঃ হাইডের বাড়িতে এসে তাঁদের কিন্তু বড্ড হতাশ হতে হল। তাঁরা দেখতে পেলেন যে বাড়ির সদর দরজায় একটা পেল্লায় তালা ঝুলছে।

আগেভাগেই খাঁচা থেকে পাখি পালিয়ে গিয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দশ

ডাঃ জেকিলের বাড়িতে

সোহো পল্লীর সেই বাড়িতে গিয়ে মিঃ হাইডের খোঁজ না পেয়ে ইন্‌স্‌পেক্টর গেলেন ডাঃ জেকিলের সঙ্গে দেখা করতে।

কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারলেন যে ডাঃ জেকিল কারো সঙ্গে দেখা করেন না।

ইন্‌স্‌পেক্টরও মহা নাছোড়বান্দা। তিনি বললেন যে ডাঃ জেকিলের সঙ্গে তিনি দেখা করবেনই। বিশেষ করে একটা খুনের তদন্তে এসেছেন তিনি।

ইন্‌স্‌পেক্টরের কথায় ডাঃ জেকিলের চাকর পল তখন বাধ্য হয়ে তাঁকে উপরে যেতে দিলে।

দোতলায় উঠে ইন্‌স্‌পেক্টর দেখলেন যে দোতলার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। তিনি তখন জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিতে আরম্ভ করলেন।

দরজায় ধাক্কার শব্দে বিরক্ত হয়ে ভিতর থেকে ডাঃ জেকিল বললেন—'কে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে?'

ইন্‌স্‌পেক্টর চিৎকার করে বললেন—'আমি পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টর বার্টলে। একটা খুনের তদন্ত-ব্যাপারে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

ভিতর থেকে উত্তর এলো—'ক্ষমা করবেন; এখন আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারবো না।'

ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন—'আপনি হয়তো ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছেন না, ডাঃ জেকিল। আপনি যদি আমার সঙ্গে দেখা না করেন তাহলে বাধ্য হয়ে আপনার নামে ওয়ারেণ্ট নিয়ে আসতে হবে আমাকে।'

ইন্‌স্‌পেক্টরের কথা শুনে ডাঃ জেকিল আবার বললেন—'আচ্ছা, একটু দাঁড়ান, আমি আসছি।'

*

প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে দরজা খুলে ডাঃ জেকিল বললেন—'কী চান আপনি আমার কাছে?'

ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন—'কিছুই চাই না, শুধু কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—'কী প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চান, বলুন।'

—'কথাগুলো গোপনীয়। আপনার ঘরে গিয়ে বললেই ভালো হয়।'

ডাঃ জেকিল তখন বেশ বিরক্তির সঙ্গে বললেন—'আচ্ছা, আসুন।'

*

ডাঃ জেকিলের দোতলার বৈঠকখানায় গিয়ে বসলেন দু'জনে।

ডাঃ জেকিলই প্রথমে কথা বললেন। তিনি বললেন—'আপনি যা জানতে চান তাড়াতাড়ি জেনে নিন। আমি আপনাকে দশ মিনিটের বেশী সময় দিতে পারবো না।'

ইন্‌স্‌পেক্টর তখন তাঁকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন—'কাল দুপুরের পর আপনি ডাঃ ব্রাউনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'তিনি মারা গেছেন জানেন?'

—'মারা গেছেন! কই, এ খবর তো শুনিনি।'

—'আপনি কি খবরের কাগজ পড়েন না?'

—'না, কয়েকদিন যাবৎ খবরের কাগজ পড়বার সময় পাইনি আমি। আমি এখন একটা গবেষণার ব্যাপারে এতই ব্যস্ত আছি যে খবরের কাগজ পড়ার সময়ই আমার নেই।'

—'আচ্ছা, মিঃ হাইড্ নামে কোনো লোককে আপনি চেনেন কি?'

—'মিঃ হাইড্! কী হয়েছে তাঁর?'

—'কিছু হয়নি। আমি জানতে চাই, তাকে আপনি চেনেন কি না?'

—'না।'

—'কিন্তু কাল রাত আড়াইটের সময় তাকে আপনার বাড়িতে ঢুকতে দেখা গেছে।'

—'কী বাজে কথা বলছেন! হাইড্ নামে কোনো লোককে আমি চিনি না।'

—'ডাঃ ব্রাউনের সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয়?'

—'অনেক দিনের। তিনি আমার কলেজের প্রফেসর ছিলেন।'

—'তাঁর বাড়িতে আপনি কেন গিয়েছিলেন?'

—'এমনিই। অনেকদিন দেখা হয়নি, তাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—'আপনি কী বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন ?'

—'আপনার এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।'

—'বলতে আপত্তি আছে নাকি ?'

—'নিশ্চয়ই।'

এই পর্যন্ত বলেই ডাঃ জেকিল হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন—'আশা করি আর কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই আপনার। আমার এখন কাজ আছে। আপনি দয়া করে বিদায় হলেই আমি খুশি হবো।'

ডাঃ জেকিলের এই অভদ্র ও অশোভন ব্যবহারে ইন্‌স্‌পেক্টর মনে মনে অত্যন্ত রেগে গেলেও মুখে বললেন—'না, আপাততঃ আর কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই। আচ্ছা, নমস্কার।'

এই বলেই তিনি ওখান থেকে উঠে পড়লেন।

www.BanglaBook.org

এগারো

মিস্টার হাইডের খোঁজে

সেই রবিবারের সান্ধ্যভ্রমণের পরে উকিল আটার্সনের প্রতিক্রিয়াটা কী হয়েছিল, এবার তার একটা খোঁজ করে আসা যাক।

আটার্সন বিয়ে-থা করেন নি, একা মানুষ; রবিবারের সান্ধ্যভোজটাই তাঁর জীবনের এক দিক থেকে সবচেয়ে মুখরোচক অভিজ্ঞতা ছিল এতকাল। কিন্তু সেদিন বাড়ি ফিরে আসার পর তাঁর কিছুই খেতে ইচ্ছে করছিল না—সব কি-রকম বিস্বাদ ঠেকছিল, কেমন যেন অরুচিকর।

রবিবারে রাত্রে খেয়ে দেয়ে সাধারণতঃ তিনি চুল্লীর ধারে এসে বই-পত্র পড়েন। ধর্মপুস্তক, দর্শনের বই বা ঐ ধরনেরই কোনো বই পড়তে তাঁর ভালো লাগে সে সময়। শেষটায় যখন কাছের গির্জেয় ঢং ঢং করে বারোটার ঘণ্টা বাজে, তিনি গিয়ে শুয়ে পড়েন। সারা সপ্তাহ ওকালতির ঘোরপ্যাঁচ ও মানুষের নানা দুষ্কর্মের পরিচয় পাবার পর রবিবার রাত্রে ঐ দর্শনের বই পড়ে আবার তিনি মানুষের উপর বিশ্বাস ফিরে পান।

কিন্তু সেদিন রাত্রে কোনো খাবারই ভালো করে দাঁতে কাটতে পারলেন না আটার্সন, এবং নৈশভোজের ছল শেষ হয়ে যেতেই বাতি হাতে নিয়ে ঢুকলেন তাঁর আপিসঘরে। সেখানে গিয়ে সিন্দুক খুলে তিনি বার করে নিলেন ডাঃ জেকিলের ইষ্টিপত্র—অর্থাৎ উইলটা। কপালে চিন্তার রেখা, ভুরু দুটো কোঁচকানো। উইলটা খুলে তিনি পড়লেন আবারও। ডাঃ জেকিল এই অদ্ভুত উইলটা ক'রে যাবার পর থেকেই তার কথা আর আটার্সন ভুলতে পারেননি। উইলের বয়ানটা তাঁকে সব সময় জ্বালিয়ে মেরেছে।

আবারও উইলটা পড়ে তাঁর বিস্বাদ লাগলো। এই যে হেনরি জেকিল, এম ডি, ডি সি এল, এল এল ডি, এফ আর এস-এর মৃত্যুর পর তাঁর স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি গিয়ে জনৈক এডওয়ার্ড হাইডের হাতে বর্তাবে, তা তাঁর ভালো লাগলো না। এবং আরো যে লেখা আছে—জেকিলের আকস্মিক অনুপস্থিতি বা নিরুদ্দেশের পর তিন মাস কেটে গেলেই হাইড্ সব টাকাকড়ি পেয়ে যাবে, এটা তাঁর আরো খারাপ লাগলো। উকিল হিসেবেই এ-রকম কোনো উইলই তিনি সমর্থন করতে পারেন না—বন্ধু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হিসেবে তো নয়ই। অথচ জেকিলের পীড়াপীড়িতেই এই উইলটা সেদিন তাঁকে করতে হলো। উইল নয় তো, বরং জেকিলের মৃত্যুবাণ এটা—বারে বারে নিজেকে এই কথা বলেছেন আটার্সন।

এতদিন এই হাইড্ সম্বন্ধে কোনো কথাই তিনি জানতেন না—তাই মনকে তিনি কিছুটা প্রবোধ দিয়ে শান্ত করে রেখেছিলেন। কিন্তু এখন এডওয়ার্ড হাইডের অমানুষিক নৃশংসতার খবর পেয়ে বড্ড বিচলিত হয়ে পড়লেন তিনি। যে দিন থেকে এই অজ্ঞাত মানুষটির নাম দেখেছেন তিনি, সেদিন থেকেই তাঁর ভারী খারাপ লেগেছে। এখন তো হাইড্ কেবল একটা নাম মাত্রই নয়—একটা নৃশংস মানুষ! যেটা এতদিন ছিল নিছক সন্দেহ, এখন সেটাই যেন হঠাৎ দাঁত-নখসমেত তাঁর ঘাড়ে এসে লাফ দিয়ে পড়েছে।

'ভেবেছিলুম ওটা বুঝি জেকিলের বদখেয়াল—পাগলামি,' উইলটা আবার সিন্দুকে তুলতে-তুলতে আপন মনেই বললেন আটার্সন, 'কিন্তু এখন দেখছি এটা একটা বিষম কেলেঙ্কারি!' তাঁর মনে হলো হাইড্ বুঝি জেকিলকে ভয় দেখিয়েই উইলটা করিয়েছে। রিচার্ড এনফিল্ড সম্ভবতঃ ভুল বলেননি—ব্ল্যাকমেল করাই হয়তো হাইডের পেশা।

এ-সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে বাতি নিবিয়ে আটার্সন গায়ে একটা ওভারকোট চাপিয়ে ক্যাভেনডিশ স্কোয়ারের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন।

ক্যাভেনডিশ স্কোয়ারে থাকেন তাঁর বন্ধু ডাক্তার লেজিয়ন, মস্ত চিকিৎসক। 'কেউ যদি আসল ব্যাপারটা জানে, তো সে নিশ্চয়ই লেজিয়ন,' মনে মনে ভাবলেন আটার্সন।

গম্ভীর বাটলারটি আটার্সনকে অনেকদিন থেকেই চেনে। তাই এত রাতে তাঁকে দেখে সে মোটেই অবাক্ হল না। বরং চটপট তাঁকে লেজিয়নের খাবার-ঘরেই নিয়ে এল। লেজিয়ন তখন সদ্য তাঁর নৈশভোজ শেষ করে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়েছেন।

লেজিয়ন মানুষটি ভারী হাসিখুশী। দয়ালু তাঁর হৃদয়, স্বাস্থ্যবান্, মুখটা টকটকে লাল, মাথার চুল অল্প বয়সেই সাদা হয়ে গেছে।

আটার্সনকে দেখেই লেজিয়ন চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। দু'হাতে তাঁর হাত জড়িয়ে বললেন, 'আরে, আটার্সন যে! কী ব্যাপার? হঠাৎ পথ ভুল করে!'

লেজিয়নের সবতাতেই চিরকাল বাড়াবাড়ি আর উচ্ছ্বাস। সেজন্য তাঁর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাবভঙ্গী অনেক সময় ভারী নাটকীয় ঠেকে। কিন্তু আসলে মানুষটা ভারী সাদা-মাটা। মুখে এক, মনে আর—এটা নেই। উচ্ছ্বাস করাটাই তাঁর স্বভাব। আটার্সনকে দেখে সত্যিই ভারী খুশী হয়েছিলেন তিনি।

আটার্সন তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু। শুধু স্কুলেই নয়, কলেজেও দু'জনে একসঙ্গেই পড়াশুনো করেছেন। দু'জনেরই দু'জনের উপর বেশ শ্রদ্ধা আছে। এবং দু'জনেই পরস্পরের সঙ্গে আড্ডা দিতে এখনও ভালোবাসেন।

গোড়ায় দু' বন্ধুতে একটু স্মৃতিচর্বণ করে গেলো। পুরনো বন্ধুরা কে কেমন আছে, কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, কার সঙ্গে হঠাৎ কার রাস্তায় দেখা হল—এইসব কথা। তারপরেই আটার্সন ঐ বিস্বাদ বিষয়টা পাড়লেন।

'লেজিয়ন', আটার্সন জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি মনে হয় না যে আমরা দু'জনেই হেনরি জেকিলের পুরনো বন্ধু—সেই স্কুল থেকে ওকে চিনি!'

—'তাই তো মনে হয়। কিন্তু হঠাৎ এ-কথা কেন?' লেজিয়ন জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্যি, জেকিলের সঙ্গে আমার আজকাল আর দেখাই হয় না। দু'জনেই কাজে-কর্মে এত ব্যস্ত থাকি—'

—'তাই নাকি? আমার তো ধারণা ছিল তোমাদের দু'জনের অন্ততঃ একটা বিষয়ে সমান কৌতূহল ও আকর্ষণ আছে।'

—'ছিল।' লেজিয়ন বললেন, 'আছে নয়, ছিল। তুমি ক্রিয়াপদের ব্যবহারটা ভুল করেছো। কিন্তু কয়েক বছর হল জেকিল কেমন যেন পালটে গেছে—আবোল-তাবোল ভাবে। খেয়ালী হয়ে পড়েছে ভারী। আসলে গণ্ডগোলটা ওর মনে। আমি অবিশ্যি এখনও মাঝে-মাঝে ছেলেবেলার কথা ভেবে ওর খোঁজখবর নিই—কিন্তু ওর তো কোনো পাত্তাই পাওয়া যায় না। জেকিলের মাথায় কী-সব অবৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা খেলা বেড়ায় যে কী বলবো। ও অবিশ্যি ভাবে যে ওসব বিজ্ঞানেরই নতুন থিয়োরি—'

লেজিয়নের কথায় আটার্সন কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলেন। গোড়ায় ভেবেছিলেন জেকিল বুঝি অসৎ সঙ্গে পড়েছেন। এখন বুঝলেন যে লেজিয়নের বিরক্তির কারণ বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব নিয়ে দু'জনের মতভেদ। নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র নন বলে আটার্সন এমনকি মনে-মনে হেসে ভাবলেন, 'ওঃ, এই ব্যাপার! যাক!'

লেজিয়ন তখনও বকে চলেছেন—'বুঝলে, আটার্সন—কিচ্ছু মাথামুণ্ডু নেই। সব আবোল-তাবোল খেয়াল। বিজ্ঞানের কাঁধে সব আজগুবি তত্ত্ব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চাপিয়ে দিলেই যেন হল। দূর—এখন দেখছি বিজ্ঞানে ওর কোনো মাথাই নেই। অথচ নামের পাশে কতগুলো লেজুড় জুটিয়েছে দেখেছো!'

লেজিয়নকে সামলে নেবার জন্য একটু সময় দিয়ে আটার্সন এবার আসল প্রশ্নটা করলেন, 'আচ্ছা, জেকিলের কোনো নতুন স্যাঙাতের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে—কে এক হাইড্?'

—'হাইড্?' নামটা জিভের ডগায় নাড়াচাড়া করলেন লেজিয়ন। 'না তো! নাম শুনে তো বোধ হয় লুকিয়েই আছে চিরকাল···'বলে নিজের রসিকতায় নিজেই তিনি হেসে উঠলেন।

ঐ তথ্যটা জেনেই আটার্সন বাড়ি ফিরে এসে সে-রাতে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে কেবল এ-পাশ ও-পাশ করলেন।

জেকিলের কোনো বন্ধুই দেখছি হাইড্কে চেনে না। জেকিল ঐ ভুঁইফোঁড় লোকটাকে জোটালে কোত্থেকে?

আসলে এনফিল্ডের কাছ থেকে হাইডের নৃশংস কীর্তির খবর শোনবার পর থেকেই ভারী অস্বস্তি বোধ করছিলেন আটার্সন। এমনিতেই উইলটা দেখে তিনি আঁতকে উঠেছিলেন—তারপর এই ব্যাপার!

যেন বিছানায় শুয়ে-শুয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে পুরো দৃশ্যটা দেখতে পেলেন আটার্সন। রাতের শহরের ঠুলি-আঁটা গ্যাসবাতিগুলো জ্বলছে। তারই মধ্যে হনহন করে হেঁটে চলেছে একটা অদ্ভুত লোক—ওভারকোট পরা, মাথার ফেল্ট হ্যাটটা ভুরু অবধি নামানো। তারপরেই আটার্সন যেন দেখতে পেলেন এক ডাক্তারখানা থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো একটি বাচ্চা মেয়ে। গ্যাস-বাতির তলায় বাচ্চাটিকে দেখেই ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই অমানুষিক মানুষটি। পা দিয়ে মাড়াতে লাগলো তাকে—বাচ্চাটার আর্তনাদেও কিছু হল না!

কিংবা যেন দেখতে পেলেন নিজের বিছানায় পরম প্রশান্তিতে শুয়ে আছেন হেনরি জেকিল—তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু। হঠাৎ যেন দরজা ফুঁড়ে উদয় হল একটা লোক। পরনে ওভারকোট, ভুরু অবধি নামানো ফেল্ট হ্যাট। সে যেন নৃশংসভাবে ছিঁড়ে ফেলবে জেকিলকে।

বারে-বারে তাঁর তন্দ্রা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে এই দুটি দুঃস্বপ্ন বিষমভাবে হানা দিতে লাগলো। কিছুতেই যেন এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই।

সারা রাত্রি আর আটার্সনের সে রাতে ঠিকমতো ঘুম হল না। ক্রমে পাশের গির্জের ঘড়িতে ঢং ঢং করে সকাল বেজে গেলো।

www.BanglaBook.org

বারো

আর একটি হত্যাকাণ্ড

কয়েকদিন পরেই খবরের কাগজে আবার একটা অমানুষিক নরহত্যার সংবাদ প্রকাশিত হল। সংবাদ নয় তো, যেন ফেটে পড়া বোমা। আস্ত লণ্ডনে খবরটা হুলুস্থুল তুলে ফেললে। খবরের কাগজের রিপোর্ট থেকে জানা গেল যে, স্যার ডানভার্স কেরু নামে একজন নিরীহ বৃদ্ধকে নাকি একটি দানবাকৃতি লোক নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।

লণ্ডনের একখানা বিখ্যাত দৈনিকে ঐ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণও একটা বের হয়েছিল। ঐ প্রত্যক্ষদর্শী হল একজন ঝি শ্রেণীর স্ত্রীলোক।

খবরের কাগজের রিপোর্টার ও পুলিসের কাছে সে এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছিল।

সে বলেছিল—'সেদিন সন্ধ্যার পর থেকেই ঘন কুয়াশা পড়েছিল। আমি কাজ সেরে রাত প্রায় নটার সময় বাড়িতে ফিরি। বাড়িতে এসে খাওয়া-দাওয়া শেষ করতে রাত প্রায় সাড়ে দশটা বেজে যায়। আমি তখন জানলার পাশে আমার বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করি, কিন্তু ঘুম আসে না। আমি তখন উঠে জানলার সামনে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকি। অন্যমনস্ক-ভাবেই তাকিয়ে ছিলাম। তখন অবশ্য কুয়াশার ঘোর আর তেমনি ছিল না। হঠাৎ দেখতে পেলাম রাস্তা দিয়ে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক চলেছেন। বৃদ্ধকে দেখেই আমি চিনতে পারি। তাঁর নাম স্যার ডানভার্স কেরু। স্যার কেরু অন্যমনস্কভাবে পথ চলছিলেন। এই সময় আর একটি লোককে আমি আসতে দেখি সেই পথে। দ্বিতীয় লোকটি স্যার কেরুর উলটো দিক থেকে আসছিল। তার হাতে ছিল একখানা মোটা বেতের লাঠি। লোকটা স্যার কেরুর সামনা-সামনি হতেই স্যার কেরু তার মুখের দিকে তাকিয়ে চিৎকার ক'রে উঠলেন। তারপরই আরম্ভ হল ভয়ানক ব্যাপার। সেই লাঠি হাতে লোকটা তখন স্যার কেরুকে দমাদম পিটতে লাগলো আর স্যার কেরু প্রাণভয়ে চিৎকার করতে লাগলেন। এই সময় সেই লোকটা লাঠি ফেলে

www.BanglaBook.org

দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো স্যার কেরুর উপরে। তারপর দু'হাত দিয়ে তাঁর কণ্ঠনালী চেপে ধরে মুখ দিয়ে অমানুষিক শব্দ করতে লাগলো।

'রাস্তায় তখন আর কোনো লোক ছিল না। একটু পরেই স্যার কেরু নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। সেই লোকটা তখন তাঁকে ছেড়ে দিয়ে লাঠিখানা তুলে নিয়ে দ্রুতপদে দক্ষিণ দিকে ছুটতে লাগলো। একটু এগিয়েই সে বাঁ দিকের গলির ভিতর ঢুকে পড়লো। লোকটা গলির মধ্যে ঢোকবার সময় আমি তার মুখ দেখতে পাই। সে এক ভয়াবহ মুখ। মানুষের মুখ যে অত কদাকার হয় আমি তা ধারণাও করতে পারিনি। তার সেই ভয়াবহ মুখটা দেখেই আমি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। তারপর জ্ঞান হলে দেখি রাস্তায় অনেক পুলিস জমা হয়েছে। আমার তখন মনে হয় যে পুলিসের কাছে সব কথা খুলে বলা দরকার। এই কথা ভেবে আমি সেখানে গিয়ে পুলিসের কাছে সব কথা খুলে বলি।'

*

খবরের কাগজের এই রিপোর্টটা পড়ে মিঃ এনফিল্ডের মনে হল যে এটাও নিশ্চয়ই হাইডেরই কাজ। তাঁর আরও মনে হল যে নাগরিক হিসেবে এখন তাঁর কর্তব্য হচ্ছে পুলিসের সাহায্য করা। এই সব কথা চিন্তা করে তিনি সোজা চলে গেলেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে, অর্থাৎ পুলিসের হেড অফিসে। সেখানেও একজন ইন্‌স্‌পেক্টরের সঙ্গে তাঁর আগে থেকেই পরিচয় ছিল। তিনি তখন সেই ইন্‌স্‌পেক্টরের সঙ্গে দেখা করে হাইড্ সম্বন্ধে যা জানেন সব কথা খুলে বললেন।

সব শুনে ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন—'কিন্তু স্যার কেরুর মামলাটা তো আমাদের হাতে নেই। আপনি যদি দয়া করে লোক্যাল থানার ইন্‌স্‌পেক্টরের সঙ্গে দেখা করেন তাহলে খুব ভালো হয়। আমি বরং তাঁকে টেলিফোন করে দিচ্ছি, যাতে আপনি না যাওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করেন।'

এই বলেই ইন্‌স্‌পেক্টর টেলিফোনের রিসিভার তুলে স্যার কেরু যে জায়গায় নিহত হয়েছেন সেখানকার থানার ইন্‌স্‌পেক্টরকে টেলিফোনে মিঃ এনফিল্ডের কথা বলে দিলেন।

এর ঘণ্টা খানেক পরেই মিঃ এনফিল্ড সেই থানায় উপস্থিত হয়ে নিজের পরিচয় দিতেই থানার ভারপ্রাপ্ত ইন্‌স্‌পেক্টর তাঁকে খাতির করে বসিয়ে সব কথা জেনে নিলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিঃ এনফিল্ডের মুখ থেকে মিঃ হাইডের চেহারার বর্ণনা শুনে তাঁর মনে হল যে স্যার কেরুর হত্যাকারীও নিশ্চয়ই ঐ লোকটিই। তিনি তখন আর কালবিলম্ব না ক'রে মিঃ এনফিল্ডকে সঙ্গে ক'রে সোহো পল্লীতে অবস্থিত মিঃ হাইডের সেই বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। সৌভাগ্যবশতঃ সেদিন দরজায় তালা বন্ধ ছিল না।

ইন্‌স্‌পেক্টর দরজায় ঘা মারতেই একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দরজাটা খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—'কাকে চান আপনারা?'

ইন্‌স্‌পেক্টর সেই স্ত্রীলোকটির আপাদমস্তক একবার ভালো ক'রে দেখে নিয়ে বললেন—'এটা কি মিঃ হাইডের বাড়ি?'

—'হ্যাঁ, মিঃ হাইডের বাড়ি এটা, কিন্তু তিনি তো এখন বাড়িতে নেই। কাল অনেক রাতে ফিরেছিলেন, এবং ভোর হবার সঙ্গে-সঙ্গেই বেরিয়ে গেছেন।'

—'তিনি কি রোজই এই রকম গভীর রাত্রে আসেন?'

—'রোজ না হলেও প্রায়ই। তাঁর স্বভাবটা একটু বিদঘুটে রকমের।'

—'কী রকম?'

—'কী রকম আমার পক্ষে তা বলা মুশকিল। তিনি যে কখন আসবেন তা আমি বলতে পারি না। আমি এমনও দেখেছি যে, পনেরো-বিশ দিন পরে হঠাৎ একদিন তিনি এসে হাজির হন। এই ধরুন না কালকের কথা। গত পনেরো দিনের মধ্যে কালকের দিনটিই তিনি শুধু বাড়িতে ছিলেন।'

—'আমি এই বাড়ি খানাতল্লাশী করবো।'

খানাতল্লাশীর কথায় বৃদ্ধা বললো—'কিছু মনে করবেন না, বাড়িতে কাউকে ঢুকতে দিতে নিষেধ আছে মালিকের।'

বৃদ্ধার কথায় ইন্‌স্‌পেক্টর ধমকে উঠে বললেন—'ও-সব নিষেধ-টিষেধ পুলিসের বেলায় নয়। খুনী আসামী বলে যখন তাকে সন্দেহ করছি তখন তল্লাশী আমি করবোই।'

—'খুনী আসামী! মিঃ হাইড্ খুন করেছেন! কাকে? কবে? কোথায়?'

—'সে-খবরে তোমার দরকার নেই। এইবার পথ ছাড়ো, আমি বাড়িতে ঢুকবো।'

পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টরের কথায় ঘাবড়ে গিয়ে বৃদ্ধা সরে দাঁড়ালো। ইন্‌স্‌পেক্টর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডাঃ জেকিল এণ্ড মিঃ হাইড—

হাইড তাঁকে মারতে মারতে রাস্তায় শুইয়ে দিল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

তখন মিঃ এনফিল্ডকে সঙ্গে করে সেই বাড়ির মধ্যে ঢুকে খানাতল্লাশী শুরু করলেন।

সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি ছাড়া বাড়িতে আর কোনো দ্বিতীয় প্রাণীর দেখা পাওয়া গেল না। বাড়ির মধ্যে দু-খানা ঘর বেশ সাজানো-গোছানো দেখা গেল। বৃদ্ধার কাছে জানা গেল যে মিঃ হাইড্ ঐ দু-খানা ঘরে থাকেন।

ঐ ঘর দু-খানায় যে-সব আসবাবপত্র ছিল সেগুলো বেশ দামী। দেয়ালে কয়েকখানা সুদৃশ্য ছবিও টাঙানো ছিল। ঘরের জিনিসপত্র দেখা গেল এলোমেলোভাবে ছড়ানো। মনে হয়, কেউ যেন তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বিদেশে চলে গেছে, এই রকম অবস্থা। জামা, জুতো, প্যাণ্ট ইত্যাদি ঘরের মেঝেয় স্তূপাকার হয়ে আছে। টেবিলের ড্রয়ারগুলি খোলা। এক কোণে কতকগুলো কাগজ পোড়ানো হয়েছে, তার ছাই। ঐ পোড়া কাগজের ছাইয়ের ভিতর থেকে ইনস্‌পেক্টর একখানা চেক্ বইয়ের কাউণ্টারপার্ট টেনে বের করলেন। চেক্‌গুলো পুড়ে গেলেও তার কাউণ্টারপার্ট-এর দিকটা পোড়েনি। ঐ কাউণ্টারপার্ট থেকে ব্যাঙ্কের নাম জেনে নিয়ে ইনস্‌পেক্টর তখনই ছুটলেন সেই ব্যাঙ্কে। সেখানে খবর পাওয়া গেল যে মিঃ হাইডের নামে যে টাকা জমা ছিল তার বেশির ভাগ টাকাই গতকাল তুলে নেওয়া হয়েছে।

ব্যাঙ্কে তখন মিনিমাম ব্যালান্সও নেই।

এই ব্যাপারে ইনস্‌পেক্টর মনে-মনে দমে গেলেও মুখে বড়াই করতে ছাড়লেন না। মিঃ এনফিল্ডকে শুনিয়ে শুনিয়ে তিনি বললেন—'আসামীকে কয়েক দিনের মধ্যেই আমি গ্রেফতার করবো, এ আপনি দেখে নেবেন।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

তেরো

মিঃ হাইডের তৃতীয় হত্যাকাণ্ড

স্যার কেরুর হত্যাকাণ্ডের কিনারা হওয়ার আগেই আরও একটা অমানুষিক নরহত্যা সংঘটিত হল লণ্ডন শহরে। হত্যাকাণ্ডের যে-বিবরণ জানা গেল তা থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে এই হত্যাকাণ্ডটাও হাইডের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এবারের হত্যাকাণ্ডটা হয়েছিল একটা হোটেলে। হোটেলের ম্যানেজার এবং অন্যান্য বাসিন্দারা পুলিসের কাছে যে জবানবন্দী দিয়েছিল তা থেকে জানা যায় যে ঘটনার দিন বিকেলবেলা একটা লম্বা মতো লোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে ম্যানেজারের কাছে একখানা ঘরের কথা বলে। লোকটা তার মুখের উপরে এমন ভাবে রুমাল চাপা দিয়ে রেখেছিল যে তার মুখের চেহারা দেখতে পাওয়া যায়নি। ম্যানেজার তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে দোতলায় একখানা ঘর ঠিক ক'রে একটা চাকর সঙ্গে দিয়ে লোকটাকে তার সঙ্গে যেতে বলে। লোকটা দোতলায় উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করবার সময় চাকরটা তার মুখ দেখতে পায়। চাকরটা বলে যে সে মুখ নাকি অনেকটা গরিলার মুখের মতো দেখতে। চাকরটা তার মুখ দেখেই ভয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে। লোকটি তখন পকেট থেকে একগোছা নোট বের ক'রে তা থেকে কয়েকখানা সেই চাকরটার হাতে দিয়ে চুপ করে থাকতে অনুরোধ করে। চাকরটা তখন ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে নীচে নেমে আসে।

ঐ রাতেই দোতলা থেকে নারীকণ্ঠের আর্ত চিৎকার শুনে হোটেলের লোকেরা সেখানে ছুটে যেতেই দেখে যে দোতলার বারান্দার উপরে একটি মহিলা মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। মহিলাটির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে বুঝতে পারা যায় যে, মৃত্যুর পূর্বে তিনি কোনো কিছু দেখে দারুণ ভয় পেয়েছিলেন। তাঁর গলার উপরে কয়েকটা আঙুলের চিহ্নও বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। মনে হয়, তাঁকে কেউ গলা টিপে হত্যা করেছিল।

এই ব্যাপার দেখে সেই চাকরটা সেই গরিলামুখো লোকটার উপরে সন্দেহ করে। সে তার ভয়াবহ মূর্তির কথা এবং ঘুষ দেবার কথা প্রকাশ করে দেয় তখন।

www.BanglaBook.org

হোটেলের ম্যানেজার এবং অন্যান্য লোকজন তখন সেই লোকটার ঘরের সামনে গিয়ে দেখতে পায় যে ঘরখানা ভিতর থেকে বন্ধ। ম্যানেজার তখন দরজায় ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে ডাকতে থাকে; কিন্তু বহু ডাকাডাকিতেও যখন ভিতর থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না, তখন সবাই মিলে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ে। ভিতরে ঢুকে ওরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য ক'রে যে ঘরের মধ্যে জনপ্রাণীও নেই। ঘরের পিছনের একটা জানলা খোলা দেখে ওরা এগিয়ে যায় সেদিকে। জানলার কাছে যেতেই ওরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করে যে জানলার গরাদের সঙ্গে দড়ির মতো কী একটা ঝুলছে। সেটাকে টেনে তুলতেই বুঝতে পারা যায় যে বিছানার চাদর ছিঁড়ে দড়ির মতো করে ব্যবহার করা হয়েছে। ওদের তখন আর বুঝতে বাকী থাকে না যে, সেই দানবাকৃতি লোকটাই মহিলাটিকে হত্যা করে জানলা দিয়ে নেমে পালিয়ে গেছে।

জানলা দিয়ে পালাবার সুযোগও ছিল লোকটার, কারণ জানলাটা ছিল হোটেলের পিছন দিকের বাগানের ঠিক উপরে। রাত্রে ওদিকটাতে কোনো লোকজন থাকে না।

ব্যাপার দেখে ম্যানেজার তৎক্ষণাৎ পুলিসে খবর দেয়। পুলিস এসে প্রাথমিক তদন্ত ক'রে নিহত মহিলাটির মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মিঃ এনফিল্ড যে ইনস্‌পেক্টরের কাছে প্রথমে গিয়েছিলেন, হোটেলের তদন্তেও তিনিই এসেছিলেন। হোটেলের ম্যানেজার এবং চাকর-বাকরের জবানবন্দী নেবার পর তিনি মত প্রকাশ করেন যে এটাও মিঃ হাইডের কাজ। 'ডাঃ ব্রাউন ও স্যার কেরুকে হত্যা করেও লোকটার নরহত্যার আশা মেটেনি।'

*

প্রাথমিক তদন্ত শেষ ক'রে ইনস্‌পেক্টর সোজা চলে গেলেন মিঃ এনফিল্ডের বাড়িতে। সৌভাগ্যক্রমে মিঃ এনফিল্ড তখন বাড়িতেই ছিলেন। ইনস্‌পেক্টরকে দেখে তিনি বললেন—'কী ব্যাপার ইনস্‌পেক্টর? হাইড্‌কে ধরতে পেরেছেন নাকি?'

—'কোথায় আর পারলাম মিঃ এনফিল্ড! লোকটা যেন হাওয়ায় মিশে থেকে একের পর এক নরহত্যা করে চলেছে।'

—'আবারও খুন করেছে নাকি সে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—'হ্যাঁ, এবারে হত্যা করেছে একজন মহিলাকে।'

—'মহিলাকে! কোথায়?'

—'প্রিন্সেস হোটেলে।'

—'প্রিন্সেস হোটেলে! সেখানে গেল কী করে হাইড্?'

—'হোটেলের একখানা ঘর ভাড়া করে ছিল সে।'

—'বলেন কী! ঐ রকম চেহারার লোক হোটেলে কী ক'রে জায়গা পেলো?'

মিঃ এনফিল্ডের এই প্রশ্নে ইনস্পেক্টর সব কথা তাঁর কাছে খুলে বললেন। সব শুনে মিঃ এনফিল্ড বললেন—'এবার তাহলে কী করতে চাইছেন?'

—'ভাবছি, আপনাকে নিয়ে একবার ওর বাড়িতে যাবো।'

—'আমাকে নিয়ে কেন?'

—'আপনি না হলে সনাক্ত করবে কে?'

ইনস্পেক্টরের এই কথায় মিঃ এনফিল্ড হো-হো করে হেসে উঠে বললেন —'তার চেহারার যা বর্ণনা শুনেছেন, তাতে কেউ সনাক্ত না করলেও চিনতে অসুবিধে হবে না আপনার। তবে বলছেন যখন, চলুন। আপনারা জানেন হাইডের বাড়ি কোথায়?'

—'হ্যাঁ। আমরা খবর পেয়েছি যে সোহোতে আর একটা বাড়িতে এডওয়ার্ড হাইড্ নামে একটি লোক থাকে। সেই সম্ভবতঃ আমাদের আততায়ী।'

*

মিঃ হাইডের বাড়িতে গিয়ে সদর-দরজায় তালা বন্ধ দেখে ইনস্পেক্টর হতাশ হয়ে বললেন—'লোকটা গেল কোথায়?'

মিঃ এনফিল্ড মন্তব্য করলেন—'সত্যিই ইনস্পেক্টর! ওরকম বিদঘুটে চেহারার লোক যে লণ্ডনের মতো শহরে কী করে লুকিয়ে থাকতে পারে, এ আমার বুদ্ধির অগম্য।' এই কথা বলেই তিনি ইনস্পেক্টরের কাছে বিদায় নিয়ে ওখান থেকে চলে গেলেন।

ইনস্পেক্টর তখন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিয়ে অপরাধীদের কুলপঞ্জী থেকে হাইডের পরিচয় জানতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু হাইড্ বা এডওয়ার্ড হাইড্ নামের কোনো অপরাধীর সন্ধানই তিনি বার করতে পারলেন না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোদ্দ

হাইডের মুখোমুখি

ডাক্তার লেজিয়নের বাড়ি থেকে খোঁজ নিয়ে আসার পর থেকে কিছুতেই আর হাইডের কথা ভুলতে পারছিলেন না আটার্সন—বিশেষ ক'রে রিচার্ড এনফিল্ডের মুখে হাইডের যে-পরিচয় তিনি পেয়েছেন, তারপর থেকে কিছুতেই আর তাঁর স্বস্তি হচ্ছিল না। এমনকি রাত্রে ঘুমিয়েও স্বস্তি নেই। কেবলই তাঁর ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্নে হাইড্ হানা দেয়। শেষটায় আটার্সন রোজ হাইডের খোঁজে লণ্ডনের সেই ব্যস্ত মহল্লায় গিয়ে চড়াও হতে লাগলেন—উদ্দেশ্য যদি কোনো দিন ঐ বাড়িটায় হাইডের দেখা পাওয়া যায়।

হাইড্কে আটার্সন কোনোদিন চাক্ষুষ দেখেননি। কাজেই চেনবার পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধেই ছিল—বিশেষ ক'রে এনফিল্ড যখন তার চেহারার কোনো বর্ণনাই দিতে পারেন নি, কেবল মনে কী ছাপ পড়েছে, তার কথাই সাত কাহন ক'রে বলেছেন, তখন কাউকে দেখেই হাইড্ বলে সনাক্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

কিন্তু তিনি স্থির করেছিলেন ও-বাড়িটায় তিনি রোজ নজর রাখবেন এবং কখনও কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেখলে জিজ্ঞাসাবাদ করে হাইডের তত্ত্ব-তল্লাশ নেবেন।

ফলে রোজ তাঁকে দেখা যেতে লাগলো ওখানে। গোটা লণ্ডন যখন হাইডের একেকটা দুষ্কর্মের খবরে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে, মিস্টার আটার্সন আছেন তাঁর জায়গায়—অতন্দ্র প্রহরীর মতো; দিন নেই, রাত নেই, সর্বক্ষণই তিনি বাড়িটাকে চোখে-চোখে রাখছেন। সকালে আপিসের আগে গিয়ে হাজির হন, কোনো কোনো দিন যান দুপুর বেলাতেও, নিজের কাজকর্ম ছেড়েছুড়ে, রাত্তিরে যখন কুয়াশাঢাকা চাঁদের ঝাপসা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে তখনও তিনি বাদ দেন না। হাইড্ যেন তাঁকে নেশায় পেয়ে বসেছে।

'ও যদি মিস্টার হাইড্ হতে পারে,' মনে-মনে ভেবেছিলেন আটার্সন, 'তো আমার নাম হচ্ছে মিস্টার সীক।' ইংরেজী হাইড্ কথার অর্থ লুকোনো, আর সীক হচ্ছে খুঁজে বার করা। আটার্সন ঐ নামটাকেই সন্দেহের চক্ষে দেখতে শুরু করে দিয়েছিলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অবশেষে একদিন তাঁর ধৈর্য ও জেদের পুরস্কার জুটলো।

সে-রাতটা ছিল চমৎকার—শুকনো কুয়াশাহীন রাত—লণ্ডনে অমন ভালো রাত ক্বচিৎ দেখা যায়। কেবল হাওয়ায় একটা কনকনে ঠাণ্ডার রেশ, কিন্তু বরফ পড়েনি বলে তাতে কিছু এসে যায় না। রাস্তাগুলি ঝকঝকে হয়ে আছে, যেন বলনাচের মেঝে। বাতিগুলোর আলো এসে পড়েছে রাস্তায়—আঁকিবুঁকি কেটে আলোছায়ার অদ্ভুত নকশা বানিয়ে রেখেছে যেন। রাত দশটা নাগাদ সব দোকানপাটের ঝাঁপ এক-এক করে বন্ধ হয়ে গেলো, নির্জন হয়ে গেলো রাস্তা—বেশ নিরিবিলি। লণ্ডন শহর অবিশ্যি কখনও পুরো চোখ বোজে না—আশপাশে জীবনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল ঠিকই—কিন্তু এ-রাস্তাটা সারাদিনের ব্যস্ততার পর চুপচাপ হয়ে গেল। তার ফলে ছোটোখাটো একেকটা শব্দও অনেক দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল। এমনিতেই রাত্তিরে ছোটোখাটো আওয়াজই বড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। রাস্তার দু-পাশের বাড়িগুলো থেকে ঘরকন্নার টুকিটাকি আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। পথচারী কেউ যদি এদিকে আসে তো অনেক আগেই শোনা যাচ্ছিল তার পায়ের শব্দ।

এ-ক'দিন রাত-বিরেতে পাহারা দিয়ে-দিয়ে আটার্সন ও-রকম পায়ের শব্দ শুনে-শুনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কেউ আসছে কি আসছে না, সেটা অনেক দূরের শব্দ শুনেই তিনি বুঝতে পারতেন। শহরের শোরগোল ও তুলকালাম আওয়াজের মধ্যেও লোকের পায়ের শব্দ শুনে চিনতে পারতেন।

কিন্তু কোনোদিনই পায়ের শব্দটা এমন তীক্ষ্ণ ও ধারালভাবে তাঁর কানে এসে পৌঁছোয় নি—সে-রাতে যেমন হয়েছিল। কেমন যেন মনের মধ্যে তিনি আপনা থেকেই টের পেয়ে গেলেন যে এ-ই সে-ই। তাই তিনি এগিয়ে এসে চট করে হাইডের বাড়ির সামনে দাঁড়ালেন।

পায়ের শব্দ এসে পড়লো কাছে, আরো কাছে। মোড়ের কাছে আসতেই জুতোর মশমশ শব্দ আরো অতিকায় হয়ে তাঁর কানে বাজলো।

আটার্সন গ্যাস-বাতির আলোয় ভালো করে একবার আগন্তুককে আপাদমস্তক দেখে নিলেন।

বেঁটেখাটো একটি মানুষ, পরনের পোশাক ভারী সাধারণ। কিন্তু অত দূর থেকে দেখেও সত্যিই লোকটার সম্বন্ধে মন যেন কেমন বিষিয়ে ওঠে। কি-রকম একটা অলুক্ষুণে আশঙ্কায় মন ভরে যায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লোকটা রাস্তা পেরিয়ে হনহন ক'রে বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, তারপর পকেট থেকে একগোছা চাবি বার করে তালায় ঢোকাতে গেলো। ভঙ্গীটা এমন যেন বাড়ির মালিক সারা দিন পরে বাড়িতে ফিরলো।

মিঃ আটার্সন এগিয়ে এসে লোকটার কাঁধে হাত রাখলেন।

—'মিঃ হাইড্? তাই না?'

লোকটা যেন তড়াক করে পিছিয়ে গেল এক পা। একটা ফোঁস করে শব্দ হলো তার নিশ্বাসের।

কিন্তু সেই আঁতকে ওঠার ভাবটা এক পলকের বেশী থাকলো না। আটার্সনের মুখের দিকে কিন্তু তাই বলে সে তাকালো না। ঠাণ্ডা গলায় বললে, 'হ্যাঁ, আমারই নাম হাইড্। কী চান আপনি?'

—'আপনি বাড়ি ফিরছেন, দেখছি,' আটার্সনও ঠাণ্ডাভাবে বললেন, 'আমি ডাঃ জেকিলের একজন বাল্যবন্ধু—গণ্ট স্ট্রীটের মিঃ আটার্সন—আমার নাম আপনি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন! আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়ে ভালোই হলো। চলুন, ভিতরে গিয়ে আলাপ করা যাক।'

—'জেকিলকে তো আপনি পাবেন না। জেকিল এখানে থাকেন না।' চাবিটা তালায় ঢোকাতে-ঢোকাতে হাইড্ বললে। তারপর হঠাৎ মুখ না-তুলেই সে তীব্রস্বরে জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি আমাকে চিনলেন কী করে?'

আটার্সন অবিশ্যি হাইডের এ-প্রশ্নের কোনো জবাব দিলেন না। উলটে জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে আপনি আমার একটা উপকার করবেন?'

—'বলুন—আপনার কী কাজে আসতে পারি।'

—'আপনার মুখটা আমাকে একবার দেখতে দেবেন?'

মিঃ হাইড্ কেমন যেন একটু ইতস্ততঃ করলো। তারপর হঠাৎ কী ভেবেই যেন একটু উদ্ধত ভঙ্গীতে মুখ তুলে তাকালো। প্রায় কয়েক মুহূর্ত দু'জনে দু'জনের দিকে অনিমেষ লোচনে তাকিয়ে রইলো।

—'ঠিক আছে। এবার আপনাকে আমি আবার দেখলে চিনতে পারবো,' বললেন মিঃ আটার্সন, 'পরে হয়তো কোনো দিন তা কাজে লাগবে।'

—'হ্যাঁ,' হাইড্ বললে, 'সেই ভালো। আমাদের দু'জনের মধ্যে দেখা হয়ে খুবই ভালো হলো। হ্যাঁ, ভালো কথা। আমার ঠিকানাও আপনি রাখুন—পরে আপনার হয়তো কাজে লাগবে।' বলে সে সোহো পল্লীর আরেকটা ঠিকানা দিলে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আটার্সন কিন্তু তার কথা শুনেই চমকে উঠেছিলেন। কী সর্বনাশ—হাইড্ কি তাহলে উইলের কথা জানে না কি? সেও কি ঐ উইলের কথাই ভাবছে? কিন্তু মুখ ফুটে তিনি তাঁর সন্দেহের কথা প্রকাশ করলেন না—বরং ধন্যবাদ দিয়ে হাইডের ঠিকানাটা টুকে নিলেন।

—'কী ক'রে আমাকে চিনলেন, বলুন তো?' জিজ্ঞেস করলে হাইড্।

—'বর্ণনা শুনে।' উত্তর দিলেন আটার্সন।

—'বর্ণনা? কার বর্ণনা?'

—'কেন? আমাদের দু'জনেরই তো একই বন্ধু!'

—'একই বন্ধু? কে সে!'

'কেন? জেকিল।'

—'মোটেই না!' হঠাৎ হাইড্ বিষম রুষ্ট হয়ে উঠলো। 'মোটেই না। ভাবিনি যে আপনি আমার কাছে মিথ্যে কথা বলবেন।'

—'ও-রকমভাবে কথা বলছেন কেন? ও-ভাষা ব্যবহার করা কি আপনার ঠিক হচ্ছে?'

শুনে হঠাৎ হাইড্ হো-হো করে হেসে উঠলো কেমন একটা বন্য ও জান্তব হাসি। পরক্ষণেই দুম করে দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকেই আটার্সনের মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করে দিলে সে।

আটার্সন কি-রকম স্তব্ধ ও হতভম্ব হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছেন তিনি—ভিতরে একটা মস্ত আলোড়ন চলেছে।

তারপর সাড় ফিরে পেয়ে তিনি হেঁটে চললেন। দেখা তো হলো হাইডের সঙ্গে—জেকিলের উত্তরাধিকারীকে মুখোমুখিই দেখতে পেলেন। কিন্তু চলতে চলতে মাঝে-মাঝে যখন থেমে পড়ে ভুরুতে হাত বুলোচ্ছিলেন তিনি, তখন তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটা বিষম হেঁয়ালির মধ্যে গিয়ে পড়েছেন—যেন একটা মস্ত ধাঁধার সমাধান খুঁজতে চাচ্ছেন। হেঁয়ালিটার আসলে কোনো উত্তরই অবশ্য হয় না। মিঃ হাইড্‌কে দেখতে ফ্যাকাশে মতো—আর যেন ঠিক একটা—রূপকথার বামন—এত বেঁটে। দেখেই মনে হয় শরীরের মধ্যে কোথাও একটা বিকৃতি রয়েছে—অথচ তার কোন্ অঙ্গটা যে পুরো গঠিত হয়নি, তা কিছুই বোঝা গেলো না। হাইডের হাসিটাও কেমন বিশ্রী, গায়ে কাঁটা দেয়! আটার্সনকে দেখে গোড়ায় ভারী ভয় পেয়ে গিয়েছিল—অথচ তার স্বভাবটা কেমন বন্য ঠেকল। এমন লোক অনায়াসেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুনোখুনি ক'রে বসতে পারে। গলার স্বরটাও কেমন ভাঙা-ভাঙা ও ফ্যাশফেশে। এ সবগুলোই হয়তো তার সম্বন্ধে ধারণা খারাপ করতে পারে লোকের, কিন্তু তবু যে-ভয়, ঘৃণা ও অলক্ষুণে আশঙ্কার সঙ্গে এ-ক'দিন আটার্সন তার কথা ভেবেছেন, তার কোনো স্পষ্ট হদিস হয় না।

'নিশ্চয়ই আরো একটা গোলমেলে ব্যাপার আছে!' মনে-মনে ভাবলেন আটার্সন, 'নিশ্চয়ই ভিতরে কিছু ব্যাপার আছে। না-হলে তার কথা শোনবামাত্রই আমার অত খারাপ লাগবে কেন—কিংবা অমন অমঙ্গলের আশঙ্কা হবে কেন! অথচ ব্যাপারটা যে কী, তা ঠিক ধরতে পারছি না—কেবলই অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছি। সত্যি, লোকটাকে দেখে গোড়ায় মানুষ বলেই মনে হয় না। সে কি লোকটা কদাকার বলে? না কি তার ভিতরের নোংরামিই তার হাবভাবে ফুটে বেরোয় বলে অমন খারাপ লাগে? তাই হবে। বেচারা জেকিল! তুমি তো জানোই না তুমি কার পাল্লায় পড়েছো! শয়তানের সাক্ষাৎ চেলা যদি কেউ থেকে থাকে তো এই হাইড্-ই সেই লোক, এটা তুমি জেনে রেখো জেকিল!' মনে-মনে তিনি বললেন।

সত্যি, হাইডের মুখে-চোখে যেন স্বয়ং শয়তান তার বিকট দস্তখত করে গিয়েছে। গভীর রাত্রে একা লণ্ডনের রাস্তায় চলতে চলতে মিঃ আটার্সনের তা-ই মনে হলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

পনেরো

মিঃ আটার্সনের তদন্ত

খবরের কাগজে পর-পর কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় এবং প্রত্যেকটা হত্যাকাণ্ডই মিঃ হাইডের দ্বারা হয়েছে বলে পুলিস সন্দেহ করায় মিঃ আটার্সন ডাঃ জেকিলের সঙ্গে দেখা করতে যান। হত্যাকারী হাইড্ আর ডাঃ জেকিলের উইলে যে মিঃ হাইডের নাম উল্লিখিত আছে সেই হাইড্ একই লোক কিনা জানবার উদ্দেশ্যেই তিনি ডাঃ জেকিলের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ডাঃ জেকিলের সঙ্গে তাঁর দেখা হল না। ডাঃ জেকিলের চাকর পুল তাঁকে বললে যে তার মনিব কিছুদিন যাবৎ লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ একদম বন্ধ ক'রে দিয়েছেন।

মিঃ আটার্সন বললেন যে তিনি খুব জরুরী কাজে ডাঃ জেকিলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

পুল বললে—'আমি খুবই দুঃখিত মিঃ আটার্সন, কিন্তু মনিবের কথার অবাধ্য হয়ে আমি আপনাকে তাঁর ঘরে পাঠাতে অক্ষম।'

মিঃ আটার্সন তখন যেন একটু বিরক্ত হয়েই ওখান থেকে চলে গেলেন। বাড়িতে গিয়েই তাঁর মনে হল এনফিল্ডের কথা। মিঃ এনফিল্ডের সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের পরিচয়, তাই তিনি আর দেরি না ক'রে তখনই মিঃ এনফিল্ডকে টেলিফোন ক'রে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন।

*

মিঃ আটার্সনের টেলিফোন পেয়ে মিঃ এনফিল্ড সেই দিনই তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁকে দেখে মিঃ আটার্সন খুশী হয়ে বললেন —'এই যে এনফিল্ড, আমি এতক্ষণ তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

—'কেন বলো তো? আমি কি কোন মামলায় জড়িয়ে পড়েছি নাকি?'

মিঃ আটার্সন হেসে বললেন—'না, মামলায় তুমি জড়িয়ে পড়োনি, তবে অন্যকে জড়িয়েছো!'

—'অন্যকে জড়িয়েছি! আমি! বলো কী, আটার্সন?'

—'হ্যাঁ এনফিল্ড, তুমি মিঃ হাইড্ নামে একজন অতিশয় গণ্যমান্য ভদ্রলোককে নরহত্যার মামলায় জড়িত করেছো।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিঃ আটার্সনের এই কথায় অতীব আশ্চর্য হয়ে মিঃ এনফিল্ড বললেন—'মিঃ হাইড্ গণ্যমান্য ভদ্রলোক! বলো কী, আটার্সন! আমার তো মনে হয় সে একটা নরকের কীটের চাইতেও অধম। যাই হোক, তুমি কি সেই হাইড্কে চেনো নাকি?'

—হ্যাঁ। আমার সঙ্গে আচমকা তার একবার দেখা হয়েছে।'

—'তা, আমার কাছে কী জানতে চাও তুমি?'

—'জানতে চাই সব কিছুই অর্থাৎ হাইড্ সম্বন্ধে তুমি যা জানো তার সব কিছু।'

—'কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই তোমার সঙ্গে হাইডের সম্পর্কের কথাটা। তোমার কথা শোনবার পর আমি বিবেচনা ক'রে দেখবো যে ও-বিষয়ে তোমাকে কিছু বলা সংগত হবে কি না।'

মিঃ এনফিল্ডের এই কথায় মিঃ আটার্সন হো-হো ক'রে হেসে উঠে বললেন—'ওকালতি বুদ্ধিতে তুমি দেখছি আমাকেও ছাড়িয়ে গেলে এনফিল্ড। যাই হোক, তোমার কোনো সন্দেহের কারণ নেই। তোমার মতো আমাকেও ভাবিয়ে তুলেছে ঐ হাইড্ মশাই।'

—'কী রকম?'

—'রকম হচ্ছে এই যে আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু হাইড্কে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ক'রে একখানা উইল করেছেন। উইলখানা এমনই অদ্ভুত যে ঐ হাইড্ সম্বন্ধে যাবতীয় খবরাখবর জানতে আমি রীতিমতো উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠেছি।'

—'কী ব্যাপার বলো তো?'

মিঃ এনফিল্ডের এই প্রশ্নে আটার্সন ডাঃ জেকিলের সেই উইলের কথা এবং তাঁর বর্তমান স্বেচ্ছাবন্দিত্বের কথা সব কিছু খুলে বলবার পর বললেন—'এবার বুঝলে তো, কেন আমি হাইডের খোঁজ করছি?'

একটু থেমে মিঃ আটার্সন বললেন—'সোহো পল্লীর সেই বাড়িটায় আমাকে নিয়ে যেতে পারো এনফিল্ড?'

—'নিশ্চয়ই পারি। বলো তো এখুনি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

—'হ্যাঁ, এখুনি আমি যেতে চাই দেখতে! আসলে আমি একা যেতে চাই না বলেই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি একটু বোসো, আমি পোশাক বদলে আসছি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই বলে মিঃ আটার্সন বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন এবং মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই পোশাক বদলে তৈরী হয়ে এসে বললেন—'চলো!'

*

—'আমরা তাহলে গল্পের শেষ পরিচ্ছেদে এসে পড়লুম, আটার্সন,' এনফিল্ড বললেন হাঁটতে হাঁটতে।

আটার্সন আর এনফিল্ড ততক্ষণে মিঃ হাইডের বাড়ির কাছে এসে পড়েছেন। সেই রহস্যময় দরজাটি দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে।

—'তার মানে?' আটার্সন জিজ্ঞেস করলেন।

—'মানে আর কিছুই নয়। ঐ মিঃ হাইডের পাত্তা আর পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।'

—'না পাওয়া গেলেই ভালো, রিচার্ড। অতগুলো খুনের মামলায় লোকটা জড়ানো—লোকটা যদি এখন হাওয়ায় মিলিয়ে যায় তো ভালোই হয়। আমি চাই না যে এমন কোনো লোকের সঙ্গে জেকিলের কোনো সম্বন্ধ থাকুক।' তারপরেই আটার্সন হঠাৎ বললেন, 'তোমাকে কি বলেছি রিচার্ড যে তোমার এই হাইডের সঙ্গে একবার আমার চাক্ষুষ সাক্ষাৎ হয়েছিল। তোমার কাছে স্বীকার করতে বাধা নেই—আমারও তোমারই মতো লোকটিকে দেখে মোটেই ভালো লাগেনি।'

—'লাগবে কী ক'রে? খারাপ লাগা আর লোকটার চেহারা—দুটোর মধ্যে গভীর আত্মীয়তা আছে যে!' বললেন এনফিল্ড, 'বুঝলে আটার্সন, ব্যাপারটা আবিষ্কার করে নিজেকে আমার ভারী বোকা আর উজবুক মনে হচ্ছিল। এই দরজাটা যে জেকিলেরই বাড়ির পিছন দিক—তা আমি গোড়ায় জানতে পারিনি। আসলে তুমি সেদিন হাইড্ সম্বন্ধে একটু কৌতূহল প্রকাশ করাতেই পরে খোঁজ ক'রে তা আমি জানতে পেরেছি।'

—'আমিও গোড়ায় সেটা টের পাইনি।' স্বীকার করলেন আটার্সন।

—'খবরটা তুমি পুলিসে জানিয়েছো নাকি?'

—'কোন্ খবর?'

—'এই যে—এ দরজাটা জেকিলেরই বাড়ির খিড়কি দুয়োর—'

—'না। এখনও জানাইনি। তবে পুলিসও কি এতদিনে তা জেনে ফেলেনি?'

—'সত্যি বলতে, এনফিল্ড, আমি জেকিলের জন্য বড্ড ভাবিত হয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পড়েছি। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে ওর হয়তো ভালোই হতো।'

সূর্যাস্ত হচ্ছে তখন। তখনও ভালো করে অন্ধকার হয়নি।

জেকিলের বাড়ির দোতলার জানলা তিনটির মধ্যে মাঝেরটির একটা পাল্লা খোলা দেখা গেলো। আর সেই খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন ডাঃ জেকিল—সারা মুখ তাঁর বিষাদে ভরা, কেমন যেন করুণ! ভগবানের আশীর্বাদ খোলা হাওয়া টেনে নিচ্ছেন যেন তিনি বাইরে থেকে।

আটার্সন কাছে এসেই জেকিলকে দেখতে পেলেন।

—'আরে! জেকিল যে!' আটার্সন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী খবর? ভালো তো?'

—'ভারী ক্লান্ত লাগছে, আটার্সন, ভারী ক্লান্ত', জেকিল জানালেন ঐ জানলা থেকে, 'শরীরটা হঠাৎ বড্ড ভেঙে পড়েছে। তবে শীগগিরই সেরে উঠবো, ভয়ের কিছু নেই।'

—'তুমি বড্ড বেশী ঘরকুনো মানুষ! সারাদিনই ল্যাবরেটরির কোণায় বসে থাকো! অমন করলে কখনও স্বাস্থ্য টেকে!' চেঁচিয়ে বললেন আটার্সন, 'এই দেখো না, আমি আর এনফিল্ড কী-রকম হাওয়া খেয়ে বেড়াই—রক্ত চলাচলের সুবিধে হয়। এনফিল্ডের সঙ্গে তোমার আলাপ আছে তো? আমার তুতোভাই এনফিল্ড—আর ইনি হলেন ডক্টর জেকিল—মস্ত বৈজ্ঞানিক। তুমি নিশ্চয়ই ওর কথা শুনেছো, এনফিল্ড!···তা, হেনরি, নীচে চলে এসো। আমাদের সঙ্গে একটু বেড়াবে···'

—'ধন্যবাদ!' জেকিল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'আমার ভারী ইচ্ছে করছে তোমাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে। কিন্তু, না, তা হবার জো নেই—এত ক্লান্ত লাগছে যে সাহসেই কুলোচ্ছে না। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে কিন্তু ভারী ভালো লাগলো, আটার্সন। উচিত ছিল, তোমাকে আর মিঃ এনফিল্ডকে এখানে আসতে বলা—কিন্তু ঘরদোর সব কেমন অগোছালো হয়ে আছে! সব ওলোটপালোট আবোল-তাবোল হয়ে পড়ে আছে—তোমাদের বরং মাঝের থেকে কষ্ট দেওয়া হবে।'

—'তা আর কী করবে?' আটার্সন বললেন, 'তাহলে এই রাস্তা থেকে জানলাতেই আড্ডা হোক আর কি!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডাঃ জেকিল কী একটা বলতে গেলেন, কিন্তু তাঁর মুখের কথা মুখেই থেকে গেলো। একটা বিষম হতাশা ও আতঙ্কে তাঁর সারা মুখ ভরে গেলো! পরক্ষণেই খোলা জানলাটার পাল্লা আচমকা দুম করে বন্ধ হয়ে গেল।

এনফিল্ড আর আটার্সন খানিকটা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আবার চলতে লাগলেন। জেকিলের মুখে ঐ অপার্থিব আতঙ্কের ছাপটা তাঁরা দু'জনেই লক্ষ্য করেছিলেন। একবার ভাবলেন ভিতরে ঢুকে পড়ে কী ব্যাপার জিজ্ঞেস করেন, কিন্তু বহুকষ্টে সেই ইচ্ছা তাঁরা দমন করলেন। জেকিলের কথায় স্পষ্টই বোঝা গেছে যে তিনি তাঁদের বাড়িতে ঢুকতে দিতে চান না—কাজেই এভাবে ভিতরে ঢুকে পড়াটা হয়তো মস্ত অনধিকারচর্চা হবে।

আসলে এ-রাস্তায় আটার্সনদের আসবার উদ্দেশ্য ছিল হাইডের সন্ধান করা। কিন্তু জেকিলকে তো হাইডের কথা জিজ্ঞেস করবারই সময় পাওয়া গেলো না। কী করবেন, বুঝতে না পেরে দু'জনে ভ্যাবাচাকা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। তারপর আটার্সন তাঁর পকেটে হাত দিলেন রুমালের জন্য।

কিন্তু রুমালের বদলে পকেট থেকে বেরিয়ে এলো একটা চিরকুট।

চিরকুটটায় একটা ঠিকানা লেখা।

ঠিকানাটা দেখেই আটার্সনের সব মনে পড়ে গেলো। সেই যেদিন রাত্তিরে ঐ দরজার সামনে তাঁর সঙ্গে হাইডের দেখা হয়েছিল, হাইড্ তখন তাঁকে এই ঠিকানাটা দিয়ে বলেছিল ঠিকানাটা রেখে দিতে, পরে কাজে লাগবে!

তক্ষুনি তিনি এনফিল্ডকে বাড়ির ঠিকানাটা দেখিয়ে সেই সাক্ষাৎকারের কথাটা খুলে বললেন।

এনফিল্ড সব শুনে বললেন, 'আরে! এই ঠিকানাটার কথা তো আমি জানি! পুলিসের সঙ্গে ও-ঠিকানায় একবার আমি গিয়েছি। সেদিনও সোহো দিয়ে আসবার সময় বাড়িটায় দেখে এসেছি তালা ঝুলছে।'

—'তাহলে কী করবে এবার?' আটার্সন জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা তো গোয়েন্দাগিরিতেই বেরিয়েছিলুম। হাইডের খোঁজ করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। যাবে নাকি একবার সোহোতে—হাইডের বাড়িতে?'

—হ্যাঁ, তাই তো যাওয়া উচিত। যে-ক'রেই হোক আমাদের জানতে হবে যে জেকিলের উইলের হাইড্ আর পুলিস যে-হাইড্‌কে খুজে বেড়াচ্ছে, তারা একই লোক কি না। চলো, আমরা একবার ঘুরে আসি।'

www.BanglaBook.org

—'হ্যাঁ, সেই ভালো।' আটার্সন সায় দিলেন। 'পরে না হয় হোটেলের চাকর আর সার ডেনভার্স ক্যারুর খুনের প্রত্যক্ষদর্শীদের দিয়ে এই হাইড্‌কে সনাক্ত করানো যাবে। আসলে আমরা তো আর এই হাইড্‌কে কাউকে খুন করতে দেখিনি—দেখেছিল ওরা! পুলিস নির্ভর করবে ওদের উপরেই বেশী। আমরা বরং পুলিসকে গিয়ে খবর দিতে পারি।'

আর বাক্যব্যয় না ক'রে দুজনে সোহো পল্লীর দিকে রওনা হয়ে পড়লেন।

*

মিঃ হাইডের বাড়ির সামনে এসে কিন্তু রীতিমতো হতাশ হতে হল ওঁদের! বাড়িতে হাইডের বদলে কয়েকটি ছোটো ছেলেমেয়েকে সামনের ঘরে খেলা করতে দেখে ওঁরা রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

মিঃ এনফিল্ডই আশ্চর্য হলেন বেশী। কারণ কয়েকদিন আগেও তিনি এই বাড়ি তালাবদ্ধ দেখে গিয়েছিলেন। তিনি তখন ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটি বছর নয়েক বয়সের মেয়েকে ডাকলেন—'খুকি, শোনো!'

খেলায় বাধা পড়ায় একটু বিরক্তভাবেই মেয়েটি বললে—'কী?'

—'আচ্ছা, এ-বাড়িতে মিঃ হাইড্ নামে যে ভদ্রলোক থাকতেন তিনি কোথায় গেছেন জানো?'

মেয়েটি আশ্চর্য হয়ে বললে—'মিঃ হাইড্! কই এরকম নামের কোনো লোকের সঙ্গে তো আমাদের দেখা হয়নি।'

এই সময় মিঃ আটার্সন এগিয়ে এসে বললেন—'তোমরা এ-বাড়িতে কতদিন এসেছো, খুকি?'

—'এই তো মাত্র চার দিন। আমার বাবা এই বাড়িখানা কিনেছেন কিনা।'

—'ও, কিনেছেন বুঝি? তা, তোমার বাবা এখন কোথায় আছেন?'

—'কোথায় আবার থাকবেন। তিনি তো দোকানেই আছেন!'

মিঃ আটার্সন বললেন—'ওহো! তাও তো বটে। তা তোমাদের দোকানটা কোথায় বলতে পারো?'

—'পারবো না কেন? আমাদের দোকানটা এই রাস্তারই শেষ দিকে। এখান থেকে সোজা পশ্চিম দিকে চলে গেলে যে বড়ো রাস্তার মোড় দেখতে পাবেন, সেই মোড়েই আমাদের দোকান।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেয়েটির চটপটে কথা শুনে মিঃ আটার্সন খুশী হয়ে বললেন—'তুমি দেখছি খুব লক্ষ্মী মেয়ে, স্কুলে পড়ো না ?'

—'কে বললে পড়ি না ? তবে নতুন বাড়িতে এসে অবধি স্কুলে যাই না। বাবা বলেছেন, এখানেই কাছাকাছি কোনো স্কুলে ভরতি ক'রে দেবেন।'

—'তোমার বাবার নাম কী খুকি ?'

—'মিঃ রবিনসন ক্রুসো !'

এই বলেই মেয়েটি হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়লো।

মিঃ আটার্সন বললেন—'হাসলে যে ?'

মেয়েটি হাসতে-হাসতেই উত্তর দিল—'ঐ রবিনসন ক্রুসোর কথা মনে হয়ে হাসি এলো !'

—'তার মানে ! তোমার বাবার নাম কী তাহলে মিঃ রবিনসন নয় ?'

—'হ্যাঁ, রবিনসনই বটে, তবে রবিনসন ক্রুসো নয়। আমার বাবার নাম রবিনসন বাটলার।'

মেয়েটির কাছ থেকে তার বাবার নাম আর দোকানের ঠিকানা জেনে নিয়ে ওঁরা তখনই গেলেন বাটলার মহাশয়ের সেই দোকানে।

কিন্তু সেখানে গিয়েও বিশেষ কোনো সুবিধা হল না। মিঃ রবিনসন বাটলার বললেন যে বাড়িখানা ডাঃ জেকিলের কাছ থেকে কিনেছেন। তিনি আরো জানান যে ডাঃ জেকিলের পক্ষে তাঁর আটর্নি মেসার্স জেম্‌স্ মরিসন কোম্পানিই ও-ব্যাপারে সব কিছু করেন।

রবিনসনের কাছে এই খবর শুনে মিঃ আটার্সন হতাশ কণ্ঠে বললেন—'যে-তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই যে রয়ে গেলাম, এনফিল্ড।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

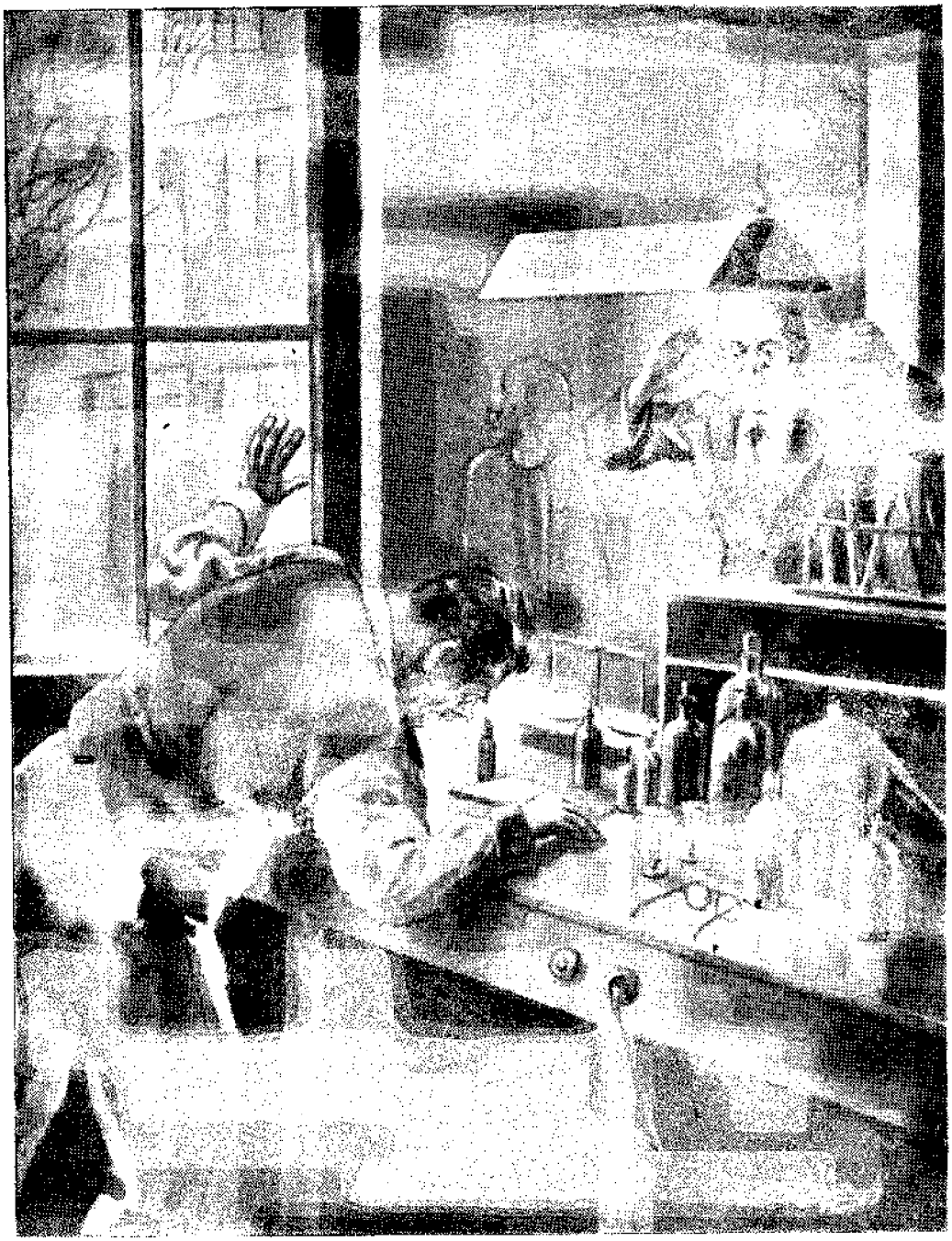

হাইডের মৃত্যু

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ষোলো

পুলের সন্দেহ

মিঃ আটার্সন যখন হাইডের সন্ধানে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, এই সময় একদিন ডাঃ জেকিলের চাকর পুল হঠাৎ তাঁর কাছে এসে হাজির হল। তখন সন্ধ্যা উতরে গিয়েছিল। এই রকম সময় পুলকে দেখে আশ্চর্য হয়ে মিঃ আটার্সন বললেন—'কী ব্যাপার পুল, হঠাৎ এমন সময় ?'

—'কর্তার ব্যাপারটা বড়ো গোলমেলে মনে হচ্ছে।'

—'গোলমেলে মনে হচ্ছে! কী ব্যাপার বলো তো ?'

মিঃ আটার্সনের প্রশ্নে পুল একটু ইতস্ততঃ করে বললে—'কর্তার বর্তমান চালচলনগুলো কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছে। আপনি তো জানেন, কর্তা এখন বাড়ী থেকে বের হন না।...'

—'হ্যাঁ, তা হয়েছে কী ?'

—'গত কয়েকদিন যাবৎ বাড়িতে এমন কতগুলো ব্যাপার ঘটছে যার জন্য, সত্যি কথা বলতে কি, আমরা রীতিমতো ভয় পেয়ে গেছি।'

—'ভয় পেয়ে গেছো! কেন বলো তো ?'

—'সব কথা আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। আপনি যদি দয়া করে আমার সঙ্গে আসেন, তাহলে নিজের চোখে সব দেখতে পাবেন।'

পুলের কথায় মিঃ আটার্সন বললেন—'বেশ চলো, দেখছি কী ব্যাপার।'

ডাঃ জেকিলের বাড়িতে পৌঁছে পুল অতি সন্তর্পণে দরজায় করাঘাত করতেই ভিতর থেকে অনুচ্চকণ্ঠে কে বললে—'কে কড়া নাড়ছেন ?'

পুল বললে—'আমি পল, দরজা খোলো।'

দরজা খুলে গেল।

মিঃ আটার্সন আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন যে বাড়ির ঝি-চাকর সবাই দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি আরো লক্ষ্য করলেন যে ওদের প্রত্যেকের চোখে-মুখেই ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

মিঃ আটার্সন ওদের লক্ষ্য করে বললেন—'তোমরা সবাই মিলে এখানে ভিড় জমিয়েছো কেন ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একজন অল্পবয়স্কা ঝি হঠাৎ ভেউ-ভেউ করে কেঁদে উঠে বললে—'ভূত! বাড়িতে ভূত এসেছে স্যার।'

পুল তাকে একটা ধমক দিয়ে থামিয়ে, একটা ছোকরা চাকরের দিকে তাকিয়ে বললে—'এই, শীগগির একটা আলো নিয়ে আয়।'

আলো আনা হলে মিঃ আটার্সনের দিকে তাকিয়ে পুল আবার বললে—'আপনি আমার সঙ্গে আসুন স্যার। খুব পা টিপে-টিপে আসবেন। কেউ যেন আপনার পায়ের শব্দ শুনতে না পায়।'

*

দোতলায় ঢোকবার দরজার সামনে এসে পুল চিৎকার ক'রে বললেন—'মিঃ আটার্সন এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন!'

ভিতর থেকে জবাব এলো—'বলে দাও, আমি এখন দেখা করতে পারবো না।'

পুল তখন মিঃ আটার্সনকে নিয়ে রান্নাঘরে এসে হাজির হল। বাড়ির অন্যান্য ঝি-চাকররাও তখন সেখানে এসে জুটেছিল।

পুল জিজ্ঞেস করলে—'ভিতর থেকে যার গলা শুনলেন ওটা কি ডাঃ জেকিলের গলা বলে মনে হয় আপনার?'

পুলের কথা শুনে কিন্তু মিঃ আটার্সনের মনে হল যে সত্যিই কণ্ঠস্বরটা যেন অন্য কোনো লোকের। ডাঃ জেকিলের কণ্ঠস্বর তিনি খুব ভালোই চিনতেন, তাই পুলকে বললেন—'তুমি ঠিকই সন্দেহ করেছো পুল, ও কণ্ঠস্বর জেকিলের নয়।'

—'তাহলে আপনিও স্বীকার করছেন আমার কথা! আজ ঠিক আট দিন ঐ কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। আট দিন আগে আমরা ডাঃ জেকিলের কান্নার আওয়াজ শুনতে পাই। ভগবানের নাম ক'রে তিনি কাঁদছিলেন সেদিন।'

—'তারপর?'

—'তারপর থেকেই কর্তার কণ্ঠস্বর আর শুনতে পাইনি আমরা। আমার মনে হয় কর্তার বন্ধু সেই হাইড নামে দানবটা কর্তাকে শেষ ক'রে তাঁর ঘরে লুকিয়ে রয়েছে।'

পুলের কথা শুনে মিঃ আটার্সন বললেন—'তুমি তো বড়ো সাংঘাতিক কথা বলছো, পুল। কিন্তু হত্যাকারী পালিয়ে না গিয়ে বহাল তবিয়তে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিহত ব্যক্তির ঘরে তার মৃতদেহ আগলে দিনের পর দিন বসে আছে, এটাও যে চিন্তা করা কঠিন।'

পুল বললে—'প্রমাণ ছাড়া কোনো কথা আপনি বিশ্বাস করতে চাইবেন না তা আমি জানি, কিন্তু এঘরে যে হাইড্ এসে আস্তানা গেড়েছে তার চাক্ষুষ সাক্ষীও (Eyewitness) এখানেই উপস্থিত আছে। আমাদের ব্রাড্স্ তাকে নিজের চোখে দেখেছে।'

এই বলে ব্রাড্স্-এর দিকে তাকিয়ে সে বললে—'কী হে ব্রাড্স্, কী দেখেছো, বলো না!'

ব্রাড্স্ বললে—'পুল ঠিকই বলেছে স্যার। আজ থেকে চার দিন আগে আমি কী একটা কাজে বাড়ির পেছনের বাগানে গিয়েছিলাম। সেই সময় হঠাৎ দোতলার জানলার দিকে আমার নজর পড়ে। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, জানলা থেকে একটা ভয়াবহ মুখ তাড়াতাড়ি একপাশে সরে গেল।'

ব্রাড্স্-এর কথা শেষ হতেই পুল বললে—'শুনলেন তো সব, এ-অবস্থায় আমাদের কী করা উচিত মনে হয় আপনার?'

—'আমার মনে হয়, পুলিসে খবর দেওয়াই সবচেয়ে আগে দরকার। কারণ ঐ গরিলামুখো হাইডের খোঁজে পুলিস এখন সারা শহর চষে বেড়াচ্ছে। তিন-তিনটে নরহত্যার অপরাধে ওয়ারেন্ট আছে ওর নামে!'

—'তাই নাকি! তবে তো বড়ো ভয়ানক ব্যাপার।'

—'নিশ্চয়ই ভয়ানক। কিন্তু হাইড্ যে নরহত্যার অপরাধে অপরাধী এ-কথা কি তুমি জানতে না?'

—'কী ক'রে জানবো বলুন? আমরা তো বাড়ি থেকে বের হওয়াই ছেড়ে দিয়েছি। তাছাড়া খবরের কাগজও এখন এ বাড়িতে আসে না।'

পুলের কথা শুনে মিঃ আটার্সন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'আজ অনেক রাত হয়েছে, আমরা বরং কাল সকালেই পুলিস নিয়ে এসে হাইড্কে গ্রেফতার করবো। আজ রাতটা কোনো রকম গোলমাল ক'রে দরকার নেই।'

পুল বললে—'কিন্তু আপনাকে কাল সকালে কোথায় পাবো?'

মিঃ আটার্সন বললেন—'আমি নিজেই আসবো পুলিস সঙ্গে নিয়ে। ইতিমধ্যে তোমরা লক্ষ্য রাখবে হাইড্ বাড়ি থেকে বের হয় কিনা।'

—'যদি বের হয় তাহলে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—'তাহলে সবাই মিলে তাকে ধরে ফেলবে।'

—'ধরে ফেলবো! কিন্তু আমাদের উপর যে কর্তার হুকুম আছে মিঃ হাইডের যে-কোনো আদেশ তাঁর নিজের আদেশ মনে ক'রে তামিল করতে।'

মিঃ আটার্সন বললেন—'সেটা ছিল তোমার কর্তা বেঁচে থাকবার সময়কার আদেশ, তাছাড়া নরহত্যার দায়ে কোনো ওয়ারেণ্টও ছিল না তখন হাইডের নামে।'

পুল কতকটা ভয়ে ভয়ে বললে—'আপনি তাহলে বলছেন হাইড্‌কে ধরতে?'

—'নিশ্চয়ই। শুধু ধরতে নয়, তাকে দেখলেই বেঁধে ফেলবে তোমরা। বেঁধে রেখে পুলিসে খবর দেবে। ইচ্ছা করলে আমাকেও খবর দিতে পারো। আচ্ছা, এখন আমি যাচ্ছি, কাল সকালেই আমি আসবো। তোমরা কিন্তু আজকের রাতটা একটু সজাগ থেকো।'

এই কথা বলেই মিঃ আটার্সন চলে গেলেন ওখান থেকে।

*

বাড়িতে আসতেই মিঃ আটার্সন তাঁর চাকরের কাছে খবর পেলেন যে কিছুক্ষণ আগে ডাঃ লেজিয়নের বাড়ি থেকে একজন লোক এসে তাঁকে একখানা চিঠি দিয়ে গেছে।

চিঠিখানা খুলে পড়েই তিনি অবাক্ হয়ে গেলেন। ডাঃ লেজিয়ন লিখেছেন:

"প্রিয় আটার্সন,

এই চিঠিখানা পড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই তুমি আমার সঙ্গে এসে দেখা কোরো। আমার মৃত্যুর আর খুব বেশী দেরি নেই, তাই মৃত্যুর আগে তোমাকে কতগুলো কথা বলে যেতে চাই। আমার অবস্থা খুবই খারাপ। হয়তো আজ রাতেই আমার মৃত্যু হবে। তুমি যত রাত্রিই হোক, আমার সঙ্গে দেখা করবে।

নিজের হাতে লিখতে না পেরে অন্যকে দিয়ে এই চিঠি লেখালাম। ইতি—

লেজিয়ন"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিঃ আটার্সন আর কালবিলম্ব না ক'রে তখন ছুটলেন ডাঃ লেজিয়নের বাড়ির উদ্দেশে।

*

রাত প্রায় এগারোটার সময় তিনি ডাঃ লেজিয়নের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। তাঁকে দেখে ডাঃ লেজিয়ন বললেন—'তুমি এসেছো, আটার্সন। আমি তোমার সঙ্গে দেখা না ক'রে মরতেও পারছিলাম না।'

মিঃ আটার্সন আশ্চর্য হয়ে গেলেন ডাঃ লেজিয়নের কথা শুনে। তিনি বললেন—'কী হয়েছে তোমার লেজিয়ন? এই তো সেদিনও তোমার সঙ্গে দেখা হল রিজেন্ট পার্কের ধারে।'

—'হ্যাঁ, যেদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় সেই রাত্রি থেকেই আমি শয্যা-শায়ী হয়েছি।'

—'কেন? কি অসুখ করেছে তোমার?'

—'অসুখ! সে তুমি বুঝবে না আটার্সন। আমি ভয় পেয়েছি।'

—'ভয়! কিসের ভয়?'

—'ভূতের! ভূত বিশ্বাস করো কি তুমি?'

—'ভূতের ভয়! বলছো কী!'

—'ঠিকই বলেছি বন্ধু, সত্যিই আমি ভূত দেখেছি। অশরীরী প্রেত নয়, রীতিমতো জ্যান্ত ভূত দেখেছি আমি।'

—'কী ব্যাপার আমাকে বলবে কি?'

—'না বন্ধু, আমি তাহলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হবো।'

—'প্রতিজ্ঞা! কার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছো?'

—'সে-কথা আমি বেঁচে থাকতে তোমাকে বলতে পারবো না। তবে একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখছি যে, মিঃ হাইড নামে যে দানবাকৃতি লোকটার কথা কাগজে বেরিয়েছে, সে এ-জগতের মানুষ নয়। এর চেয়ে বেশী কিছু আমি বলতে পারছি না। আমার যা কিছু বক্তব্য সবই আমি লিখে রেখেছি। আমার বালিশের নীচে একখানা সীল-করা খাম আছে, খামখানা তুমি বের ক'রে নাও। ঐ খামের মধ্যেই রয়েছে আমার যা জানাবার আছে সে-সব কথা।'

মিঃ আটার্সন তখন সেই খামখানা বের ক'রে নিয়ে বললেন—'এখানা নিয়ে আমি কী করবো, বললে না!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডাঃ লেজিয়ন বললেন—'এই খামখানা তুমি আমার মৃত্যুর পরে পোড়ো, তার আগে নয়। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, বেঁচে থাকতে এ-কথা কাউকে বলবো না। কিন্তু মৃত্যুর পরে যদি তুমি জানতে পারো, তাতে আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না।'

—'কিন্তু তুমি যে মরে যাবে এ-কথা ভাবছো কেন? ডাক্তাররা কী বলেন?'

—'এ-রোগ ডাক্তারের চিকিৎসার বাইরে, আটার্সন। তুমি তো জানো আমি নিজে ডাক্তার, তাই বলছি, কোনো ডাক্তারের সাধ্য নেই আমাকে বাঁচাবার।'

এই পর্যন্ত বলেই ডাঃ লেজিয়ন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তিনি যেন সামনে ভূত দেখেছেন এইভাবে চিৎকার ক'রে বললেন—'ঐ—ঐ আসছে আবার—কী বীভৎস মুখ···তুমি যাও দূর হও এখান থেকে তুমি··· শয়তান·· শয়তান'

শেষ 'শয়তান' কথাটি উচ্চারণ করবার সঙ্গে-সঙ্গেই ডাঃ লেজিয়নের মাথাটা বালিশের উপর কাত হয়ে পড়লো। তাঁর মুখ দিয়ে আর কোনো কথাই বের হল না।

ব্যাপার দেখে ভয় পেয়ে তাঁর চাকর তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে ফোন করলে।

মিনিট পনেরর মধ্যেই এসে গেলেন ডাক্তার। তিনি এসে ডাঃ লেজিয়নের দেহ পরীক্ষা ক'রে গম্ভীরভাবে বললেন—'আমার আর কিছু করবার নেই।'

মিঃ আটার্সন বললেন—'কিছু করবার নেই মানে?'

—'মানে ডাঃ লেজিয়ন বেঁচে নেই। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন তিনি।'

এই আকস্মিক ব্যাপারে সবাই একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। ডাঃ লেজিয়ন এইভাবে হঠাৎ মারা যাবেন, মিঃ আটার্সন সে-কথা বিশ্বাসই করতে পারেননি। কিন্তু বিশ্বাস করতে না পারলেও চোখের সামনের মৃত্যুটাকে তিনি তো অস্বীকার করতে পারেন না! তিনি তখন ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ডাঃ লেজিয়নের সেই খামখানা নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সতেরো

ডাঃ লেজিয়নের চিঠি

ডাঃ লেজিয়ন যখন মৃত্যুশয্যায় শুয়ে মিঃ আটার্সনকে সেই খামখানা নিতে অনুরোধ করছিলেন ঠিক সেই সময় ডাঃ জেকিলের বাড়ির দোতলায় যেন প্রলয়কাণ্ড আরম্ভ হয়ে গেছে।

পুলের মনে হল, উপরে কে যেন শিশি বোতল আছড়ে ভাঙছে। শিশি বোতল ভাঙবার আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গে একটা চাপা গর্জনও শুনতে পেলো সে।

তার মনে হল যে নিশ্চয়ই হাইড্‌রূপী সেই দানবটা তার মনিবকে আক্রমণ করেছে। এ অবস্থায় সে যে কী করবে বুঝে উঠতে পারলো না। তার একবার মনে হল যে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকবে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল যে, যদি দানবটা তাকে আক্রমণ করে তাহলে কী হবে। সে তখন অনেক ভাবনা-চিন্তা ক'রে পুলিসে খবর দেওয়াই উচিত বলে মনে করলো।

সে তখন তাড়াতাড়ি থানায় ফোন ক'রে জানালো যে মিঃ হাইড্‌ নামে যে-লোকটাকে পুলিস খুঁজে বেড়াচ্ছে, সে তার মনিবের ঘরে লুকিয়ে রয়েছে।

পুলের কাছ থেকে এই খবর পেয়েই একজন ইনস্‌পেক্টর কয়েকজন কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে ছুটলেন ডাঃ জেকিলের বাড়ির দিকে।

*

এদিকে যখন এই সব কাণ্ডকারখানা চলছে সেই সময় মিঃ আটার্সন তাঁর নিজের ঘরে বসে ডাঃ লেজিয়নের দেওয়া সেই খামখানা খুলে পড়ছেন। খামখানা খুলতেই তার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়লো একখানা চিঠি। চিঠিখানি ছিল এইরকম ঃ

'প্রিয় আটার্সন,

আজ আমি তোমাকে এমন কতগুলো কথা জানাচ্ছি যার সঙ্গে আমার বন্ধু ডাঃ জেকিলের জীবন-মরণ সম্পর্ক জড়িত। আমি জেকিলের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে আমি বেঁচে থাকতে এ-কথা কোন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলবো না ; তাই আমি সব কথা এই চিঠিতে লিখে রাখছি। তোমাকে আমি আবার অনুরোধ করছি, আমার মৃত্যুর আগে এ-চিঠি তুমি পোড়ো না। তুমি হয়তো জানো না যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমার সঙ্গে যেদিন আমার রিজেন্ট পার্কের ধারে দেখা হয়, সেদিন রাত প্রায় এগারটার সময় জেকিল আমার বাড়ি আসে। জেকিল আসে বললে কথাটা ঠিক বলা হয় না। আমার কাছে আসে একটি দানব-মূর্তি, যাকে তোমরা সবাই মিঃ হাইড্ বলে জানো।

তোমরা আরো জানো যে এই মিঃ হাইড্ লণ্ডন শহরে দিনের পর দিন নরহত্যা ক'রে চলেছে। হাইড্কে দেখেই আমি ভয়ে চিৎকার ক'রে উঠি। একটা মানুষকে দেখে কেন আমি ভয় পাই এবং চিৎকার ক'রে উঠি এ-কথা জানতে নিশ্চয়ই ইচ্ছা হচ্ছে তোমার। কথাটা হচ্ছে এই যে মিঃ হাইডের মতো ভীষণ চেহারার জীব আমি জীবনে আর কখনও দেখিনি।

আমাকে চিৎকার করে উঠতে দেখে সে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে আমার কাছে ছুটে এলো; তাকে ঐভাবে আমার কাছে ছুটে আসতে দেখে আমি আর-একবার চিৎকার করতে যাই, কিন্তু সে হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরে।

আমার মুখ চেপে ধরা অবস্থাতেই সে বলে, "চিৎকার কোরো না, লেজিয়ন। আমি ডাঃ জেকিল।" তার সেই অদ্ভুত কথা আমার বিশ্বাস হল না। আমি বললাম, "এত রাত্রে তুমি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করতে এসেছো?"

এর উত্তরে মিঃ হাইড্ বললো যে রসিকতা সে মোটেই করছে না। সে আমাকে বললো যে এই মাত্র একটা হোটেল থেকে সে পালিয়ে এসেছে। সে আরও বললো যে সেই হোটেলে একটি মহিলাকে সে হত্যা ক'রে এসেছে। এরপর আমার প্রশ্নের উত্তরে সে আমাকে যে-সব কথা বলে তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, রসায়নের সাহায্যে মানুষের দৈহিক পরিবর্তন ঘটানো যায় কি না সেই বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে করতে অবশেষে এমন একটা ওষুধ সে আবিষ্কার করে যা খেলে, বা ইনজেক্সন্ ক'রে দেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে, যে-কোনো জীবেরই নাকি বিষম দৈহিক পরিবর্তন হয়।

সে আরও বলে যে এই পরিবর্তনটা হয় সেই জীবের অবচেতন মনের সঙ্গে সংগতি রেখে। সে আরও বলে যে, ঐ ওষুধটা নিজের দেহে পরীক্ষা করতে গিয়েই তার ঐ অবস্থা। এই সময় আমার প্রশ্নের উত্তরে সে জানায় যে ঐ ওষুধের একটা প্রতিষেধক ওষুধও সে আবিষ্কার করেছে। ঐ প্রতিষেধক ওষুধটা খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সে নাকি আবার নিজের স্বাভাবিক দেহ ফিরে পায়।

এরপর সে বলে যে প্রথম-প্রথম নাকি সেই ওষুধটা না খেলে তার দৈহিক পরিবর্তন হত না; কিন্তু পরে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, কোনো কুৎসিত জীব দেখলে বা কোনো ভয়াবহ কিছু চিন্তা করলেই তার দৈহিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

হোটেলের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে সে বলে যে ঐ দিন বিকেলবেলায় সে কয়েকটা ওষুধের খোঁজে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। বাড়ি থেকে গুপ্ত পথ দিয়ে বের হওয়ায় তার চাকররা কেউ তাকে দেখতে পায়নি। তারপর রাস্তা দিয়ে চলতে-চলতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হঠাৎ একটা গাধাকে দেখতে পেয়েই নাকি তার দৈহিক পরিবর্তন আরম্ভ হয়। সে তখন তাড়াতাড়ি একটা হোটেলে গিয়ে দোতলায় একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে ওঠে। সে রুমাল দিয়ে মুখ ঢাকা দিয়ে রেখেছিল বলে ম্যানেজার তার মুখ দেখতে পায়নি, কিন্তু উপরে উঠে ঘরে ঢোকবার সময় একটা চাকর তার মুখ দেখে ফেলে। সে তখন তাকে কিছু টাকা ঘুষ দিয়ে চুপ ক'রে থাকতে অনুরোধ করে।

এরপর সে রাত্রে বের হয়ে বারান্দার এককোণে রাখা টেলিফোনটার দিকে যেতে থাকে। তার উদ্দেশ্য ছিল, বাড়িতে তার চাকর পুলকে টেলিফোন ক'রে সেই প্রতিষেধক ওষুধটা আনিয়ে নেবে। কিন্তু সেই সময় পাশের ঘর থেকে একটি মহিলা সেই বারান্দায় বেরিয়ে পড়ে এবং তাকে দেখেই চিৎকার ক'রে ওঠে। এই আকস্মিক বিপদে হতবুদ্ধি হয়ে সে ঐ মহিলাটিকে গলা টিপে হত্যা করে। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে জানলা দিয়ে পালিয়ে সোজা আমার কাছে চলে আসে।

আমাকে সে অনুরোধ করে তার ল্যাবরেটরি ঘর থেকে সেই প্রতিষেধক ওষুধটা এনে দিতে। সে আমাকে একটা চাবি দিয়ে বলে যে ঐ চাবির সাহায্যে বাড়ির পিছন দিকের গুপ্ত দরজাটা খুলতে পারা যাবে। আমি তখন সেই চাবি নিয়ে তার বাড়িতে যাই এবং গুপ্ত দরজা দিয়ে তার ল্যাবরেটরিতে ঢুকে সেই প্রতিষেধক ওষুধটা নিয়ে আসি।

আমার সামনেই সে প্রতিষেধক ওষুধটা খায়। আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করি যে ওষুধটা খাবার তিন মিনিটের মধ্যেই সে আবার ডাঃ জেকিলের রূপ ফিরে পায়।

সে তখন আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয় যে এ-কথা যেন কাউকে আমি না বলি।

আমিও প্রতিজ্ঞা করি যে আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তিকে এ কথা বলবো না। আমাকে ঐভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ক'রে জেকিল বিদায় নেয়।

কিন্তু সে চলে যাবার পর থেকেই আমার শরীরটা খারাপ লাগতে থাকে। রাত্রে খুব জ্বর হয় আমার। পরদিন জ্বরটা আরও বাড়ে। আমি বেশ বুঝতে পারি যে তার ভয়াবহ মূর্তিটা দেখে ভয় পাওয়াতেই আমার এই অবস্থা হচ্ছে। এরপর আমার অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যেতে থাকে। আমি বুঝতে পারি যে আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। আমি তখন জেকিল সম্বন্ধে সব কথা এই কাগজে লিখে খামে বন্ধ ক'রে সীলমোহর ক'রে রাখি।

আমি জানি, আমার মতো তুমিও জেকিলের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাই তোমাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি সব কথা জানিয়ে গেলাম। যদি পারো, জেকিলকে রক্ষা করতে চেষ্টা কোরো। ইতি—

তোমার হতভাগ্য বন্ধু
লেজিয়ন'

চিঠিখানা যখন পড়া শেষ হয়, রাত তখন প্রায় দুটো। কিন্তু মিঃ আটার্সনের মনে হল যে তখনই তাঁর যাওয়া দরকার ডাঃ জেকিলের বাড়িতে, কারণ পুলকে তিনি যে-রকম নির্দেশ দিয়ে এসেছিলেন, তাতে সে হয়তো এতক্ষণ পুলিসকে খবর দিয়ে বসেছে।

তিনি তখন আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে।

ডাঃ জেকিলের বাড়িতে তিনি যখন হাজির হলেন তার আগেই পুলিস এসে উপস্থিত সেখানে।

মিঃ আটার্সন শুনতে পেলেন যে পুলিসের ইনস্‌পেক্টর আর পুল লোকজন নিয়ে দোতলায় দরজা ভাঙতে চেষ্টা করছেন।

এই কথা শুনেই মিঃ আটার্সন তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে লাগলেন। তিনি যখন দোতলায় উঠলেন তার আগেই ইনস্‌পেক্টর দরজা ভেঙে সদলবলে ভিতরে ঢুকে পড়েছেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

আঠারো

লীলা শেষ

ভিতরে ঢুকেই মিঃ হাইড্‌কে সামনে দেখতে পেলেন ইনস্‌পেক্টর।

পুল চিৎকার করে উঠলো—'ঐ দেখুন ইনস্‌পেক্টর, শয়তানটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

ইনস্‌পেক্টর বললেন—'হাত উঁচু করে দাঁড়াও হাইড্‌, নইলে আমি তোমাকে গুলি করবো।'

মিঃ হাইড্‌ কিন্তু ইনস্‌পেক্টরের কথা কানেই তুললো না। সে তাড়াতাড়ি ল্যাবরেটরির দিকে ছুটতে লাগলো। হাইড্‌কে ল্যাবরেটরির দিকে ছুটতে দেখে ইনস্‌পেক্টরও তার পিছনে-পিছনে ছুটলেন। হাইড ল্যাবরেটরিতে ঢুকে তাড়াতাড়ি ঘরের কোণের টেবিলটার দিকে ছুটলো। টেবিলের উপর থেকে একটা বোতল হাতে তুলে নিলে সে! তাকে বোতল তুলতে দেখে ইনস্‌পেক্টর সন্দেহ করে বসলেন যে, সে হয়তো ঐ বোতলটা তাঁর দিকে ছুড়ে মারবে, তাই তিনি সঙ্গে-সঙ্গে গুলি করলেন মিঃ হাইডের বুক লক্ষ্য ক'রে।

গুলি খেয়েই মিঃ হাইড মেঝের উপর লুটিয়ে পড়লো।

*

ঠিক এই সময় মিঃ আটার্সন সেই ঘরে গিয়ে হাজির হলেন। তখন হাইড্‌ মাটিতে পড়ে লুটোচ্ছে। ল্যাবরেটরির মধ্যে সব লণ্ডভণ্ড; মেঝেয় রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে।

হাইডের মুখটা যন্ত্রণায় এঁকেবেঁকে যাচ্ছে বারে-বারে। নিজের গায়ের চেয়েও বড়ো মাপের জামা তার পরনে, ঢলঢল করছে কোট-পাৎলুন; সেই ছটফটে শরীরটার দিকে তাকিয়ে আটার্সন বুঝতে পারলেন যে, তিনি একজন স্বেচ্ছাবিনাশীর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। হাইড্‌কে কেউ বাঁচাতে পারতো না। ইনস্‌পেক্টর গুলি না করলেও তার বাঁচবার কোনো উপায় ছিল না।

তিনি ছুটে গিয়ে মিঃ হাইডের কাছে দাঁড়াতেই, ক্ষীণকণ্ঠে সে বললে—'আমার অন্তিম সময়ে তুমি এসেছো, আটার্সন! ভালোই হয়েছে। তোমার কাছে যে উইলখানা রেখেছিলাম, সেখানা বাতিল ক'রে আমি নতুন উইল

www.BanglaBook.org

করেছি। উইলখানা আমার টেবিলের ড্রয়ারে আছে। তা ছাড়া আমার এই হতভাগ্য জীবনের যাবতীয় কথাও আমি একখানা ডায়েরীতে লিখে রেখেছি।'

মিঃ হাইড্ যখন এই সব কথা বলে চলেছে, সেই সময় উপস্থিত সকলে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন যে তার শরীরটা ধীরে-ধীরে বদলে যাচ্ছে।

মিঃ হাইড্ তখনও বলে চলেছে—'হ্যাঁ, আমার ঐ ডায়েরীখানা পড়লেই তুমি সব কথা জানতে পারবে। ফ্লোরিনকে বোলো, সে যেন আমাকে ক্ষমা করে···বিদায় বন্ধু—বিদায়।'

'শেষ বিদায়' কথাটা উচ্চারণ করবার সঙ্গে-সঙ্গেই তার প্রাণবায়ু বের হয়ে গেল। এই সময় সবাই আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলে যে মিঃ হাইড্ আর ওখানে নেই—তার বদলে পড়ে আছে ডাঃ জেকিলের প্রাণহীন দেহ।

এই রকম আশ্চর্য ব্যাপার দেখে পুলিস ইনস্পেক্টর অবাক্ হয়ে মিঃ আটার্সনের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'একী কাণ্ড মিঃ আটার্সন?'

মিঃ আটার্সন বললেন—'আসুন, আমরা ডাঃ জেকিলের ডায়েরীখানা পড়ে দেখি।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

উনিশ

ডাঃ জেকিলের ডায়েরী

'আমি ডাক্তার হেনরি জেকিল, আমার গবেষণা সম্বন্ধে সবকিছু এই ডায়েরীতে লিখে রাখছি।

*

অনেকদিন আগে আমার মনে হয় যে মানুষের মনের মধ্যে যে দুটি ভিন্নমুখী রূপ আছে, সে দুটির সঙ্গে মিল রেখে তার দৈহিক পরিবর্তন ঘটানো হয়তো সম্ভব। পৃথিবীর প্রত্যেক মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতই স্বীকার করেছেন যে মানুষের মনের একটা সভ্য রূপ আর একটা অসভ্য বন্য রূপ আছে। প্রত্যেক সভ্য মানুষ তার মনের সেই বন্য রূপটিকে সযত্নে লুকিয়ে রাখে; কিন্তু সেই চাপা দিয়ে রাখা বন্য অসভ্য মনের অস্তিত্বকে একেবারে উড়িয়ে দিতে কেউ পারে না।

এই ব্যাপারটাকে কেন্দ্র ক'রেই আমি গোপনে গবেষণা করতে আরম্ভ করি। দীর্ঘ দিনের চেষ্টার ফলে, আমি এমন একটি ওষুধ আবিষ্কার করি যা খেলে কয়েক মিনিটের মধ্যে যে কোনো প্রাণীর দৈহিক রূপান্তর ঘটবে। এই রূপান্তরটা হয় সেই প্রাণীর অবচেতন মনে লুকিয়ে-থাকা অসভ্য মনের সঙ্গে মিল রেখে।

প্রথমে আমি ওষুধটি কতগুলো খরগোশ, গিনিপিগ ও বেড়ালের উপরে পরীক্ষা করি।

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে কিছুদিন আগে বার্ক জেলার হোয়াইট হর্স পাহাড়ের পাশ দিয়ে রাত্রিকালে মোটরে ক'রে আসবার সময় ডাঃ ব্রাউন নামক একজন বৈজ্ঞানিক একটা অদ্ভুত-দর্শন জীবের দেখা পান।

ঐ জানোয়ারটাকে আমিই সৃষ্টি করেছিলাম। সৃষ্টি করেছিলাম বললে অবশ্য ঠিক বলা হয় না। ওটাকে আমি রূপান্তরিত করেছিলাম। আমার আবিষ্কৃত ওষুধ একটা বেড়ালকে খাইয়ে পরীক্ষা করতে গিয়েই ঐ বিপত্তি। বেড়ালটা দেখতে-দেখতে একটা বাঘের মতো হয়ে যায়। বেড়ালের মুখের দু'পাশে যে দুটো লম্বা দাঁত আছে, ঐ দাঁত দুটো প্রায় একফুট ক'রে লম্বা হয়ে যায়। সেই রাত্রেই ঘরের জানলা ভেঙে জানোয়ারটা পালিয়ে যায়।

আমি তখন আর একটা বেড়ালকে কম ক'রে ওষুধ খাইয়ে পরীক্ষা করি। ওষুধ খাওয়াবার পরে সেটাও ঐ রকম বাঘের আকৃতিতে রূপান্তরিত হয় এবং জানলা ভেঙে পালিয়ে যায়।

দু-দু'বার বেড়াল নিয়ে পরীক্ষা ক'রে যে-দুটি অদ্ভুত জানোয়ার আমি সৃষ্টি করি, তারই একটিকে ধরে এনেছিলেন ডাঃ ব্রাউন।

www.BanglaBook.org

এই সময়ই ডাঃ ব্রাউন সেই অদ্ভুত আকৃতির জানোয়ারটাকে ধরে আনেন। আগেই বলেছি যে ঐ জানোয়ারটাকে আমিই সৃষ্টি করেছিলাম। ঐ জানোয়ারটাকে নিয়ে দেশময় হইচই শুরু হওয়ার ফলে আমি তখন সাময়িকভাবে কাজ বন্ধ রাখি। তারপর যখন বুঝতে পারি যে মানুষের ঔৎসুক্য কমে এসেছে, তখন আমি আবার কাজ আরম্ভ করি। এবারে আমি খুবই সাবধানে এগোই। এরপর আমি পরীক্ষা চালাই একটা গিনিপিগের উপর। ওষুধ খাওয়াবার পরেই গিনিপিগটির আকার একটা প্রকাণ্ড শুয়োরের মতো হয়ে যায়। আমি তখন চেষ্টা করি ঐ ওষুধের 'অ্যান্টিডোট' আবিষ্কার করতে।

বহু চেষ্টার ফলে 'অ্যান্টিডোট'ও আবিষ্কার করতে সক্ষম হই আমি। 'অ্যান্টিডোট' ওষুধটা সেই শুয়োরের মতো আকারের গিনিপিগটার দেহে ইনজেক্‌সন্ ক'রে দিয়ে ফলাফল লক্ষ্য করতে লাগলাম। কয়েক মিনিট পরেই দেখা দিল পরিবর্তন। তারপর ধীরে-ধীরে আবার সেই শূকরাকৃতি বিরাট জানোয়ারটা সুন্দর একটি গিনিপিগে পরিণত হয়ে গেল।

এরপর আমার ইচ্ছা হয় নিজের দেহের উপরে ঐ ওষুধের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা ক'রে দেখতে। এই ইচ্ছা হওয়ার পর একদিন গভীর রাত্রে ল্যাবরেটরি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে সেই ওষুধটা আমার দেহে ইনজেক্‌সন্ করি।

ওষুধটা ইনজেক্‌সনের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হয় যে কে যেন খানিকটা উত্তপ্ত তরল সীসা আমার দেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। সারা দেহে এক অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকি। মনে হতে থাকে যে, কে যেন আমার গলাটা টিপে ধরেছে। শ্বাস নিতে কষ্ট অনুভব করি।

তারপরেই লক্ষ্য করি যে আমার গায়ের রং কালো হয়ে যাচ্ছে এবং সারা দেহে পশুর মতো লোম গজাচ্ছে। আমার মুখের চেহারাও বিকৃত হতে থাকে। ক্রমে মুখের চেহারা এমন কদাকার হয়ে ওঠে যা দেখে আমার নিজেরই ভয় হতে থাকে। আমার দাঁতগুলি বড়ো হয়ে ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসে। চোখ দুটো পশুর চোখের মতো গোলাকার হয়ে যায়। ভ্রূর লোমগুলো বড়ো হয়ে অনেকটা সোজা মতো হয়ে পড়ে। সারা মুখে গজিয়ে ওঠে গরিলার মতো কালো-কালো লোম। অতি বিশ্রী আর ভয়াবহ সে-চেহারা।

আমার স্পষ্ট মনে আছে যে আমার দেহের পরিবর্তন আরম্ভ হওয়া থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত সময় লেগেছিল মাত্র তিন মিনিট। ইনজেক্‌সনের সময় থেকে ধরলে লেগেছিল পাঁচ মিনিট।

এইবারে আমার সেই সময়কার মানসিক অবস্থা বর্ণনা করছি। রূপান্তর সম্পূর্ণ হতেই আমার মনে জেগে ওঠে নরহত্যার স্পৃহা। কিছুতেই যেন আমি সে ইচ্ছাকে দাবিয়ে রাখতে পারিনি। কিন্তু একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করি যে

www.BanglaBook.org

আমার জ্ঞান-বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়নি। আমি যে ডাঃ জেকিল তা আমার সব সময়ই মনে হতে থাকে। কাগজ কলম নিয়ে লিখতে চেষ্টা ক'রে দেখি যে হাতের লেখাও বিকৃত হয়নি। প্রথম রাত্রে এইরকম আশ্চর্য অভিজ্ঞতা লাভ করবার পর আমি সেই 'অ্যান্টিডোট' ওষুধটা খেয়ে নিই। ওটা খাওয়ার প্রায় দু'মিনিট পরে আবার আমার দৈহিক পরিবর্তন হতে থাকে। তারপর তিন মিনিটের মধ্যেই আমি আবার নিজের আসল রূপটি ফিরে পাই।

*

এরপর আমি আরও কয়েকবার ওষুধ ইনজেক্‌সন্ ক'রে ও-রকমভাবে পশুমূর্তিতে বদলে যাই। শেষ পরীক্ষার দিন আমি প্রায় চার ঘণ্টা পর্যন্ত পশু অবস্থায় থাকি। কিন্তু ঐ শেষ পরীক্ষার পর থেকেই আমি এক ভয়াবহ অবস্থায় পড়ে যাই। পরদিন আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করি যে রাত ঠিক এগারটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার দৈহিক পরিবর্তন আরম্ভ হয়ে গেছে। ওষুধ ইনজেক্‌সন্ না ক'রেই সেদিন আমার পরিবর্তন হয়। তারপর থেকেই দেখে আসছি যে কোনো কদাকার কিছু দেখবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার দেহে পরিবর্তন আরম্ভ হয়।

এই ব্যাপার দেখে আমি রীতিমতো ভয় পেয়ে যাই। আমি তখন যথেষ্ট পরিমাণে 'অ্যান্টিডোট' তৈরি ক'রে আমার ল্যাবরেটরিতে রেখে দিই।

তা ছাড়া আমার আরও ভয় হয় যে হয়তো এমন এক সময় আসবে যখন আমি আর নিজের দেহ ফিরে পাবো না। এই চিন্তা মনে আসতেই আমি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিই। এমন কি আমার বাগ্‌দত্তা বধূ ফ্লোরিনার সঙ্গে পর্যন্ত আমি দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ ক'রে দিই। চাকরদের আমি নির্দেশ দিই যে কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে তারা যেন বলে দেয় যে আমি কারো সঙ্গে দেখা করবো না। তা ছাড়া চাকররাও যাতে আমার ঐ মূর্তি দেখতে না পায় সে ব্যবস্থাও আমি ক'রে ফেলি। আমি আমার বাড়ির দোতলার সিঁড়ির দরজাটি ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিই। এ ছাড়া গোপনে যাতায়াত করবার জন্য আমি বাড়ির পিছন দিকে একটা নূতন সিঁড়িও তৈরি করিয়ে নিই।

এই সব ব্যবস্থা করবার পর আমি একখানা উইল ক'রে আমার যাবতীয় সম্পত্তি মিঃ হাইড্‌কে দান করি। এই রকম উইল করবার কারণ এই যে আমার মনে হয়েছিল যে যদি কোনো কারণে আমি মিঃ হাইডের দেহ থেকে নিজের আসল দেহে ফিরে আসতে না পারি তাহলে আমি বেঁচে থাকা সত্ত্বেও নিজের সম্পত্তি ভোগদখল করতে পারবো না। আমিই যে মিঃ হাইড্, এ-কথা আদালত কিছুতেই বিশ্বাস করবে না।

এই কারণেই আমি অনেকটা বাধ্য হয়ে ঐ উইল করি; এবং উইলখানা আমার অ্যাটর্নি বন্ধু মিঃ আটার্সনের কাছে দিই আমি রেজেষ্ট্রি করবার জন্য।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সম্পত্তির ব্যবস্থা করবার পর আমি আরও একটা কাজ করি। সোহো পল্লীতে আমি ছোটো একখানা বাড়ি কিনে সেখানে হাইড্ রূপে মাঝে মাঝে গিয়ে বসবাস করতে থাকি। মিঃ হাইড্ আর আমি যে আলাদা লোক, এই কথা প্রমাণ করবার জন্যই আমি ঐ ব্যবস্থা করি।

এখানে আরও একটা কথা স্বীকার করে রাখা দরকার যে আমার এই ভয়াবহ পরিণতির জন্য দায়ী আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণা।

বিজ্ঞানের সাধনায় আমি বড়ো হতে চেয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম নূতন কিছু আবিষ্কার ক'রে পৃথিবীর মানুষের তাক লাগিয়ে দিতে; কিন্তু এ কী হল? নিজের জালে নিজেই আজ আমি জড়িয়ে পড়েছি।

নিজের ভিতরকার শয়তান রূপটিকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে আমি হয়ে পড়েছি নরহত্যাকারী—ক্রিমিন্যাল। পুলিস দিনরাত আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। নিরপরাধ ডাঃ ব্রাউনকে আমি হত্যা করেছি। আমি যখন জানতে পারি যে ডাঃ ব্রাউনও আমার মতো প্রাণিদেহের পরিবর্তন ঘটানো যায় কি না সেই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন, তখনই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি।

তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে আমি জানতে পারি যে তিনি ঐ বিষয়ে অনেকটাই এগিয়েছেন। আমি তখন ঐ রাত্রেই তাঁর বাড়িতে ঢুকে তাঁকে হত্যা করি। স্যার ডানভার্স কেরুকেও আমি অকারণে হত্যা করেছি। হোটেলের সেই মহিলাও কোনো দোষ করেননি, কিন্তু আমি তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছি। আরও যে কত অপরাধ আমি করেছি তার সংখ্যা নেই। একটি শিশুকে আমি জলে ফেলে দিয়ে হত্যা করেছি। একটি তরুণীকে হত্যা ক'রে তার দেহের মাংস কামড়ে কামড়ে খেয়েছি, তারপর তার মৃতদেহটা নদীর জলে ফেলে দিয়েছি।

এ কী ভয়ানক দানবকে জাগিয়ে তুলেছি আমি!

এখন আমি মুক্তি চাই। হ্যাঁ, ঐ দানব হাইডের হাত থেকে আমি মুক্তি চাই। আমার জীবন একেবারে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

ফ্লোরিনা—ফুলের মতো সুন্দর, স্বর্গের দেবীর মত পবিত্র—আমাকে সে বিবাহ করবে বলে উন্মুখ হয়ে দিন গুনছে, আর আমি এদিকে রাক্ষস হয়ে একের পর এক নরহত্যা ক'রে চলেছি।

'প্রতিষেধক' যা তৈরি করে রেখেছিলাম তা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। বোধহয় আর দু'বার খাওয়ার মত 'অ্যান্টিডোট' আমার কাছে আছে। আগে-আগে ওষুধ না খেলে আমার দেহের পরিবর্তন হত না, এখন হয়েছে ঠিক উলটো, অর্থাৎ এখন আমাকে ওষুধ খেয়ে জেকিল হতে হয়।

কিন্তু প্রতিষেধক তৈরি করবার মত ওষুধও আমার কাছে আর নেই। দুঃখের বিষয়, ওষুধটা তৈরি করতে যে লবণজাতীয় উপাদানটি দরকার, সেটা বাজারে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাওয়া যাচ্ছে না। বাজারে যেটা পাওয়া যাচ্ছে, সেটা দিয়ে ওষুধ তৈরি করে দেখেছি, কিন্তু তাতে কোনো কাজই হয় না।

আমার মনে হচ্ছে যে আগে যে জিনিসটা কিনেছিলাম, সেটা হয়তো খাঁটি ছিল না। তাতে যে ভেজাল জিনিস মেশানো ছিল বোধ হয় সেই জিনিসটাই আমার 'অ্যান্টিডোট' তৈরিতে কাজে লেগেছিল। যে দোকান থেকে ওষুধটি আমি কিনেছিলাম, সেখানে সেই ভেজালের খোঁজ করতে গিয়ে বোকা বনে গিয়েছি। সুতরাং এখন দরকার হয়ে পড়েছে আবার নূতন ক'রে 'এক্সপেরিমেণ্ট'।

কিন্তু বিপদ হয়েছে এই যে সবাই এখন আমার চালচলন দেখে নানারকম সন্দেহ করছে; এমনকি, আমার বাড়ির ঝি-চাকররাও কেমন যেন ভয়াতুর হয়ে পড়েছে। এতে তাদের দোষ দেওয়া চলে না। আমার অস্বাভাবিক ব্যবহার এবং সন্দেহজনক চালচলন দেখেই ওরা ভয় পেয়েছে! তা ছাড়া ওদের মধ্যে কেউ-কেউ হয়তো আমার পরিবর্তিত মূর্তিটাও দেখে ফেলেছে।'

এই পর্যন্ত লেখবার পরে কয়েক পৃষ্ঠা বাদ দিয়ে আবার তিনি লিখেছেন ঃ

"প্রতিষেধক আবিষ্কার করা গেল না কিছুতেই। এখন আমার আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু আত্মহত্যা করবার আগে আমি আমার বিষয়-সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা ক'রে যেতে চাই। আমি আমার আগের উইল বাতিল ক'রে নূতন ক'রে আর একখানা উইল ক'রে গেলাম। এই উইলে আমার যাবতীয় সম্পত্তি আমি কুমারী ফ্লোরিনাকে দান ক'রে গেলাম।

আমার এই দ্বিতীয় উইলখানা আমার টেবিলের ডানদিকের ড্রয়ারে আছে। যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে ঐ উইলখানা আর আমার এই ডায়েরীটি যেন আমার বন্ধু মিঃ আটার্সনের কাছে দেওয়া হয়।

ফ্লোরিনার কাছ থেকে আমি চিরবিদায় নিচ্ছি। সে যাতে বিয়ে ক'রে জীবনে সুখী হতে পারে মৃত্যুর পূর্বে ভগবানের কাছে সেই প্রার্থনাই ক'রে যাচ্ছি।"

যতক্ষণ ডায়েরীখানা পড়া হচ্ছিল, ততক্ষণ কারো মুখেই কোনো কথা ছিল না।

পড়া শেষ হয়ে গেলে ইনস্‌পেক্টর বললেন—'এইরকম একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের জীবন এইভাবে শেষ হয়ে গেল বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত।'

এরপর মৃতদেহের যথাবিহিত ব্যবস্থা ক'রে মিঃ আটার্সন এবং পুলিসদল ওখান থেকে বিদায় নিলেন।

এই ঘটনার দু'দিন পরে লণ্ডনের প্রত্যেকখানা দৈনিক পত্রিকার প্রথম

www.BanglaBook.org

পৃষ্ঠায় খুব বড়ো-বড়ো হেডলাইন দিয়ে ডাঃ জেকিল আর মিঃ হাইডের রোমাঞ্চকর কাহিনীটি প্রকাশিত হল।

ফ্লোরিনাও পড়ছিল সেই কাহিনীটি। সকালে বারান্দায় বসে চা খেতে-খেতে খবরের কাগজ পড়া তার চিরদিনের অভ্যাস। রোজকার অভ্যাসমতো সেদিনও খবরের কাগজখানা তুলে নিয়েছিল সে, কিন্তু প্রথম পৃষ্ঠাতেই ডাঃ জেকিলের খবর দেখতে পেয়ে আগ্রহ সহকারে পড়তে লাগলো রিপোর্টটা।

ঠিক এই সময় মিঃ আটার্সন এসে তার সঙ্গে দেখা ক'রে বললেন যে, ডাঃ জেকিল মারা যাওয়ার আগে যাবতীয় সম্পত্তি ফ্লোরিনার নামে উইল ক'রে গেছে।

ফ্লোরিনার দুচোখ দিয়ে তখন টপটপ ক'রে জল পড়ছে।

—সমাপ্ত—

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG